বঙ্কিমচন্দ্রের

রচনা-সৌন্দর্য্য

শ্রীপাঁচকড়ি ঘোষ
সঙ্কলিত

"Poor worm ! thou art infected :
This visitation shows it"

—*Shakespeare.*

চুঁচুড়া।
১৩৪৭। ভ্রাতৃদ্বিতীয়া।

প্রকাশক—
শ্রীভুজঙ্গভূষণ ঘোষ,
'কেশব-কুটীর',
চুঁচুড়া।

মূল্য—পাঠকের অভিরুচি।

মুদ্রাকর—
শ্রীনীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়,
ওয়েলিংটন প্রিন্টিং ওয়ার্কস্,
১০, হলধর বর্দ্ধন লেন,
কলিকাতা।

সাহিত্যসম্রাট্

স্বর্গত

বঙ্কিমচন্দ্রের

অমর স্মৃতির উদ্দেশে

এই

চয়নার্ঘ্য

ভক্তিভরে নিবেদিত

হইল।

ভূমিকা

সে আজ বহুদিনের কথা—তখন সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র মরজগতে বিদ্যমান ছিলেন, আর ছিলেন বেদবিৎ সুপণ্ডিত দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয়,—আমরা এক শুভক্ষণে, লাহিড়ী মহাশয়ের প্ররোচনে, Dodd's "Beauties of Shakespeare" নামক অপূর্ব্ব গ্রন্থের অনুকরণে, বঙ্কিম-রচনার সৌন্দর্য্য-সম্পদ্ সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হই এবং লাহিড়ী মহাশয়, সঙ্কলিত পাণ্ডুলিপির কিয়দংশ বঙ্কিমবাবুকে দেখাইয়া তাঁহার অনুমোদনক্রমে, তৎসম্পাদিত 'অনুসন্ধান'-পত্রে তাহা, "বঙ্কিমচন্দ্রের সৌন্দয্য-সৃষ্টি" নামে, ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ করিতে থাকেন। শম্বুক-গতিতে অগ্রসর হইয়া, এই দীর্ঘকাল পরে যতদূর স্মরণ হয়, বঙ্কিমচন্দ্র প্রণীত প্রথম-চারিখানি মাত্র উপন্যাস হইতে সেই সঙ্কলন-কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল ; তাহার পরে 'অনুসন্ধান' অকালে অন্তর্হিত হইল,—আমরা সরকারি কার্য্যসূত্রে স্থানান্তরিত হইলাম,—উদ্দিষ্ট কার্য্যে আর অনুরাগ রহিল না। এখন কোথাই বা বঙ্কিমচন্দ্র, আর কোথাই বা লাহিড়ী মহাশয় !—ঐ ঘটনা যেন গল্প-কথা হইয়াছে।

সম্প্রতি, বঙ্কিমচন্দ্রের শতবার্ষিকী জন্মতিথির উৎসবোপলক্ষে দেশ-ব্যাপী আনন্দকোলাহল কর্ণগোচর হওয়ায়, সেই মহাপুরুষের অমর স্মৃতির উদ্দেশে কিঞ্চিৎ অর্ঘ্যদানের আকাঙ্ক্ষা অন্তরে জাগিয়া উঠে এবং সেই বহুদিনের পরিত্যক্ত—সেই বঙ্কিমচন্দ্রের কৃতস্পর্শ—সেই পণ্ডিত লাহিড়ী মহাশয়ের প্রণোদিত—চয়ন-কার্য্য কোনমতে সমাপ্ত করিয়া সেই আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিবার চেষ্টা জন্মে। কিন্তু, দুর্ভাগ্যবশতঃ, নানা আধি-ব্যাধির উৎপীড়নে তাহা ব্যর্থ হইয়া যায়। এতদিনে,কোন সহৃদয় বন্ধুর উৎসাহে ও সহায়তায়, সেই আরব্ধ কার্য্য বর্ত্তমান আকারে প্রকাশিত হইল।

এই সঙ্কল্পের সূচনা সম্বন্ধে একটি কথা বলিবার আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের চরণ স্মরণ করিয়া, তাঁহারই ভাবে তাঁহাকে বুঝা এবং সেই উদ্দেশে তাঁহার গ্রন্থাবলীতে "যে সমস্ত রত্নরাজি সুসজ্জিত আছে, সেই রত্নাগার হইতে এক একটি রত্ন বাছিয়া লইয়া লোকলোচনের সমক্ষে" অবিকৃতভাবে তাহা ধারণ করাই আমাদিগের অভিপ্রেত। এই দুরূহ কার্য্যে পূর্ব্বোক্ত পণ্ডিতবর The Rev. Dr. Dodd আমাদিগের পথপ্রদর্শক; কবিগুরু শেক্‌স্‌পীয়রের রচনা-সৌন্দর্য্য তিনি যেরূপ লোকসমক্ষে ধারণ করিয়াছেন, বঙ্গের অমর কবি বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা-সৌন্দর্য্য বঙ্গীয় পাঠকের সমক্ষে ধারণ করিতে আমরাও তদ্রূপ প্রয়াসী। আমরা এ কার্য্যে সম্পূর্ণ অযোগ্য হইলেও, এক ভরসা—মহাপুরুষের রত্নভাণ্ডারের এতই সৌন্দর্য্য যে, অজ্ঞানে আমরা তাহার যেরূপই 'তস্রুফ্‌' করি, তাহাতে পাঠকের অন্তরে কিরণ-বর্ষণে কোন ব্যাঘাত জন্মাইবে না।

আর এক ভরসার কথা;—মহামতি Dodd স্বীয় গ্রন্থের মুখবন্ধে লিখিয়াছেন—

"As it was my business to collect for readers of all tastes and all complexions, let me desire none to disapprove what hits not with their own humour, but to turn over the page, and they will surely find something acceptable and engaging. But I have yet another apology to make for some passages introduced merely on account of their peculiarity, which to some, possibly, will appear neither sublime nor beautiful, but yet deserve attention, as indicating the vast stretch and sometimes particular turn of the poet's imagination."

আমাদিগের চয়নেও ঠিক সেই পথই অবলম্বন করিয়াছি। বঙ্কিমচন্দ্রের কবিত্ব-ভাণ্ডারে কতবিধ রস উপভোগ করিবার সামগ্রী আছে,

রুচিভেদে সকলের পক্ষে তাহা সম্যক্ মনোরম না হইতে পারে ; কিন্তু কাহারও নিরাশ হইবার কারণ নাই—এক পৃষ্ঠা হইতে পৃষ্ঠান্তরে দৃষ্টিক্ষেপ করুন, আপনার প্রাণের কথা, রুচির ভাব, দেখিতে পাইবেন। আর কোন কোন অংশে, ভাবের গাঢ়তা না থাকিলেও, এরূপ সুন্দর রচনা-কৌশল আছে যে, পাঠক তাহাতে অলক্ষ্যে মুগ্ধ হইয়া যাইবেন।

পরিশেষে, পরম কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার্য্য—উদীয়মান সাহিত্যিক স্নেহভাজন শ্রীমান্ দুর্গামোহন মুখোপাধ্যায়, বি-এ, মহাশয়ের নিকটে এই সূত্রে আমরা অশেষ প্রকারে ঋণী ; তাঁহার অকাতর আনুকূল্য ব্যতিরেকে এই কার্য্যের পরিসমাপ্তি আরও দুরূহ হইত।

অধ্যায়-সূচী

(প্রত্যেক অধ্যায়ের বিষয় বস্তু বর্ণমালানুক্রমে গ্রথিত)

সঙ্কলিত গ্রন্থ-সূচী

ক—উপন্যাস।		গ্রন্থাকারে প্রকাশিত :
১।	দুর্গেশনন্দিনী	খৃষ্টাব্দ ১৮৬৫
২।	কপালকুণ্ডলা	” ১৮৬৭
৩।	মৃণালিনী	” ১৮৬৯
৪।	বিষবৃক্ষ	” ১৮৭৩
৫।	ইন্দিরা	” ১৮৭৩
৬।	যুগলাঙ্গুরীয়	” ১৮৭৪
৭।	চন্দ্রশেখর	” ১৮৭৫
৮।	রজনী	” ১৮৭৭
৯।	কৃষ্ণকান্তের উইল	” ১৮৭৮
১০।	রাজসিংহ	” ১৮৮২
১১।	আনন্দমঠ	” ১৮৮২
১২।	দেবী চৌধুরাণী	” ১৮৮৪
১৩।	সীতারাম	” ১৮৮৭

খ—অন্যান্য গ্রন্থাবলী।

১।	লোকরহস্য	” ১৮৭৪
২।	কমলাকান্ত	” ১৮৭৬
৩।	মুচিরাম গুড়	” ১৮৮৩
৪।	কৃষ্ণচরিত্র	” ১৮৮৬
৫।	গীতা-ভাষ্য	” ১৮৮৬
৬।	বিবিধ প্রবন্ধ	” ১৮৮৭
৭।	ধর্ম্মতত্ত্ব	” ১৮৮৮

বিবৃতি-সূচী

(বর্ণমালানুক্রমিক)

মাতৃস্তোত্র

বন্দে মাতরম্।

সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং

শস্যশ্যামলাং মাতরম্।

শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীম্,

ফুল্লকুসুমিত-দ্রুমদলশোভিনীম্,

সুহাসিনীং, সুমধুরভাষিণীম্,

সুখদাং বরদাং মাতরম্।

সপ্তকোটিকণ্ঠ-কলকল-নিনাদকরালে,

দ্বিসপ্তকোটিভুজৈধৃতখরকরবালে,

অবলা কেন মা এত বলে?

বহুবলধারিণীং নমামি তারিণীং

রিপুদলবারিণীং মাতরম্।

তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম্ম, তুমি হৃদি তুমি মর্ম্ম,

ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।

বাহুতে তুমি মা শক্তি, হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি,

তোমারি প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।

ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী,

কমলা কমলদলবিহারিণী,

বাণী বিদ্যাদায়িনী,—নমামি ত্বাম্।

নমামি কমলাম্ অমলাং অতুলাম্

সুজলাং সুফলাং মাতরম্;

শ্যামলাং সরলাং সুস্মিতাং ভূষিতাং

ধরণীং ভরণীং মাতরম্।

বন্দে মাতরম্।

বঙ্কিমচন্দ্রের

রচনা-সৌন্দর্য্য

সংসার ও সমাজ

১। **আধুনিক শিক্ষা**।—আমরা গ্রীক্ ইতিহাস মুখস্থ করিয়া মরি—রাজসিংহের কিছুই জানি না। আধুনিক শিক্ষার সুফল।

—রাজসিংহ।

২। **কুলরীতি**।—কুলরীতি ত শাস্ত্রমূলক নহে। কুল-নাশে* ধর্ম্মনাশ বা জাতিভ্রংশ হয় না।

—মৃণালিনী।

৩। **গিন্নীপনা**।—যে সংসারের গিন্নী গিন্নীপনা জানে, সে সংসারে কাহারও মনঃপীড়া থাকে না। মাঝিতে হাল ধরিতে জানিলে নৌকার ভয় কি ?

—দেবী চৌধুরাণী।

---

* বলা বাহুল্য, এস্থলে কৌলীন্যনাশের কথা উক্ত হইয়াছে। আধুনিক সমাজ-সংস্কারকগণ, জাত্যন্তর-পরিগ্রহের ব্যবস্থায় সচেষ্ট না হইয়া, পণ্ডপতি-প্রস্তাবিত কৌলীন্য-রীতি-সমুচ্ছেদে যত্নবান্ হইলে সমাজের অধিকতর মঙ্গল সাধিত হইতে পারিত।

৪। **ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ**।—দুই জনে সম্বন্ধ বড় নিকট—স্ত্রী পুরুষ—পরস্পরের অর্দ্ধাঙ্গ, পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ।*

—দেবী চৌধুরাণী।

৫। **দরিদ্রের ধর্ম্ম**।—আপনি ইচ্ছাক্রমে যতটুকু দয়া করিবেন, তাহাতেই আমার জীবন পবিত্র। আমি যে আরও দুরাকাঙ্ক্ষা রাখি,—তাহা দরিদ্রের ধর্ম্ম বলিয়া জানিবেন। কোন্ দরিদ্র না দুনিয়ার বাদশাহী কামনা করে?

—রাজসিংহ।

৬। **দাম্পত্য সুখ**।—স্ত্রীপুরুষে পরস্পর ভালবাসাই দাম্পত্য সুখ নহে; একাভিসন্ধি—সহৃদয়তা—ইহাই দাম্পত্য সুখ।

—সীতারাম।

৭। **দিন যা'বে, র'বে না**।—তুমি যাহা ইচ্ছা তাহা কর, দিন যা'বে, র'বে না। যে অবস্থায় ইচ্ছা সে অবস্থায় থাক, দিন যা'বে, র'বে না। পথিক! বড় দারুণ ঝটিকা-বৃষ্টিতে পতিত হইয়াছ? উচ্চরবে শিরোপরে ঘনগর্জ্জন হইতেছে? ঝড় বহিতেছে? বৃষ্টিতে প্লাবিত হইতেছ? অনাবৃত শরীরে করকাভিঘাত হইতেছে? আশ্রয় পাইতেছ না? ক্ষণেক ধৈর্য্য ধর,—এদিন যা'বে, র'বে না; ক্ষণেক

* এখন ঐ ঘনিষ্ঠতা কেবল "মা'র খোরাকী" বন্ধ করিবার, কিংবা উপার্জ্জনাক্ষম সহোদরকে সংসার হইতে বহিষ্কৃত করিবার, সময় প্রবল; নচেৎ উহা কেবল "Social Contract"এর সম্বন্ধে পরিণত হইতেছে।

অপেক্ষা কর,—দুর্দ্দিন ঘুচিবে, সুদিন হইবে, ভানূদয় হইবে। * * * এক দিনের অমঙ্গল পর দিনে থাকে না।

—দুর্গেশনন্দিনী।

৮। **নারীধর্ম্ম**।—কর্ত্তা মহাশয় এক প্রহর রাত্রে গৃহমধ্যে ভোজনার্থ আসিলেন। গৃহিণী ব্যজনহস্তে ভোজন-পাত্রের নিকট শোভমানা—ভাতে মাছি নাই, তবু নারীধর্ম্মের পালনার্থ মাছি তাড়াইতে হইবে। হায়! কোন্ পাপিষ্ঠ নরাধমেরা এ পরম রমণীয় ধর্ম্ম লোপ করিতেছে? গৃহিণীর পাঁচজন দাসী আছে, কিন্তু স্বামিসেবা—আর কার সাধ্য করিতে আসে? যে পাপিষ্ঠেরা এ ধর্ম্মের লোপ করিতেছে, হে আকাশ! তাহাদের মাথার জন্য কি তোমার বজ্র নাই?

—দেবী চৌধুরাণী।

৯। **মনুষ্যত্ব**।—বাঙ্গালাদেশে মনুষ্যত্ব বেতনের ওজনে নির্ণীত হয়—কে কত বড় বাঁদর, তাহার লেজ মাপিয়া ঠিক করিতে হয়। এমন অধঃপতন আর কখন কোন দেশের হয় নাই।*

—মুচিরাম গুড়।

মনুষ্যের সকল বৃত্তির সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তি ও সামঞ্জস্যে মনুষ্যত্ব।

—কৃষ্ণচরিত্র।

১০। **রাজনীতি**।—

অভিরাম। * * * শত্রু ত মন্দ; দুই শত্রুর অপেক্ষা এক শত্রু ভাল না?—আমার বিবেচনায় পক্ষাপক্ষ করাই উচিত।

* শুধু বাঙ্গালাদেশে নহে—উত্তর-পশ্চিম-অভিমুখী ট্রেণে চড়িলেই এই ঘৃণার্হ অভ্যাস লক্ষিত হয়—বিহারী বা পশ্চিমা বাঁদর সহযাত্রী বাঙ্গালী বাঁদরের লেজ মাপিতে বসেন।

বীরেন্দ্র। কোন্ পক্ষ অবলম্বন করিতে অনুমতি করেন?

অভি। "যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ"; যে পক্ষ অবলম্বন করিলে অধর্ম্ম নাই, সেই পক্ষে যাও; রাজ-বিদ্রোহিতা মহাপাপ,—রাজপক্ষ অবলম্বন কর।

বীর। রাজা কে?

অভি। যিনি করগ্রাহী, তিনিই রাজা।

—দুর্গেশনন্দিনী।

১১। **বাঙ্গালী জাতির গুণ**।—পাড়ার পাঁচজন, যাহারা তাহার অমূলক কলঙ্ক রটাইয়াছিল, তাহারাই আসিয়া প্রফুল্লের মা'র সৎকার করিল। বাঙ্গালীরা এ সময় শত্রুতা রাখে না। বাঙ্গালী জাতির সে গুণ আছে।*

—দেবী চৌধুরাণী।

১২। **বাঙ্গালীর গালি খাওয়া**।—গালি খাইলে যদি বাঙ্গালীর ছেলের পেট ভরিত, তাহা হইলে এ দেশের লোক এতদিনে সগোষ্ঠী বদ্‌হজমে মারা যাইত। ও সামগ্রীটী অতি সহজে বাঙ্গালীর পেটে জীর্ণ হয়।

—কৃষ্ণকান্তের উইল।

১৩। **বাঙ্গালীর বিদ্যা**।—বিদ্যা বাঙ্গালীর স্বতঃসিদ্ধ, তজ্জন্য লেখাপড়া শিখিবার প্রয়োজন নাই,—গ্রন্থ লিখিতে, সংবাদপত্রাদিতে লিখিতে, জানিলেই হইল।

—কমলাকান্ত।

* বাঙ্গালীর সে গুণও আর নাই। এখন কাহারও সৎকার করিবার সময় উপস্থিত হইলেই, বাঙ্গালী তাঁহার গৃহিণীর অবস্থান্তর ঘটায় দোহাই দিয়া অন্তঃপুর-প্রকোষ্ঠে অবস্থিতি করেন।

১৪। **বিবাহের প্রয়োজন**।—যদি বিবাহ-বন্ধনে মনুষ্য-চরিত্রের উৎকর্ষসাধন না হইল, তবে বিবাহের প্রয়োজন নাই। ইন্দ্রিয়াদি অভ্যাসের বশ,—অভ্যাসে এ সকল একেবারে শান্ত থাকিতে পারে। বরং মনুষ্যজাতি ইন্দ্রিয়কে বশীভূত করিয়া পৃথিবী হইতে লুপ্ত হউক, তথাপি যে বিবাহে প্রীতিশিক্ষা না হয়, সে বিবাহে প্রয়োজন নাই।

—কমলাকান্ত।

১৫। **বিবাহ-প্রথা**।—সমাজগঠনের পক্ষে একটি প্রথম প্রয়োজন—বিবাহ-প্রথা। বিবাহ-প্রথার স্থূলমর্ম্ম এই যে, স্ত্রীপুরুষ এক হইয়া সাংসারিক ব্যাপার ভাগে নির্ব্বাহ করিবে। যাহার যাহা যোগ্য, সে সেই ভাগের ভারপ্রাপ্ত। পুরুষের ভাগ—পালন ও রক্ষণ; স্ত্রী অন্যভারপ্রাপ্ত।

—ধর্ম্মতত্ত্ব।

১৬। **সংসার-ধর্ম্ম**।—এই ধর্ম্মই স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম; রাজত্ব স্ত্রীজাতির ধর্ম্ম নয়। কঠিন ধর্ম্মও এই সংসার-ধর্ম্ম; ইহার অপেক্ষা কোন যোগই কঠিন নয়। দেখ, কতকগুলি নিরক্ষর, স্বার্থপর, অনভিজ্ঞ লোক লইয়া আমাদের নিত্য ব্যবহার করিতে হয়। ইহাদের কারও কোন কষ্ট না হয়, সকলে সুখী হয়, সেই ব্যবস্থা করিতে হইবে। এর চেয়ে কোন্ সন্ন্যাস কঠিন? এর চেয়ে কোন্ পুণ্য বড় পুণ্য? আমি এই সন্ন্যাস করিব।

—দেবী চৌধুরাণী।

১৭। **সংসারের গতি**।—সংসারের এই গতি! অদৃষ্ট-

চক্রের এমনই নিদারুণ আবর্ত্তন! রূপ, যৌবন, সরলতা, অমলতা—সকলই নেমির পেষণে দলিত হইয়া যায়!

—দুর্গেশনন্দিনী।

১৮। **সমাজ**।—সমাজকে ভক্তি করিবে। স্মরণ রাখিবে যে, মনুষ্যের যত গুণ আছে, সবই সমাজে আছে। সমাজ আমাদের শিক্ষাদাতা, দণ্ডপ্রণেতা, ভরণপোষণ এবং রক্ষাকর্ত্তা। সমাজই রাজা, সমাজই শিক্ষক।

—ধর্ম্মতত্ত্ব।

১৯। **সমাজ ও ধর্ম্ম**।—ধর্ম্মাচরণ জন্য সমাজ আবশ্যক। সমাজ ভিন্ন জ্ঞানোন্নতি নাই, জ্ঞানোন্নতি ভিন্ন ধর্ম্মাধর্ম্ম-জ্ঞান সম্ভবে না। ধর্ম্মজ্ঞান ভিন্ন ঈশ্বরে ভক্তি সম্ভবে না; এবং যেখানে অন্য মনুষ্যের সঙ্গে সম্বন্ধ নাই, সেখানে মনুষ্যে প্রীতি প্রভৃতি ধর্ম্মও সম্ভবে না।

—ধর্ম্মতত্ত্ব।

২০। **সেকাল ও একাল**।—ব্রজ নীরব—বাপের সাক্ষাতে বাইশ বছরের ছেলে, হীরার ধার হইলেও, সে-কালে কথা কহিত না; এখন যত বড় মূর্খ ছেলে, তত বড় লম্বা স্পীচ্ ঝাড়ে।

—দেবী চৌধুরাণী।

২১। **স্ত্রীলোকের বিদ্যা**।—কখন আধখানা বৈ পূরা দেখিতে পাইলাম না। নারিকেলের মালার ন্যায় স্ত্রীলোকের বিদ্যা বড় কাজে লাগে না।

—কমলাকান্ত।

লোকচরিত্র—পুরুষ

১। **অধ্যাপক ব্রাহ্মণ**।—(ইঁহারা) সংসারের ধুতূরা ফল। বড় বড় লম্বা লম্বা সমাসে, বড় বড় বচনে, তাঁহাদিগের অতি সুদীর্ঘ কুসুম-সকল প্রস্ফুটিত হয়, ফলের বেলা কণ্টকময় ধুতূরা। * * * গুণের মধ্যে এই যে, এই ধুতূরায় মাদকের মাদকতা বৃদ্ধি করে। যে গাঁজাখোরের গাঁজায় নেশা হয় না, তাহার গাঁজার সঙ্গে তুইটা ধুতূরার বীচি সাজিয়া দাও;—যে সিদ্ধিখোরের সিদ্ধিতে নেশা হয় না, তাহার সিদ্ধির সঙ্গে তুইটা ধুতূরার বীচি বাটিয়া দাও। বোধ হয়, এই হিসাবেই বঙ্গীয় লেখকেরা আপনাপন প্রবন্ধমধ্যে অধ্যাপকদিগের নিকট তুইচারিটা বচন লইয়া গাঁথিয়া দেন। প্রবন্ধ-গাঁজার মধ্যে সেই বচন-ধুতূরার বীচিতে পাঠকের নেশা জমাইয়া তুলে। এই নেশায় বঙ্গদেশ আজিকালি মাতিয়া উঠিয়াছে।

—কমলাকান্ত।

২। **আদর্শ চরিত্র**।—নগেন্দ্র নিজ চরিত্রগুণে চিরকাল সুখী। তিনি সত্যবাদী, অথচ প্রিয়ংবদ; পরোপকারী, অথচ ন্যায়নিষ্ঠ; দাতা, অথচ মিতব্যয়ী; স্নেহশীল, অথচ কর্ত্তব্যকর্ম্মে স্থিরসঙ্কল্প। পিতা মাতা বর্ত্তমান থাকিতে তাঁহাদিগের নিতান্ত ভক্ত এবং প্রিয়কারী ছিলেন; ভার্য্যার প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত ছিলেন; বন্ধুর হিতকারী; ভৃত্যের

প্রতি কৃপাবান্; অনুগতের প্রতিপালক; শত্রুর প্রতি বিবাদ-শূন্য। তিনি পরামর্শে বিজ্ঞ; কার্য্যে সরল; আলাপে নম্র; রহস্যে বাঙ্ময়।

—বিষবৃক্ষ।

৩। **কাপুরুষের স্বভাব**।—কাপুরুষের স্বভাব এই যে, আপনি যাহা না পারে, পরে তাহা করিয়া না দিলে বড় চটিয়া উঠে।

—কৃষ্ণচরিত্র।

৪। **গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজ**।—দিগ্‌গজ মহাশয় দৈর্ঘ্যে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাত হইবেন, প্রস্থে বড় জোর আধ হাত তিন আঙ্গুল। পা দুইখানি কাঁকাল হইতে মাটি পর্য্যন্ত মাপিলে চৌদ্দ-পুয়া চারি-হাত হইবে; প্রস্থে রলাকাষ্ঠের পরিমাণ। বর্ণ দোয়াতের কালি; বোধ হয়, অগ্নি কাষ্ঠভ্রমে পা দু'খানি ভক্ষণ করিতে বসিয়াছিলেন, কিছুমাত্র রস না পাইয়া অর্দ্ধেক অঙ্গার করিয়া ফেলিয়া দিয়াছেন। দিগ্‌গজ মহাশয় অধিক দৈর্ঘ্যবশতঃ একটু কুঁজো; অবয়বের মধ্যে নাসিকা প্রবল, শরীরের মাংসাভাব সেইখানেই সংশোধন হইয়াছে। মাথাটি বেহারাকামান; কামান চুলগুলি যাহা আছে, তাহা ছোট-ছোট, আবার হাত দিলে সূচ ফুটে। আর্ক-ফলার ঘটাটা জাঁকাল রকম।

গজপতি, 'বিদ্যাদিগ্‌গজ' উপাধি, সাধ করিয়া পান নাই, —বুদ্ধিখানা অতি তীক্ষ্ণ। বাল্যকালে চতুষ্পাঠীতে ব্যাকরণ আরম্ভ করিয়াছিলেন, সাড়ে-সাত মাসে 'সহর্ণের্ঘঃ'

সূত্রটী ব্যাখ্যা-শুদ্ধ মুখস্থ হয়। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের অনুগ্রহে আর দশজনের গোলে-হরিবোলে পঞ্চদশ বৎসর পাঠ করিয়া শব্দকাণ্ড শেষ করিলেন। পরে, অন্য কাণ্ড আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে, অধ্যাপক ভাবিলেন, 'দেখি দেখি কাণ্ডখানাই কি?' শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বল দেখি, বাপু, রাম শব্দের উত্তর অম্ করিলে কি হয়?" ছাত্র অনেক ভাবিয়া উত্তর করিলেন, "রামকান্ত।" অধ্যাপক বলিলেন, "বাপু, তোমার বিদ্যা হইয়াছে; তুমি এক্ষণে গৃহে যাও, তোমার এখানকার পাঠ সাঙ্গ হইয়াছে; আমার আর বিদ্যা নাই যে তোমাকে দান করিব।" গজপতি অতি সাহঙ্কার-চিত্ত হইয়া কহিলেন, "আমার এক নিবেদন—আমার উপাধি?" অধ্যাপক কহিলেন, "বাপু, তুমি যে বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়াছ, তোমার নূতন উপাধি আবশ্যক, তুমি 'বিদ্যাদিগ্‌গজ' উপাধি গ্রহণ কর।" দিগ্‌গজ হৃষ্টচিত্তে গুরুপদে প্রণাম করিয়া গৃহে চলিলেন।

—দুর্গেশনন্দিনী।

৫। **দেশহিতৈষীর দল**।—এদেশে এক জাতি লোক সম্প্রতি দেখা দিয়াছেন, তাঁহারা দেশহিতৈষী বলিয়া খ্যাত। ইঁহাদের আমি শিমুলফুল ভাবি। ফুল যখন ফুটে, তখন দেখিতে শুনিতে বড় শোভা,—বড়-বড়, রাঙ্গা-রাঙ্গা, গাছ আলো করিয়া থাকে। কিন্তু নেড়া গাছে অত রাঙ্গা ভাল দেখায় না—একটু একটু পাতাঢাকা থাকিলে ভাল দেখাইত। ফুলে গন্ধমাত্র নাই—কোমলতা মাত্র নাই—কেবল বড়-বড়

রাঙ্গা-রাঙ্গা। ফলেও বড় লাভ ঘটে না; অন্তর্লঘু ফল—রৌদ্রের তাপে ফট্ করিয়া ফাটিয়া উঠে, তাহার ভিতর হইতে খানিক তূলা বাহির হইয়া বঙ্গদেশময় ছড়িয়া পড়ে! তাঁহারা মনে করেন, ঘ্যান্-ঘ্যানানির চোটে দেশোদ্ধার করিবেন—সভাতলে ছেলে-বুড়া জমা করিয়া ঘ্যান্ঘ্যান্ করিতে থাকেন।*

—কমলাকান্ত।

৬। **দেশী হাকিম**।—ইঁহারা পৃথিবীর কুষ্মাণ্ড। যদি চালে তুলিয়া দিলে, তবে ইঁহারা উচুতে ফলিলেন—নহিলে মাটীতে গড়াগড়ি যান। যেখানে ইচ্ছা সেখানে তুলিয়া দাও, একটু ঝড়-বাতাসেই লতা ছিঁড়িয়া ভূমে গড়াগড়ি। অনেক-গুলি রূপেও কুষ্মাণ্ড, গুণেও কুষ্মাণ্ড—তবে দেশী নহে, 'বিলাতী কুমড়া।'†

—কমলাকান্ত।

৭। **নকল ইংরেজ**।—যতদূর ইংরেজী চলা আবশ্যক, ততদূর চলুক। কিন্তু একেবারে ইংরেজ হইয়া বসিলে চলিবে না। বাঙ্গালী কখন ইংরেজ হইতে পারিবে না। * * * আমরা যত ইংরেজি পড়ি, যত ইংরেজি কহি বা যত ইংরেজি লিখি না কেন, ইংরেজি কেবল আমাদিগের মৃত সিংহের চর্ম্মস্বরূপ হইবে মাত্র। ডাক ডাকিবার সময়ে ধরা

* অকালে লীলা সংবরণ না করিলে চক্রবর্ত্তী মহাশয় দেখিতে পাইতেন, অনবরত ঘ্যান্-ঘ্যানানির চোটে, সন্দেশ না হউক, অন্ততঃ তিৎ-গুড়ের মুড়ির মোয়াটাও মিলিবার উপক্রম হইয়াছে।

† কিন্তু সুপক্ক, কি অকালপক্ক, চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাহা কিছু বলেন নাই!

পড়িব। * * * নকল ইংরেজ অপেক্ষা খাঁটি বাঙ্গালী স্পৃহনীয়।

—বিবিধ প্রবন্ধ।

৮। **নব্য সম্প্রদায়।**—এখন নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন কাজই বাঙ্গালায় হয় না। বিদ্যালোচনা ইংরাজিতে। সাধারণের কার্য্য—মীটিং, লেক্‌চার, এড্রেস্, প্রোসীডিংস্—সমুদায় ইংরাজিতে। যদি উভয় পক্ষ ইংরাজি জানেন, তবে কথোপকথনও ইংরাজিতেই হয়—কখন ষোল আনা, কখন বার আনা, ইংরাজি। কথোপকথন যাহাই হউক, পত্র লেখা কখনই বাঙ্গালায় হয় না। আমরা কখন দেখি নাই যে, যেখানে উভয় পক্ষ ইংরাজির কিছু জানেন, সেখানে বাঙ্গালায় পত্র লেখা হইয়াছে। আমাদিগের এমনও ভরসা আছে যে, অগৌণে দুর্গোৎসবের মন্ত্রাদি ইংরাজিতে পঠিত হইবে।*

—বিবিধ প্রবন্ধ।

৯। **মূর্খ কে?**—মূর্খ তিনজন। যে আত্মরক্ষায় যত্নহীন, যে সেই যত্নহীনতার প্রতিপোষক, আর যে আত্মবুদ্ধির অতীত বিষয়ে বাক্যব্যয় করে।

—মৃণালিনী।

১০। **লিপি ব্যবসায়ী।**—তাঁহার লিখিত প্রবন্ধ অন্যকে পড়িয়া শুনাইতে বড় ভালবাসেন, আর যে ব্যক্তি তাহা বসিয়া শুনে তাহার নিতান্তই বশীভূত হয়েন।

—কমলাকান্ত।

* সৌভাগ্যের বিষয়, এ রোগ ক্রমশঃ কিছু কমিয়া আসিতেছে।

১১। **বঙ্গদেশের লেখকগণ**।—ইঁহারা তেঁতুল-বিশেষ। নিজের সম্পত্তি খোলা আর সিটে, কিন্তু দুগ্ধকেও স্পর্শ করিলে দধি করিয়া তোলেন। গুণের মধ্যে—অম্ল, তাও নিকৃষ্ট ; এক গুণ—নীরস কাষ্ঠাবতার—সমালোচনার আগুনে পোড়েন ভাল। অমন কুসামগ্রী আর সংসারে দেখিতে পাওয়া যায় না।

—কমলাকান্ত।

১২। **বাবু**।—যিনি মহাদেবের তুল্য মাদকপ্রিয়, ব্রহ্মার তুল্য প্রজাসিসৃক্ষু এবং বিষ্ণুর ন্যায় লীলাপটু, তিনিই বাবু। * * * বিষ্ণুর ন্যায় ইঁহাদিগেরও দশ অবতার—যথা, কেরাণী, মাষ্টার, ব্রাহ্ম, মুৎসুদ্দী, ডাক্তার, উকীল, হাকিম, জমীদার, সংবাদপত্র-সম্পাদক এবং নিষ্কর্ম্মা। বিষ্ণুর ন্যায় ইঁহারা সকল অবতারেই অমিতবল-পরাক্রম অসুরগণকে বধ করিবেন। কেরাণী-অবতারে বধ্য অসুর দপ্তরী* ; (স্কুল)-মাষ্টার-অবতারে বধ্য ছাত্র ও (ষ্টেশন)-মাষ্টার-অবতারে বধ্য টিকেটহীন পথিক ; ব্রাহ্ম-অবতারে বধ্য চাল-কলা-প্রত্যাশী পুরোহিত ; মুৎসুদ্দী-অবতারে বধ্য বণিক ইংরেজ ; ডাক্তার-অবতারে বধ্য রোগী ; উকীল-অবতারে বধ্য মোয়াক্কেল ; হাকিম-অবতারে বধ্য বিচারার্থী ; জমীদার-অবতারে বধ্য প্রজা ; সম্পাদক-অবতারে বধ্য ভদ্রলোক এবং নিষ্কর্ম্মা-অবতারে বধ্য পুষ্করিণীর মৎস্য।

—লোকরহস্য।

---

* আর (আদালতের 'আমলা')-কেরাণী-অবতারে বধ্য গরিব গৃহস্থ।

১৩। **ব্রাহ্মণ এবং পণ্ডিত ও ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত**।—চন্দ্রশেখর ব্রাহ্মণ এবং পণ্ডিত, কিন্তু ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত নহেন—ভিক্ষা গ্রহণ করেন না, কাহারও কাছে দান গ্রহণ করেন না।*

—চন্দ্রশেখর।

* অধুনা 'ব্রাহ্মণ এবং পণ্ডিত' বড়ই বিরল,—ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত'ই বেশীর ভাগ। মহামহোপাধ্যায় তর্কচূড়ামণি হইতে পতিতপাবন শিরোমণি পর্য্যন্ত—দান গ্রহণে কেহই বড় পশ্চাৎপদ নহেন; আর কুলপুরোহিতগণ, পাণ্ডিত্যের ধার বিশেষ না ধারিলেও, সঘৃত সোপকরণ নৈবেদ্য ও যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চনমূল্যের প্রত্যাশা ব্যতিরেকে পুরবাসীর কদাচিৎ হিতকামনা করিয়া থাকেন।

লোকচরিত্র—নারী

১। **অভিমান**।—(সূর্য্যমুখীর প্রতি কমলমণি) তোমায় পায় ঠেলেছেন ব'লে তোমার অন্তর্দ্দাহ হ'তেছে। তবে কেন বল 'আমি কে?' তোমার অন্তঃকরণের আধখানা আজও আমিত্বে ভরা; নহিলে আত্মবিসর্জ্জন করিয়াও অনুতাপ করিবে কেন?

—বিষবৃক্ষ।

২। **কামিনীর কটাক্ষ**।—কামিনীর কমনীয় কটাক্ষের পর আর বড় কামানের প্রয়োজন নাই।

—রাজসিংহ।

*　　*　　*　　*

সুন্দরি! তোমার নিকট কেবল তোমার কটাক্ষকে শঙ্কা করিতে হয়।

—দুর্গেশনন্দিনী।

৩। **চাকরাণী**।—সুবিধা হউক, কুবিধা হউক, যাহার চাকরাণী নাই, তাহার ঘরে ঠকামি, মিথ্যা সংবাদ, কোন্দল ও ময়লা—এই চারিটী বস্তু নাই। চাকরাণী নামে দেবতা এই চারিটীর সৃষ্টিকর্ত্তা। বিশেষ যাহার অনেকগুলি চাকরাণী, তাহার বাড়ীতে নিত্য কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ—নিত্য রাবণবধ। কোন চাকরাণী ভীমরূপিনী, সর্ব্বদাই সম্মার্জ্জনী-গদা হস্তে গৃহ-রণক্ষেত্রে ফিরিতেছেন; কেহ তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী রাজা দুর্য্যোধন—ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণতুল্য বীরগণকে ভৎর্সনা করিতেছেন; কেহ কুম্ভকর্ণরূপিণী—ছয় মাস করিয়া

নিদ্রা যাইতেছেন, নিদ্রান্তে সর্ব্বস্ব খাইতেছেন; কেহ সুগ্রীব—গ্রীবা হেলাইয়া কুম্ভকর্ণের বধের উদ্যোগ করিতেছেন।

—কৃষ্ণকান্তের উইল।

৪। **দলনীর দুঃখ**।—দলনী মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন—"রাজরাজেশ্বর! দাসীর উপর কি হুকুম দিয়াছ?—বিষ খাইব?—তুমি হুকুম দিলে কেন খাইব না? তোমার আদরই আমার অমৃত—তোমার ক্রোধই আমার বিষ—তুমি যখন রাগ করিয়াছ, তখন আমি বিষপান করিয়াছি। ইহার অপেক্ষা বিষে কি অধিক যন্ত্রণা? * * * আমি তোমার আদেশে হাসিতে হাসিতে বিষপান করিব, কিন্তু তুমি দাঁড়াইয়া দেখিলে না—এই আমার দুঃখ।"

—চন্দ্রশেখর।

৫। **দৃঢ়চেতা রমণী**।—আমরা ব্রাহ্মণের কন্যা, ব্রাহ্মণের স্ত্রী; আমরা মনে দৃঢ় থাকিলে পৃথিবীতে আমাদের বিপদ নাই।*

—চন্দ্রশেখর।

৬। **পতি-ভক্তি (প্রফুল্ল)**।—(ব্রজেশ্বরের প্রতি) তুমি আমার দেবতা। আমি অন্য দেবতার অর্চ্চনা করিতে শিখিতেছিলাম—শিখিতে পারি নাই; তুমি সব দেবতার স্থান অধিকার করিয়াছ—তুমিই একমাত্র আমার দেবতা।

—দেবী চৌধুরাণী।

* বড় ঠিক কথা।—ব্রাহ্মণীই কি, শূদ্রাণীই কি,—রমণীর মন দৃঢ় থাকিলে, আমরা প্রত্যহ এত বলপূর্ব্বক হরণ ও পাশব অত্যাচারের কাহিনী শুনিতে পাইতাম না।

পতি-ভক্তি (শ্রী)।—স্বামী ছাড়িয়া আমি ঈশ্বরও চাহি না। আমার স্বামীকে আমি ত্যাগ করিয়াছি বলিয়া আমার যে দুঃখ, আর ঈশ্বর পাইলে আমার যে সুখ, ইহার মধ্যে আমার স্বামিবিরহ-দুঃখই আমি ভালবাসি।

—সীতারাম।

৭। **পতিব্রতার কামনা (সূর্য্যমুখী)**।—পৃথিবীতে যদি আমার কোন সুখ থাকে, তবে সে স্বামী; পৃথিবীতে যদি আমার কোন চিন্তা থাকে, তবে সে স্বামী; পৃথিবীতে যদি আমার কোন কিছু সম্পত্তি থাকে, তবে সে স্বামী; পৃথিবীতে আমার যদি কোন অভিলাষ থাকে, তবে সে স্বামীর স্নেহ। * * * *
(অন্তরীক্ষে)—হে পরমেশ্বর! * * * আমি চিরকাল স্বামীর চরণ ভিন্ন কিছুই জানি না—ইহাতে যদি পুণ্য থাকে, তবে সে পুণ্যের ফলে আমি স্বর্গ চাহি না। কেবল এই চাই, যেন মৃত্যুকালে স্বামীর মুখ দেখিয়া মরি। (পতিপদে ন্যস্তশির মৃতা সপত্নীর উদ্দেশে) ভাগ্যবতি! তোমার মত প্রসন্ন অদৃষ্ট আমার হউক। আমি যেন এইরূপে স্বামীর চরণে মাথা রাখিয়া প্রাণত্যাগ করি।

—বিষবৃক্ষ।

৮। **প্রাচীনা ও নবীনা**।—প্রাচীনার অপেক্ষা নবীনার রুচি কিছু ভাল। স্ত্রীজাতির রুচির কিছু সংস্কার হইয়াছে। কিন্তু * * কয়েকটি বিষয়ে নবীনাদিগকে আমরা নিন্দনীয়া বিবেচনা করি। * * তাঁহাদিগের প্রথম দোষ আলস্য।

প্রাচীনা অত্যন্ত শ্রমশালিনী এবং গৃহকর্ম্মে সুপটু ছিলেন; নবীনা ঘোরতর বাবু। * * ইহাতে অনেক অনিষ্ট জন্মিতেছে;—শারীরিক পরিশ্রমের অল্পতায় যুবতীগণের শরীর বলশূন্য এবং রোগের আগার,—* * (সেজন্য) স্বামী, পিতা, পুত্র সর্ব্বদা জ্বালাতন এবং অসুখী,—সংসারও বিশৃঙ্খলাযুক্ত এবং দুঃখময়; * * শিশুগণের প্রতি অযত্ন,—সুতরাং তাহাদিগেরও স্বাস্থ্যক্ষতি ও কুশিক্ষা, * * নিত্য রোগ এবং অকালমৃত্যু (ঘটে)। * * নবীনাগণ গৃহকর্ম্মে নিতান্ত অশিক্ষিতা এবং অপটু; * * (সুতরাং) গৃহের সকলই বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে; * * সংসার কণ্টকময় হয়।

নবীনাদিগের দ্বিতীয় দোষ ধর্ম্ম সম্বন্ধে। * * প্রাচীনাদিগের তুলনায়, তাঁহারা ধর্ম্মে লঘু, সন্দেহ নাই। বিশেষ যে সকল ধর্ম্ম গৃহস্থের ধর্ম্ম বলিয়া পরিচিত, সেইগুলিতে এক্ষণকার যুবতীগণের লাঘব দেখিয়া কষ্ট হয়। স্ত্রীলোকের প্রথম ধর্ম্ম পাতিব্রত্য। অদ্যাপি বঙ্গমহিলাগণ পৃথিবীতলে পাতিব্রত্য-ধর্ম্মে তুলনারহিতা। কিন্তু যাহা ছিল, তাহা কি আর আছে? * * তাহার পর দানাদিতে প্রাচীনাদিগের যেরূপ মনোনিবেশ ছিল, নবীনাদিগের সেরূপ দেখা যায় না। * * হিন্দুদিগের একটী প্রধান ধর্ম্ম অতিথিসৎকার। * * প্রাচীনাগণ এই গুণে বিশেষ গুণশালিনী ছিলেন। নবীনাদিগের মধ্যে সে ধর্ম্ম একেবারে বিলুপ্ত হইতেছে। * * ধর্ম্মে যে নবীনাগণ প্রাচীনাদিগের অপেক্ষা নিকৃষ্ট, তাহার একটী বিশেষ কারণ অসম্পূর্ণ শিক্ষা। * * অল্প বিদ্যার

দোষ এই যে, ধর্ম্মের মিথ্যা মূল তদ্দ্বারা উচ্ছিন্ন হয়, অথচ সত্য ধর্ম্মের প্রাকৃতিক মূল সংস্থাপিত হয় না। * * যাঁহারা স্ত্রীশিক্ষায় ব্যতিব্যস্ত, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি যে, আপনারা বালিকাদিগের হৃদয় হইতে প্রাচীন ধর্ম্মবন্ধন বিযুক্ত করিতেছেন, তাহার পরিবর্ত্তে কি সংস্থাপন করিতেছেন?

—বিবিধ প্রবন্ধ।

৯। **ফোটে ফোটে, ফোটে না।**—(দলনীর) মুখ ফোটে ফোটে, ফোটে না। মেঘাচ্ছন্ন দিনে স্থল-কমলিনীর ন্যায় মুখ ফোটে ফোটে, তবু ফোটে না। ভীরু-কবির কবিতা-কুসুমের ন্যায় মুখ যেন ফোটে ফোটে, তবু ফোটে না। মানিনী স্ত্রীলোকের মানকালীন কণ্ঠাগত প্রণয়-সম্বোধনের ন্যায় ফোটে ফোটে, তবু ফোটে না।

—চন্দ্রশেখর।

১০। **মেয়ে মজ্‌লিস্‌ (সেকালের)*।**—প্রকাণ্ড পুরীর একটা কোণের ঘরে মেয়েদের মজ্‌লিস্‌ হইল। কত মেয়ে আসিল, তা'র সংখ্যা নাই। কত বড় বড় পটোল-চেরা ভ্রমর-তারা চোখ, সারি বাঁধিয়া, স্বচ্ছসরোবরে শফরীর মত,

* বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন—"এ পরিচ্ছেদটা না লিখিলেও লিখিতে পারিতাম। তবে, এ দেশের গ্রাম্য স্ত্রীদিগের জীবনের এই ভাগটুকু এখন লোপ পাইয়াছে বলিয়া আমার বিশ্বাস। * * যাহা লোপ পাইয়াছে, তাহার একটা চিত্র দিবার বাসনায় এই পরিচ্ছেদটা লিখিলাম"।—সেই বাসনাতেই আমরাও সেই চিত্রের কিয়দংশ এই সঙ্কলনভুক্ত করিলাম। লোপ পাওয়ার ভালমন্দের বিচার" তিনিই করিয়াছেন,—তাহার পুনরালোচনা নিরর্থক।

খেলিতে লাগিল ;—কত কালো-কালো কুণ্ডলীকরা ফণাধরা অলকরাশি, বর্ষাকালের বনের লতার মত, ঘুরিয়া-ঘুরিয়া ফুলিয়া-ফুলিয়া দুলিয়া উঠিতে লাগিল,—যেন কালিয়দমনে কালনাগিনীর দল বিত্রস্ত হইয়া যমুনার জলে ঘুরিতে ফিরিতেছে ;—কত কাণ, কাণবালা, চৌদান, মাকড়ি, ঝুমকা, ইয়াররিং, দুল মেঘমধ্যে বিদ্যুতের মত, কত মেঘের মত চুলের রাশির ভিতর হইতে খেলিতে লাগিল ;—কত রাঙ্গা ঠোঁটের ভিতর হইতে কত মুক্তাপংক্তির মত দন্তশ্রেণীতে কত সুগন্ধি-তাম্বুল চর্ব্বণে কত রকম অধর-লীলার তরঙ্গ উঠিতে লাগিল ;—কত প্রৌঢ়ার ফাঁদি-নথের ফাঁদে কন্দর্প-ঠাকুর ধরা পড়িয়া তীরন্দাজিতে জবাব দিয়া নিষ্কৃতি পাইলেন ;—কত অলঙ্কাররাশিভূষিত সুগোল বাহুর উৎক্ষেপ-নিক্ষেপে, বায়ুসন্তাড়িত পুষ্পিত লতাপূর্ণ উদ্যানের মত, সেই কক্ষ একটা অলৌকিক চঞ্চল শোভায় শোভিত হইতে লাগিল ;—রুণু-রুণু ঝুনু-ঝুনু শিঞ্জিতে ভ্রমরগুঞ্জন অনুকৃত হইতে লাগিল। কত চিকে চিক্‌চিক্, হারে বাহার, চন্দ্রহারে চন্দ্রের হার, মলের ঝল্‌মলে চরণ টল্‌মল্। কত বানারসী, বালুচরী, মৃজাপুরী, ঢাকাই, শান্তিপুরে, সিমলা, ফরাসডাঙ্গা,—চেলি, গরদ, সূতা,—রঙ্গকরা, রঙ্গভরা, ডুরে, ফুরফুরে, বাঁদুরে—তাতে কারও ঘোমটা, কারও আড়ঘোমটা, কারও আধ-ঘোমটা—কারও কেবল কবরীপ্রান্তে মাত্র বসনসংস্পর্শ—কারও তাতেও ভুল।

—ইন্দিরা।

১১। **রমণী**।—রমণী ক্ষমাময়ী, দয়াময়ী, স্নেহময়ী। রমণী ঈশ্বরের কীর্ত্তির চরমোৎকর্ষ,* দেবতার ছায়া ; পুরুষ দেবতার সৃষ্টিমাত্র। স্ত্রী আলোক, পুরুষ ছায়া।

—কৃষ্ণকান্তের উইল।

১২। **রমণীর ধর্ম্ম**।—পীড়িতের সেবা রমণীর পরম ধর্ম্ম ; না করিলে দোষ, করিলে প্রশংসা নাই।

—দুর্গেশনন্দিনী।

১৩। **রমণী-সৌন্দর্য্যের সময়**।—বল দেখি, কোন্ বয়সে স্ত্রীলোক সুন্দরী ? তুমি বলিবে—চল্লিশ পার,—কেন না, তোমার ব্রাহ্মণীর আরও দুই-এক বৎসর বেশী হইয়াছে। (ঐ মেয়েটীর) বয়স তের বৎসর। তাহাকে দেখিয়া বোধ হয় যে, এই সৌন্দর্য্যের সময়। প্রথম যৌবনসঞ্চারের অব্যবহিত পূর্ব্বেই যেরূপ মাধুর্য্য এবং সরলতা থাকে, পরে তত থাকে না।

—বিষবৃক্ষ।

১৪। **বিধবার ব্রহ্মচর্য্য**।— রাজার রাজ্য আর বিধবার ব্রহ্মচর্য্য সমান—যত্নে রক্ষা না করিলে থাকে না।

—সীতারাম।

১৫। **সংসারের রত্ন**।—কে বলে সমুদ্রতলে রত্ন জন্মে ? এ সংসারে রত্ন—রমণীর হৃদয়।

—মৃণালিনী।

* * * *

স্ত্রীজাতিই সংসারের রত্ন।

—চন্দ্রশেখর।

---

* "Best of all God's works."—*Milton.*

১৬। **স্ত্রীজন্ম**।—যে স্ত্রী, ভূমণ্ডলে আসিয়া, শয্যায় গড়াইয়া, দর্পণ সম্মুখে কেশরঞ্জন করিয়া, কার্পেট তুলিয়া, সীতার বনবাস পড়িয়া এবং সন্তান প্রসব করিয়া কাল কাটাইলেন, আপনার ভিন্ন কাহারও সুখবৃদ্ধি করিলেন না, তিনি পশুজাতির অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ভাল হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহার স্ত্রীজন্ম নিরর্থক।

—বিবিধ প্রবন্ধ।

১৭। **স্ত্রী-রত্ন**।—নগেন্দ্র ভাবিলেন, * * * সূর্য্যমুখী কি কেবল আমার স্ত্রী?—সূর্য্যমুখী আমার সব। সম্বন্ধে স্ত্রী, সৌহার্দ্দে ভ্রাতা, যত্নে ভগিনী, আপ্যায়িত করিতে কুটুম্বিনী, স্নেহে মাতা, ভক্তিতে কন্যা, প্রমোদে বন্ধু, পরামর্শে শিক্ষক, পরিচর্য্যায় দাসী। * * * সংসারে সহায়, গৃহে লক্ষ্মী, হৃদয়ে ধর্ম্ম, কণ্ঠে অলঙ্কার। আমার নয়নের তারা, হৃদয়ের শোণিত, দেহের জীবন, জীবনের সর্ব্বস্ব। আমার প্রমোদে হর্ষ, বিষাদে শান্তি, চিন্তায় বুদ্ধি, কার্য্যে উৎসাহ। * * * আমার দর্শনে আলোক, শ্রবণে সঙ্গীত, নিঃশ্বাসে বায়ু, স্পর্শে জগৎ। আমার বর্ত্তমানের সুখ, অতীতের স্মৃতি, ভবিষ্যতের আশা, পরলোকের পুণ্য।

—বিষবৃক্ষ।

১৮। **স্ত্রীলোকের অস্ত্র**।—(হীরা) প্রথমেই স্ত্রী-লোকের ঈশ্বরদত্ত অস্ত্র ছাড়িল,—অর্থাৎ, কাঁদিয়া দেশ ভাসাইল।

—বিষবৃক্ষ।

১৯। **স্ত্রীলোকের ক্রোধ**।—কেবল মাত্র গর্জ্জনবিরত

শ্বেতকৃষ্ণাভ মেঘমালার মধ্যে হ্রস্বদীপ্তি সৌদামিনী মধ্যে মধ্যে চমকিতে ছিল—স্ত্রীলোকের ক্রোধ একেবারে হ্রাসপ্রাপ্ত হয় না।

—বিষবৃক্ষ।

২০। **স্ত্রীলোকের ধর্ম্মের সোপান**।—বিবাহ স্ত্রীলোকের একমাত্র ধর্ম্মের সোপান। এইজন্য স্ত্রীকে সহধর্ম্মিণী বলে।

—কপালকুণ্ডলা।

২১। **স্ত্রীলোকের সতীত্ব**।—স্ত্রীলোকের সতীত্বের অধিক আর ধর্ম্ম নাই; যে স্ত্রীর সতীত্ব নাই, সে শূকরীর অপেক্ষাও অধম। সতীত্বের হানি কেবল কার্য্যেই ঘটে, এমত নহে; স্বামী ভিন্ন অন্য পুরুষের চিন্তামাত্রও সতীত্বের বিঘ্ন। যদি স্বামী ভিন্ন অপরকে মনেও ভাব, তবে তুমি ইহলোকে পরলোকে স্ত্রীজাতির অধম হইয়া থাকিবে।

—মৃণালিনী।

২২। **হাসি-চাহনির তত্ত্ব**।—যে বুদ্ধি কেবল কালেজে পরীক্ষা দিলেই সীমাপ্রান্তে পৌঁছে, ওকালতিতে দশ টাকা আনিতে পারিলেই বিশ্ববিজয়িনী প্রতিভা বলিয়া স্বীকৃত হয়, যাহার অভাবই রাজদ্বারে সম্মানিত, সে বুদ্ধির ভিতর পতিভক্তিতত্ত্ব প্রবেশ করান যাইতে পারে না। যাহারা বলে বিধবার বিবাহ দাও, ধেড়ে মেয়ে নহিলে বিবাহ দিও না, মেয়েকে পুরুষমানুষের মত নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত কর, তাহারা পতিভক্তিতত্ত্ব বুঝিবে কি? তবে হাসি-চাহনির তত্ত্বটা যে দয়া করিয়া বুঝাইব বলিয়াছি, তা'র কারণ, সেটা

বড় মোটা কথা। যেমন মাহুত অঙ্কুশের দ্বারা হাতীকে বশ করে, কোচমান ঘোড়াকে চাবুকের দ্বারা বশ করে, রাখাল গোরুকে পাঁচন-বাড়ির দ্বারা বশ করে, ইংরেজ যেমন চোখ রাঙ্গাইয়া বাবুর দল বশ করে, আমরা তেমনি হাসি-চাহনিতে পুরুষদের বশ করি। আমাদিগের পতিভক্তি আমাদের গুণ। আমাদিগকে যে হাসি-চাহনির কদর্য্য কলঙ্কে কলঙ্কিত হইতে হয়, সেটা পুরুষদের দোষ।

—ইন্দিরা।

স্বদেশ

১। **আমাদের ইতিহাস**।—ভারতবর্ষীয়দিগের যে ইতিহাস নাই, তাহার বিশেষ কারণ আছে। কতকটা ভারতবর্ষীয় জড়প্রকৃতির বলে প্রপীড়িত হইয়া, কতকটা আদৌ দস্যুজাতীয়দিগের ভয়ে ভীত হইয়া, ভারতবর্ষীয়েরা ঘোরতর দেবভক্ত। বিপদে পড়িলেই দেবতার প্রতি ভয় বা ভক্তি জন্মে। যে কারণেই হউক, জগতের যাবতীয় কর্ম্ম দৈবানুকম্পায় সাধিত হয়, ইহা তাঁহাদিগের বিশ্বাস। ইহলোকের যাবতীয় অমঙ্গল দেবতার অপ্রসন্নতায় ঘটে, ইহাও তাঁহাদিগের বিশ্বাস। এজন্য শুভের নাম 'দৈব', অশুভের নাম 'দুর্দ্দৈব'। এরূপ মানসিক গতির ফল এই যে, ভারতবর্ষীয়েরা অত্যন্ত বিনীত; সাংসারিক ঘটনাবলীর কর্ত্তা আপনাদিগকে মনে করেন না; দেবতাই সর্ব্বত্র সাক্ষাৎ কর্ত্তা—বিবেচনা করেন। এজন্য তাঁহারা দেবতাদিগেরই ইতিহাসকীর্ত্তনে প্রবৃত্ত। পুরাণেতিহাসে কেবল দেবকীর্ত্তিই বিবৃত করিয়াছেন। যেখানে মনুষ্যকীর্ত্তি বর্ণিত হইয়াছে, সেখানে সে মানুষগণ হয় দেবতার আংশিক অবতার, নয় দেবানুগৃহীত; সেখানে দৈবের সঙ্কীর্ত্তনই উদ্দেশ্য। মনুষ্য কেহ নহে, মনুষ্য কোন কার্য্যেরই কর্ত্তা নহে; অতএব মনুষ্যের প্রকৃত কীর্ত্তিবর্ণনে প্রয়োজন নাই। এই বিনীত

মানসিক ভাব ও দেবভক্তি অস্মজ্জাতির ইতিহাস না থাকার কারণ।

* * * *

(কিন্তু) যে জাতির পূর্ব্বমাহাত্ম্যের ঐতিহাসিক স্মৃতি থাকে, তাহারা মাহাত্ম্যরক্ষার চেষ্টা পায়, হারাইলে পুনঃ-প্রাপ্তির চেষ্টা করে। * * * (অতএব) বাঙ্গালার ইতিহাস চাই। নহিলে বাঙ্গালী কখন মানুষ হইবে না। যাহার মনে থাকে যে, এ বংশ হইতে কখন মানুষের কাজ হয় নাই, তাহা হইতে কখন মানুষের কাজ হয় না। * * * কে লিখিবে? তুমি লিখিবে, আমি লিখিব, সকলেই লিখিবে। যে বাঙ্গালী, তাহাকেই লিখিতে হইবে। মা যদি মরিয়া যান, তবে মা'র গল্প করিতে কত আনন্দ। আর এই আমাদিগের সর্ব্বসাধারণের মা জন্মভূমি বাঙ্গালা দেশ, ইহার গল্প করিতে কি আমাদিগের আনন্দ নাই?

—বিবিধ প্রবন্ধ।

২। **আবাহনের মুখেই অন্তর্দ্ধান**।—সপ্তমী পূজার দিন * * * আমি কেন প্রতিমা দেখিতে গেলাম? যাহা কখন দেখিব না, তাহা কেন দেখিলাম? * * * দেখিলাম—অকস্মাৎ কালের স্রোত দিগন্ত ব্যাপিয়া প্রবল বেগে ছুটিতেছে,—আমি ভেলায় চড়িয়া ভাসিয়া যাইতেছি। * * * আমি নিতান্ত একা—একা বলিয়া ভয় করিতে লাগিল—নিতান্ত একা—মাতৃহীন—মা! মা! করিয়া ডাকিতেছি। আমি এই কালসমুদ্রে মাতৃসন্ধানে আসিয়াছি।

কোথা মা! কই আমার মা? কোথায় কমলাকান্ত-প্রসূতি বঙ্গভূমি! এ ঘোর কালসমুদ্রে কোথায় তুমি? সহসা স্বর্গীয় বাদ্যে কর্ণরন্ধ্র পরিপূর্ণ হইল—দিঙ্মণ্ডলে প্রভাতারুণোদয়বৎ লোহিতোজ্জ্বল আলোক বিকীর্ণ হইল—স্নিগ্ধ মন্দ পবন বহিল—সেই তরঙ্গসঙ্কুল জলরাশির উপরে, দূরপ্রান্তে দেখিলাম—সুবর্ণমণ্ডিতা সপ্তমীর শারদীয়া প্রতিমা! * * * এই কি মা? হাঁ, এই মা। চিনিলাম, এই আমার জননী জন্মভূমি— * * * দিগ্‌ভুজা, নানা প্রহরণপ্রহারিণী, শত্রুমর্দ্দিনী, বীরেন্দ্রপৃষ্ঠবিহারিণী—দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী, বামে বাণী বিদ্যাবিজ্ঞানমূর্ত্তিময়ী, সঙ্গে বলরূপী কার্ত্তিকেয়, কার্য্যসিদ্ধিরূপী গণেশ,—আমি সেই কাল-স্রোতোমধ্যে দেখিলাম, এই সুবর্ণময়ী বঙ্গপ্রতিমা! কোথায় ফুল পাইলাম বলিতে পারি না—কিন্তু সেই প্রতিমার পদতলে পুষ্পাঞ্জলি দিলাম—ডাকিলাম—

"সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে!—শিবে!—সর্ব্বার্থসাধিকে!—

অসংখ্যসন্তানকুলপালিকে! ধর্ম্ম-অর্থ-সুখ-দুঃখদায়িকে! মা! আমার পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ কর। * * * এসো মা, গৃহে এসো।"

(কিন্তু হায়!) দেখিতে দেখিতে আর দেখিলাম না—সেই অনন্ত কালসমুদ্রে সেই প্রতিমা ডুবিল! অন্ধকারে সেই তরঙ্গসঙ্কুল জলরাশি ব্যাপিল, জলকল্লোলে বিশ্বসংসার পূরিল! তখন যুক্তকরে, সজল নয়নে, ডাকিতে লাগিলাম—"উঠ মা হিরণ্ময়ি বঙ্গভূমি! উঠ মা! এবার সুসন্তান হইব,

সৎপথে চলিব—তোমার মুখ রাখিব। উঠ মা, দেবি দেবানুগৃহীতে!—এবার আপনা ভুলিব,—ভ্রাতৃবৎসল হইব,—পরের মঙ্গল সাধিব,—অধর্ম্ম, আলস্য, ইন্দ্রিয়ভক্তি ত্যাগ করিব— * * * উঠ, উঠ মা বঙ্গজননি!"

মা উঠিলেন না। (হায়! আর) উঠিবেন না কি?

—কমলাকান্ত।

৩। **চাহিব কোন্ দিকে?**—যাহার নষ্ট সুখের স্মৃতি জাগরিত হইলে সুখের নিদর্শন এখনও দেখিতে পায়, * * তাহার সুখ একেবারে লুপ্ত হয় নাই। * * কিন্তু * * যাহার সুখ গিয়াছে—সুখের নিদর্শন গিয়াছে—বঁধু গিয়াছে, বৃন্দাবনও গিয়াছে—সেই দুঃখী, অনন্ত দুঃখে দুঃখী: * * আমার এই বঙ্গদেশের সুখের স্মৃতি আছে—নিদর্শন কই? দেবপালদেব, লক্ষ্মণসেন, জয়দেব, শ্রীহর্ষ,—প্রয়াগ পর্য্যন্ত রাজ্য, ভারতের অধীশ্বর নাম, গৌড়ী রীতি,—এ সকলের স্মৃতি আছে, কিন্তু নিদর্শন কই? সুখ মনে পড়িল, কিন্তু চাহিব কোন্ দিকে? সে গৌড় কই? * * (সে) আর্য্যরাজধানীর চিহ্ন কই? আর্য্যের ইতিহাস কই? জীবনচরিত কই? কীর্ত্তি কই? কীর্ত্তিস্তম্ভ কই?—সুখ গিয়াছে, সুখচিহ্নও গিয়াছে,—বঁধু গিয়াছে, বৃন্দাবনও গিয়াছে?—চাহিব কোন্ দিকে?

—কমলাকান্ত।

৪। **দিন-গণনা**।—যেদিন বঙ্গে হিন্দুনাম লোপ পাইয়াছে, সেইদিন হইতে দিন গণি। * * হায়!

কত গণিব? দিন গণিতে গণিতে মাস হয়, মাস গণিতে গণিতে বৎসর হয়, বৎসর গণিতে শতাব্দী হয়, শতাব্দীও ফিরিয়া ফিরিয়া সাতবার গণি। কই * * যাহা চাই. তাহা মিলাইল কই? ঐক্য কই, বিদ্যা কই, গৌরব কই, শ্রীহর্ষ কই, ভট্টনারায়ণ কই, হলায়ুধ কই, লক্ষ্মণসেন কই? আর কি মিলিবে না? হায় সবারই ঈপ্সিত মিলে, কমলাকান্তের মিলিবে না?

—কমলাকান্ত।

৫। **দেশের মঙ্গল**।—আজি কালি বড় গোল শুনা যায় যে, * * * আমাদের দেশের বড় মঙ্গল হইতেছে। * * * এই মঙ্গল ছড়াছড়ির মধ্যে আমার একটী কথা জিজ্ঞাস্য আছে—কাহার এত মঙ্গল? হালিম শেখ আর রামা কৈবর্ত্ত দুই প্রহরের রৌদ্রে খালি মাথায়, খালি পায়ে. এক হাঁটু কাদার উপর দিয়া দুইটা অস্থিচর্ম্মবিশিষ্ট বলদে, ভোঁতা হাল ধার করিয়া আনিয়া চষিতেছে—উহাদের কি মঙ্গল হইয়াছে? * * * আমি বলি—অণুমাত্র না, কণামাত্রও না। * * * দেশের মঙ্গল—কাহার মঙ্গল? তোমার আমার মঙ্গল দেখিতেছি; কিন্তু তুমি আমি কি দেশ? তুমি আমি দেশের কয়জন? আর এই কৃষিজীবী কয়জন? তাহাদের ত্যাগ করিলে দেশে কয়জন থাকে? হিসাব করিলে তাহারাই দেশ—দেশের অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবী। তোমা হইতে আমা হইতে কোন্ কার্য্য হইতে পারে? কিন্তু সকল কৃষিজীবী

ক্ষেপিলে কে কোথায় থাকিবে? কি না হইবে? যেখানে তাহাদের মঙ্গল নাই, সেখানে দেশের কোন মঙ্গল নাই।

—বিবিধ প্রবন্ধ।

৬। **দেশোন্নতির প্রতিবন্ধক**।—এক্ষণে আমাদিগের ভিতরে উচ্চশ্রেণী এবং নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যে পরস্পর সহৃদয়তা কিছুমাত্র নাই। উচ্চশ্রেণীর কৃতবিদ্য লোকেরা মূর্খ দরিদ্রলোকদিগের কোন দুঃখে দুঃখী নহেন। মূর্খ দরিদ্রেরা ধনবান্ এবং কৃতবিদ্যদিগের কোন সুখে সুখী নহে। এই সহৃদয়তার অভাবই দেশোন্নতির পক্ষে সম্প্রতি প্রধান প্রতিবন্ধক।

—বিবিধ প্রবন্ধ।

৭। **মা কি আমার গঙ্গাগর্ভে?**—চাহিবার এক শ্মশানভূমি আছে,—নবদ্বীপ। * * বঙ্গমাতাকে মনে পড়িলে আমি সেই শ্মশানভূমি-প্রতি চাই। যখন দেখি সেই ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম বেড়িয়া অদ্যাপি সেই কলধৌতবাহিনী গঙ্গা তর-তর রব করিতেছেন, তখন গঙ্গাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করি—তুমি আছ, সে রাজলক্ষ্মী কোথায়? তুমি যাঁহার পা ধুয়াইতে, সেই মাতা কোথায়? তুমি যাঁহাকে বেড়িয়া বেড়িয়া নাচিতে, সেই আনন্দরূপিণী কোথায়? তুমি যাঁহার জন্য সিংহল, বালী, আরব, সুমাত্রা হইতে বুকে করিয়া ধন বহন করিয়া আনিতে, সে ধনেশ্বরী কোথায়? তুমি যাঁহার রূপের ছায়া ধরিয়া রূপসী সাজিতে, সে অনন্ত-সৌন্দর্য্যশালিনী কোথায়? তুমি যাঁহার প্রসাদী ফুল লইয়া

ঐ স্বচ্ছ হৃদয়ে মালা পরিতে সে পুষ্পাভরণ কোথায়? সে রূপ, সে ঐশ্বর্য্য, কোথায় ধুইয়া লইয়া গিয়াছ? বিশ্বাস-ঘাতিনি! তুমি কেন আবার শ্রবণমধুর কল-কল তর-তর রবে মন ভুলাইতেছ? বুঝি, তোমারই অতল গর্ভমধ্যে * * সেই লক্ষ্মী ডুবিয়াছেন,—বুঝি, কুপুত্রগণের আর মুখ দেখিবেন না বলিয়া ডুবিয়া আছেন। * * যদি গঙ্গার অতল জলে না ডুবিলেন, তবে আমার সেই দেশলক্ষ্মী কোথায় গেলেন?

—কমলাকান্ত।

৮। **লোকশিক্ষার উপায়।**—সেদিনও ছিল—আজ আর নাই। কথকতার কথা বলিতেছি। গ্রামে গ্রামে. নগরে নগরে, বেদী-পিঁড়ির উপর বসিয়া ছেঁড়া তুলট না দেখিবার মানসে সম্মুখে পাতিয়া, সুগন্ধি মল্লিকামালা শিরোপরে বেষ্টিত করিয়া, নাদুস-নুদুস কালো কথক সীতার সতীত্ব, অর্জ্জুনের বীরধর্ম্ম, লক্ষ্মণের সত্যব্রত, ভীষ্মের ইন্দ্রিয়-জয়, রাক্ষসীর প্রেমপ্রবাহ, দধীচির আত্মসমর্পণ (প্রভৃতি) বিষয়ক সুসংস্কৃতের সদ্ব্যাখ্যা সুকণ্ঠে সদলঙ্কার সংযুক্ত করিয়া আপামর সাধারণ-সমক্ষে বিবৃত করিতেন। যে লাঙ্গল চষে, যে তূলা পেঁজে, যে কাটনা কাটে, যে ভাত পায় না পায়, সেও শিখিত—শিখিত, যে ধর্ম্ম নিত্য, যে ধর্ম্ম দৈব, যে আত্মান্বেষণ অশ্রদ্ধেয়, যে জীবন পরের জন্য, যে ঈশ্বর আছেন—বিশ্বসৃজন করিতেছেন—বিশ্ব পালন করিতে-ছেন—বিশ্ব ধ্বংস করিতেছেন, যে পাপ-পুণ্য আছে, যে

পাপের দণ্ড—পুণ্যের পুরস্কার—আছে, যে জন্ম আপনার জন্য নহে—পরের জন্য, যে অহিংসা পরমধর্ম্ম, যে লোকহিত পরমকার্য্য—সে শিক্ষা কোথায়? সে কথক কোথায়? কেন গেল?—বঙ্গীয় নব্য যুবকের কুরুচির দোষে।

—বিবিধ প্রবন্ধ।

৯। **বঙ্গের সুখসূর্য্য চির-অস্তমিত**।—বঙ্গজয় সম্পন্ন হইল। যে সূর্য্য সেইদিন অস্তে গিয়াছে, আর তাহার উদয় হইল না। আর কি উদয় হইবে না? উদয়-অস্ত উভয়ই ত স্বাভাবিক নিয়ম। আকাশের সামান্য নক্ষত্রটীও অস্ত গেলে পুনরুদিত হয়।*

—মৃণালিনী।

১০। **বাঙ্গালীর মর্ম্মোক্তি**।—* * আর বঙ্গভূমি! তুমিই বা কেন মণিমাণিক্য হইলে না, তোমায় কেন আমি হার করিয়া কণ্ঠে পরিলাম না? তোমায় যদি কণ্ঠে পরিতাম, * * তোমায় সুবর্ণের আসনে বসাইয়া, হৃদয়ে দোলাইয়া দেশে দেখাইতাম। ইউরোপে, আমেরিকে, মিশরে, চীনে—দেখিত তুমি আমার কি উজ্জ্বল মণি।

* * * *

সুখের কথায় বাঙ্গালীর অধিকার নাই—কিন্তু দুঃখের কথায় আছে। কাতরোক্তি যত গভীর, যতই হৃদয়বিদারক হউক না কেন, তাহা বাঙ্গালীর মর্ম্মোক্তি।

—কমলাকান্ত।

---

* সর্ব্বান্তর্যামী বিধাতাই কেবল এই হতাশ প্রশ্নের উত্তর দানে সমর্থ।

১১। **শিক্ষিত ও অশিক্ষিত।**—শিক্ষিতে অশিক্ষিতে সমবেদনা নাই। শিক্ষিত অশিক্ষিতের হৃদয় বুঝে না। শিক্ষিত অশিক্ষিতের প্রতি দৃষ্টিপাত করে না। * * যশ লইয়া কি হইবে? ইংরেজে ভাল বলিলে কি হইবে? ছয় কোটি ষাটি লক্ষের ক্রন্দনধ্বনিতে আকাশ যে ফাটিয়া যাইতেছে—বাঙ্গালায় লোক যে শিখিল না, বাঙ্গালায় লোক যে শিক্ষিত নাই, ইহা সুশিক্ষিত বুঝেন না।

—বিবিধ প্রবন্ধ।

১২। **হিন্দুর কীর্ত্তি।**—এক পারে উদয়গিরি, অপর পারে ললিতগিরি, মধ্যে স্বচ্ছসলিলা কল্লোলিনী বিরূপা নদী নীল বারিরাশি লইয়া সমুদ্রাভিমুখে চলিয়াছে। * * উদয়গিরি বৃক্ষরাজিতে পরিপূর্ণ, কিন্তু ললিতগিরি বৃক্ষশূন্য প্রস্তরময়। এককালে উহার শিখর ও সানুদেশ অট্টালিকা-স্তূপ এবং বৌদ্ধ মন্দিরাদিতে শোভিত ছিল। এখন শোভার মধ্যে শিখরদেশে চন্দনবৃক্ষ আর মৃত্তিকাপ্রোথিত ভগ্ন গৃহাবশিষ্ট প্রস্তর, ইষ্টক বা মনোমুগ্ধকর প্রস্তরগঠিত মূর্ত্তিরাশি। তাহার দুই-চারিটা কলিকাতার বড় বড় ইমারতের ভিতর থাকিলে কলিকাতার শোভা হইত। হায়! এখন কি না হিন্দুকে ইণ্ডষ্ট্রিয়ল্ স্কুলে পুতুল গড়া শিখিতে হয়! কুমারসম্ভব ছাড়িয়া সুইন্‌বর্ণ্ পড়ি, গীতা ছাড়িয়া মিল্ পড়ি, আর উড়িষ্যার প্রস্তর-শিল্প ছাড়িয়া সাহেবদের চীনের পুতুল হাঁ করিয়া দেখি! * *

সেই ললিতগিরি আমার চিরকাল মনে থাকিবে। * *

চারি পাশে মৃত মহাত্মাদের মহীয়সী কীর্ত্তি। পাথর এমন করিয়া যে পালিশ করিয়াছিল, সে কি এই আমাদের মত হিন্দু? এমন করিয়া বিনা বন্ধনে যে গাঁথিয়াছিল, সে কি আমাদের মত হিন্দু? আর এই প্রস্তরমূর্ত্তি সকল যে খোদিয়াছিল—এই দিব্য পুষ্পমাল্যাভরণভূষিত, বিকম্পিত-চেলাঞ্চলপ্রবৃদ্ধসৌন্দর্য্য, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর-গঠন, পৌরুষের সহিত লাবণ্যের মূর্ত্তিমান্ সম্মিলনস্বরূপ পুরুষমূর্ত্তি যা'রা গড়িয়াছে, তাহারা কি হিন্দু? এই কোপপ্রেমগর্ব্বসৌভাগ্যস্ফুরিতাধরা, চীনাম্বরা, তরলিতরত্নহারা, পীবরযৌবনভারাবনতদেহা * * * এই সকল স্ত্রীমূর্ত্তি যাহারা গড়িয়াছে, তাহারা কি হিন্দু? তখন হিন্দুকে মনে পড়িল; উপনিষদ্, গীতা, রামায়ণ, মহাভারত, কুমারসম্ভব, শকুন্তলা, পাণিনি, কাত্যায়ন, সাংখ্য, পাতঞ্জল, বেদান্ত, বৈশেষিক, এ সকলই হিন্দুর কীর্ত্তি—এ পুতুল কোন্ ছার! তখন মনে করিলাম, হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া জন্ম সার্থক করিয়াছি।

—সীতারাম।

সাহিত্য

১। **ইতিহাস**।—অহঙ্কার অনেকস্থলে মনুষ্যের উপকারী ;—* * জাতীয়গর্ব্বের কারণ লৌকিক ইতিহাসের সৃষ্টি বা উন্নতি ; ইতিহাস সামাজিক বিজ্ঞানের এবং সামাজিক উচ্চাশয়ের একটি মূল। ইতিহাসবিহীন জাতির দুঃখ অসীম।

—বিবিধ প্রবন্ধ।

২। **ইতিহাস ও উপন্যাস**।—ইতিহাসের উদ্দেশ্য কখন কখন উপন্যাসে সুসিদ্ধ হইতে পারে। উপন্যাসলেখক সর্ব্বত্র সত্যের শৃঙ্খলে বদ্ধ নহেন,—ইচ্ছামত, অভীষ্টসিদ্ধির জন্য, কল্পনার আশ্রয় লইতে পারেন। তবে, সকল স্থানে, উপন্যাস ইতিহাসের আসনে বসিতে পারে না।

—রাজসিংহ (বিজ্ঞাপন)।

৩। **কবির প্রধান গুণ**।—কবির প্রধান গুণ সৃষ্টি-ক্ষমতা। যে কবি সৃষ্টিক্ষম নহেন, তাঁহার রচনায় অন্য অনেক গুণ থাকিলেও, বিশেষ প্রশংসা নাই। (তবে), সৃষ্টিক্ষমতা মাত্রই প্রশংসনীয় নহে ;—কবির সৃষ্টি স্বভাবানুকারী এবং সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট না হইলে, (একাধারে ঐ) উভয় গুণ না থাকিলে, কবিকে প্রধান পদে অভিষিক্ত করা যায় না।

—বিবিধ প্রবন্ধ।

৪। **কবির লক্ষণ**।—গিরিজায়া ভিখারিণী-বেশে কবি; স্বয়ং কখন কবিতা রচনা করুক বা না করুক, কবির স্বভাবসিদ্ধ চিত্তচাঞ্চল্যপরতা প্রাপ্ত হইয়াছিল,—সুতরাং কবি। কে না জানে যে, কবির মনঃসরোবরে বায়ু বহিলে বীচি বিক্ষিপ্ত হয়?

—মৃণালিনী।

৫। **কাব্য-বৈচিত্র্য**।—কাব্যে কাব্যে প্রভেদ নানা প্রকার ঘটে। যিনি কবিতা লিখেন, তিনি জাতীয় চরিত্রের অধীন, সামাজিক বলের অধীন এবং আত্মস্বভাবের অধীন। তিনটিই তাঁহার কাব্যে ব্যক্ত হইবে। * * * অতএব কাব্যবৈচিত্র্যের তিনটি কারণ—জাতীয়তা, সাময়িকতা এবং স্বাতন্ত্র্য।

— কৃষ্ণচরিত্র।

৬। **কাব্য-নাটক-সমালোচন**।—এক একখানি প্রস্তর পৃথক্ পৃথক্ করিয়া দেখিলে তাজমহলের গৌরব বুঝিতে পারা যায় না। একটি একটি বৃক্ষ পৃথক্ পৃথক্ করিয়া দেখিলে উদ্যানের শোভা অনুভূত করা যায় না। এক একটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বর্ণনা করিয়া মনুষ্যমূর্ত্তির অনির্ব্বচনীয় শোভা বর্ণন করা যায় না। কোটি কলস জলের আলোচনায় সাগরমাহাত্ম্য অনুভূত করা যায় না। সেইরূপ কাব্যগ্রন্থের এস্থান ভাল রচনা, এই স্থান মন্দ রচনা, এইরূপ তাহার সর্ব্বাংশের পর্য্যালোচনা করিলে প্রকৃত গুণাগুণ বুঝিতে পারা যায় না। যেমন অট্টালিকার সৌন্দর্য্য বুঝিতে

গেলে সমুদয় অট্টালিকাটি এককালে দেখিতে হইবে, সাগর-গৌরব অনুভূত করিতে হইলে তাহার অনন্ত বিস্তার এককালে চক্ষে গ্রহণ করিতে হইবে, কাব্য-নাটক-সমালোচনও সেইরূপ।

—বিবিধ প্রবন্ধ।

৭। **কাব্যের উদ্দেশ্য**।—কাব্যের উদ্দেশ্য নীতিজ্ঞান নহে। কিন্তু নীতিজ্ঞানের যে উদ্দেশ্য, কাব্যেরও সেই উদ্দেশ্য; কাব্যের গৌণ উদ্দেশ্য মনুষ্যের চিত্তোৎকর্ষসাধন, চিত্তশুদ্ধিজনন। কবিরা জগতের শিক্ষাদাতা, কিন্তু নীতি-ব্যাখ্যার দ্বারা তাঁহারা শিক্ষা দেন না। কথাচ্ছলেও শিক্ষা দেন না। তাঁহারা সৌন্দর্য্যের চরমোৎকর্ষ সৃজনের দ্বারা জগতের চিত্তশুদ্ধি-বিধান করেন। এই সৌন্দর্য্যের চরমোৎ-কর্ষের সৃষ্টিই কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য।

— বিবিধ প্রবন্ধ।

৮। **কাব্যের শ্রেণীবিভাগ**।—আলঙ্কারিকেরা কাব্যকে নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। তাহার মধ্যে * * * তিনটি গ্রহণ করিলেই যথেষ্ট হয়; যথা—

(১) দৃশ্যকাব্য, অর্থাৎ নাটকাদি।

(২) আখ্যানকাব্য বা মহাকাব্য। রঘুবংশের ন্যায় বংশাবলীর উপাখ্যান, রামায়ণের ন্যায় ব্যক্তিবিশেষের চরিত, শিশুপালবধের ন্যায় ঘটনাবিশেষের বিবরণ,—সকলই ইহার অন্তর্গত। বাসবদত্তা, কাদম্বরী প্রভৃতি গদ্য-কাব্য এবং আধুনিক উপন্যাস সকল এই শ্রেণীভুক্ত।

(৩) খণ্ডকাব্য। যে কোন কাব্য প্রথম ও দ্বিতীয়-শ্রেণীর অন্তর্গত নহে. তাহাই খণ্ডকাব্য।

—বিবিধ প্রবন্ধ।

৯। **গীতিকাব্য**।—গীতের যে উদ্দেশ্য, যে-কাব্যের সেই উদ্দেশ্য, তাহাই গীতিকাব্য। বক্তার ভাবোচ্ছ্বাসের পরিস্ফুটতা মাত্র যাহার উদ্দেশ্য, সেই কাব্যই গীতিকাব্য।

—বিবিধ প্রবন্ধ।

১০। **নাটক**।—অন্তঃপ্রকৃতির ঘাত-প্রতিঘাত চিত্রিত করাই নাটকের প্রধান উদ্দেশ্য। ধারাবাহিক কথোপকথন দ্বারা সুন্দর গল্পরচনা নাটকের অবয়ব হইতে পারে, কিন্তু তাহা নাটকের জীবন নহে। অন্তঃপ্রকৃতি দ্বারা অন্তঃপ্রকৃতি কিরূপ চালিত হয়, তাহা প্রদর্শনই নাট্যকারের প্রধান কার্য্য।

—বিবিধ প্রবন্ধ।

১১। **রচনার ভাষা**।—বিষয় অনুসারেই রচনার ভাষার উচ্চতা বা সামান্যতা নির্দ্ধারিত হওয়া উচিত। রচনার প্রধান গুণ এবং প্রথম প্রয়োজন—সরলতা এবং স্পষ্টতা।* যে রচনা সকলেই বুঝিতে পারে, এবং পড়িবা-মাত্র যাহার অর্থ বুঝা যায়, অর্থগৌরব থাকিলে তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট রচনা। * * তারপর, রচনাকে সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট করিতে হইবে,—কেন না, যাহা অসুন্দর, মনুষ্যচিত্তের উপরে তাহার শক্তি অল্প।

—বিবিধ প্রবন্ধ।

* অধুনা রচনার প্রধান গুণ—গূঢ়জ্ঞানবাদ (mysticism),—ভ্রমণ-কাহিনী বুঝিতেও ভাষ্য আবশ্যক।

১২। **লিখনের ও কথনের ভাষা**।—যিনি যত চেষ্টা করুন, লিখনের ভাষা এবং কথনের ভাষা চিরকাল স্বতন্ত্র থাকিবে। কারণ, কথনের এবং লিখনের উদ্দেশ্য ভিন্ন। কথনের উদ্দেশ্য কেবল সামান্য জ্ঞাপন,—লিখনের উদ্দেশ্য শিক্ষাদান, চিত্তসঞ্চালন।

—বিবিধ প্রবন্ধ।

১৩। **লেখনী নিষ্ফলা**।—যে কণ্ঠ হইতে কাতরের জন্য কাতরোক্তি নিঃসৃত না হইল, সে কণ্ঠ রুদ্ধ হউক। যে লেখনী আর্ত্তের উপকারার্থ না লিখিল, সে লেখনী নিষ্ফলা হউক।

—বিবিধ প্রবন্ধ।

১৪। **বাঙ্গালী ও বাঙ্গালা ভাষা**।—যতদিন না সুশিক্ষিত ও জ্ঞানবন্ত বাঙ্গালীরা বাঙ্গালা ভাষায় আপন উক্তি সকল বিন্যস্ত করিবেন, ততদিন বাঙ্গালীর উন্নতির কোন সম্ভাবনা নাই।

—বিবিধ প্রবন্ধ।

১৫। **সঙ্গীত**।—সুরবিশিষ্ট শব্দই সঙ্গীত। * * * সুরের একতা বা বহুত্বই সঙ্গীত। * * স্বরবৈচিত্র্যের পরিণামই সঙ্গীত। সুতরাং মনের বেগ প্রকাশের জন্য আগ্রহাতিশয্য প্রযুক্ত মনুষ্য সঙ্গীতপ্রিয়। * * অর্থযুক্ত বাক্য ভিন্ন চিত্তভাব ব্যক্ত হয় না, অতএব সঙ্গীতের সঙ্গে বাক্যের সংযোগ আবশ্যক। সেই সংযোগোৎপন্ন পদকে গীত বলা যায়। * * গীতের পারিপাট্য জন্য আবশ্যক

দুইটী—স্বরচাতুর্য্য এবং শব্দচাতুর্য্য। এই দুইটী * * ক্ষমতাই একজনের সচরাচর ঘটে না। যিনি সুকবি, তিনিই সুগায়ক—ইহা অতি বিরল।

—বিবিধ প্রবন্ধ।

১৬। **সাহিত্য**।—সাহিত্য দেশের অবস্থা ও জাতীয় চরিত্রের প্রতিবিম্ব মাত্র।

* * * *

সত্য ও ধর্ম্মই সাহিত্যের উদ্দেশ্য। অন্য উদ্দেশে লেখনীধারণ মহাপাপ।

—বিবিধ প্রবন্ধ।

১৭। **সুলেখক**।—যিনি সোজা কথায়, আপনার মনের ভাব সহজে পাঠককে বুঝাইতে পারেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ লেখক। কেন না, লেখার উদ্দেশ্য পাঠককে বুঝান।

—বিবিধ প্রবন্ধ।

ধর্ম্ম ও নীতি
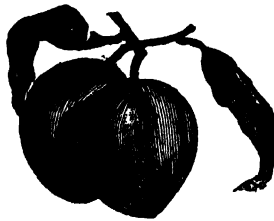
১। **অধর্ম্ম সর্ব্বথা অকর্ত্তব্য**।—পিতার আজ্ঞা সকল সময়েই পালনীয়—তিনি যখন আছেন তখনও পালনীয়, তিনি যখন স্বর্গে তখনও পালনীয়। কিন্তু পিতা যদি অধর্ম্ম করিতে বলেন, তবে তাহা কি পালনীয়? পিতা-মাতা বা গুরুর আজ্ঞাতেও অধর্ম্ম করা যায় না—কেন না, যিনি পিতা-মাতার পিতা-মাতা এবং গুরুর গুরু, অধর্ম্ম করিলে তাঁহার বিধি লঙ্ঘন করা হয়।

—সীতারাম।

২। **অনন্ত**।—হায় নূতন! তুমিই কি সুন্দর? না, সেই পুরাতনই সুন্দর। তবে, তুমি নূতন! তুমি অনন্তের অংশ। অনন্তের একটুখানি মাত্র আমরা জানি, সেই একটুখানি আমাদের কাছে পুরাতন; অনন্তের আর সব আমাদের কাছে নূতন। অনন্তের যাহা অজ্ঞাত, তাহাও অনন্ত। নূতন-তুমি অনন্তেরই অংশ। তাই তুমি এত উন্মাদকর। * * হায়! তোমার আমার কি নূতন মিলিবে না? * * যেদিন সব পুরাতন ছাড়িয়া যাইব, সেইদিন সব নূতন পাইব, অনন্তের সম্মুখে মুখামুখী হইয়া দাঁড়াইব। * * ততদিন এস আমরা বুক বাঁধিয়া হরিনাম করি। হরিনামে অনন্ত মিলে।

—সীতারাম।

৩। **অনাসক্তির লক্ষণ**।—(অনাসক্তির) প্রথম লক্ষণ ইন্দ্রিয়-সংযম। * * * দ্বিতীয় লক্ষণ নিরহঙ্কার। নিরহঙ্কার ব্যতীত ধর্ম্মাচরণ নাই। * * ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা যে সকল কর্ম্ম কৃত, তাহা আমি করিলাম, এই জ্ঞানই অহঙ্কার। যে কাজই কর, তোমার গুণে তাহা হইল, কখনও তাহা মনে করিবে না। করিলে, পুণ্য কর্ম্ম অকর্ম্মত্ব প্রাপ্ত হয়। তারপর তৃতীয় লক্ষণ এই যে, সর্ব্ব-কর্ম্ম-ফল শ্রীভগবানে অর্পণ করিবে।

—দেবী চৌধুরাণী।

৪। **অনুশীলন**।—অনুশীলনের ফল শক্তির বিকাশ, অভ্যাসের ফল শক্তির বিকার। অনুশীলনের পরিণাম সুখ, অভ্যাসের পরিণাম সহিষ্ণুতা। * * * দমনই প্রকৃত অনুশীলন; কিন্তু উচ্ছেদ নহে।

—ধর্ম্মতত্ত্ব।

৫। **ইন্দ্রিয়জয় ও চিত্তসংযম**।—

প্রতাপ। কে বুঝিবে, আজি এই ষোড়শ বৎসর, আমি শৈবলিনীকে কত ভালবাসিয়াছি? পাপচিত্তে আমি তাহার প্রতি অনুরক্ত নহি—আমার ভালবাসার নাম—জীবন-বিসর্জ্জনের আকাঙ্ক্ষা। শিরে শিরে, শোণিতে শোণিতে, অস্থিতে অস্থিতে, আমার এই অনুরাগ অহোরাত্র বিচরণ করিয়াছে। * * এ জন্মে এ অনুরাগে মঙ্গল নাই বলিয়া এ দেহ পরিত্যাগ করিলাম। * * আমি কি জগদীশ্বরের কাছে দোষী? যদি দোষ হইয়া থাকে, এ প্রায়শ্চিত্তে কি তাহার মোচন হইবে না?

রামানন্দ। তাহা জানি না। * * শাস্ত্র এখানে মূক। * * তবে, ইহাই বলিতে পারি, ইন্দ্রিয়জয়ে যদি পুণ্য থাকে, তবে অনন্ত স্বর্গ তোমারই। যদি চিত্তসংযমে পুণ্য থাকে, তবে দেবতারাও তোমার তুল্য পুণ্যবান্ নহেন।

—চন্দ্রশেখর।

৬। **ইন্দ্রিয় দমনের ও ইন্দ্রিয়-দোষ নিবারণের উপায়।**—

(১) শারীরিক ব্যায়াম।

(২) আহারের নিয়ম,—উত্তেজক পানাহার পরিত্যাগ।

(৩) আলস্য পরিত্যাগ;—বিষয়কর্ম্মে মনোনিবেশ, সুসাহিত্য-পাঠ, বৈজ্ঞানিক পাঠ, পরিবারবর্গের সহিত কথোপ-কথন, বালকবালিকাগণের বিদ্যাশিক্ষার তত্ত্বাবধান, নিজের আয়-ব্যয়ের তত্ত্বাবধান, প্রতিবাসিগণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের তত্ত্বাবধান প্রভৃতি বিষয়ে সময়ের সদ্ব্যবহার।

(৪) কুসংসর্গ পরিত্যাগ; পবিত্র দাম্পত্য-প্রণয়।

(৫) ঈশ্বরচিন্তা।

—গীতা-ভাষ্য।

৭। **ঈশ্বর মানস-প্রত্যক্ষের বিষয়।**—পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ **দেখা** যায় না। কিন্তু আমি প্রত্যক্ষ **দেখার** কথা বলিতেছিলাম না—আমি প্রত্যক্ষ **করার** কথা বলিতেছিলাম। প্রত্যক্ষ ছয় রকম। তুমি যে প্রত্যক্ষ দেখার কথা বলিতেছিলে, সে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ—চক্ষের প্রত্যক্ষ। আমার গলার আওয়াজ তুমি শুনিতে পাইতেছ, উহা তোমার

শ্রাবণ প্রত্যক্ষ—কাণের প্রত্যক্ষ। আমার হাতের ফুলের গন্ধ তোমার নাকে যাইতেছে,—ওটা তোমার ঘ্রাণজ প্রত্যক্ষ হইতেছে। আর আমি যদি তোমার গালে এক চড় মারি, তাহা হইলে তুমি আমার হাতকে প্রত্যক্ষ করিবে—সেটা ত্বাচ প্রত্যক্ষ। আর এখনি নিশি যদি তোমার মাথা খায়, তাহা হইলে তোমার মগজটা তা'র রাসন প্রত্যক্ষ হইবে। * * এত গেল পাঁচ রকম প্রত্যক্ষ। ছয় রকম প্রত্যক্ষের কথা বলিয়াছি, কেন না চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, ত্বক্ ও রসনা ছাড়া আর একটা জ্ঞানেন্দ্রিয় আছে। * * চক্ষুরাদি পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়, হস্তপদাদি পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয়, আর ইন্দ্রিয়াধিপতি মন উভয়েন্দ্রিয়—অর্থাৎ, জ্ঞানেন্দ্রিয়ও বটে, কর্ম্মেন্দ্রিয়ও বটে। মন জ্ঞানেন্দ্রিয় বলিয়া মনের দ্বারাও প্রত্যক্ষ আছে। ইহাকে মানস-প্রত্যক্ষ বলে। ঈশ্বর মানস-প্রত্যক্ষের বিষয়। * * চাক্ষুষ প্রত্যক্ষই **দেখা**—অন্য কোন প্রত্যক্ষ দেখা নয়—মানস প্রত্যক্ষও দেখা নয়। চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের বিষয়—বহির্ব্বিষয়; মানস প্রত্যক্ষের বিষয়—অন্তর্ব্বিষয়। মনের দ্বারা ঈশ্বর প্রত্যক্ষ হইতে পারেন। ঈশ্বরকে দেখা যায় না।

—দেবী চৌধুরাণী।

৮। **চিত্তশুদ্ধি**।—হিন্দুধর্ম্মের সার চিত্তশুদ্ধি। * * সাকারের উপাসনা বা নিরাকারের উপাসনা, একেশ্বরবাদ বা বহুদেবে ভক্তি, দ্বৈতবাদ বা অদ্বৈতবাদ, জ্ঞানবাদ, কর্ম্মবাদ বা ভক্তিবাদ—সকলই ইহার নিকট অকিঞ্চিৎকর। চিত্তশুদ্ধি থাকিলে সকল মতই শুদ্ধ, চিত্তশুদ্ধির অভাবে

সকল মতই অশুদ্ধ। যাহার চিত্তশুদ্ধি নাই, তাহার কোন ধর্ম্মই নাই। যাহার চিত্তশুদ্ধি আছে, তাহার আর কোন ধর্ম্মেই প্রয়োজন নাই। * * চিত্তশুদ্ধির প্রথম লক্ষণ—ইন্দ্রিয়-সংযম, দ্বিতীয় লক্ষণ—পরার্থপরতা, তৃতীয় ও প্রধান লক্ষণ—যিনি সকল শুদ্ধির স্রষ্টা, যিনি শুদ্ধিময়, যাঁহার কৃপায় শুদ্ধি, যাঁহার চিন্তায় শুদ্ধি, যাঁহার অনুকম্পা ব্যতীত শুদ্ধি নাই, তাঁহাতে গাঢ় ভক্তি। * * প্রথমের তাৎপর্য্য—হৃদয়ে শান্তি, দ্বিতীয়ের তাৎপর্য্য—মনুষ্যে প্রীতি এবং তৃতীয়ের—ঈশ্বরে ভক্তি; অতএব চিত্তশুদ্ধির স্থূল লক্ষণ—ঈশ্বরে ভক্তি, মনুষ্যে প্রীতি এবং হৃদয়ে শান্তি।

—বিবিধ প্রবন্ধ।

৯। **তীর্থদর্শনের ফল।**—যদি শাস্ত্র বুঝিয়া থাকি, তবে তীর্থদর্শনে যেরূপ পরকালের কর্ম্ম হয়, বাটী বসিয়াও সেরূপ হইতে পারে।

—কপালকুণ্ডলা।

১০। **ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম।**—ধর্ম্ম্য প্রয়োজন ব্যতীত যে হিংসা, তাহা হইতে বিরতিই পরম ধর্ম্ম। নচেৎ হিংসাকারীর নিবারণ-জন্য হিংসা অধর্ম্ম নহে,—বরং পরম ধর্ম্ম। * * আত্মরক্ষার্থ ও পরের রক্ষার্থ যুদ্ধ ধর্ম্ম; আত্মরক্ষার্থ বা পরের রক্ষার্থ যুদ্ধ না করা পরম অধর্ম্ম।

—কৃষ্ণচরিত্র।

১১। **ধর্ম্মের মূর্ত্তি।**—উপবাস, প্রায়শ্চিত্ত, বালিকা-বিধবার ব্রহ্মচর্য্য, আত্মপীড়ন, অপাত্রে দান—ধর্ম্মের মূর্ত্তি নহে। * * ঈশ্বরে ভক্তি, মনুষ্যে প্রীতি এবং হৃদয়ে

শান্তি—ইহাই ধর্ম্ম। * * ইহার মোহিনী মূর্ত্তির অপেক্ষা মনোহর জগতে আর কি আছে ?

—বিবিধ প্রবন্ধ।

১২। **ধর্ম্মের সোপান**।—ধর্ম্মের প্রথম সোপান—বহু দেবের উপাসনা ; দ্বিতীয় সোপান—সকাম ঈশ্বরোপাসনা ; তৃতীয় সোপান—নিষ্কাম ঈশ্বরোপাসনা বা বৈষ্ণবধর্ম্ম অথবা জ্ঞানযুক্ত ব্রহ্মোপাসনা। ধর্ম্মের চরম—কৃষ্ণোপাসনা।

—বিবিধ প্রবন্ধ।

১৩। **নাস্তিকও ঈশ্বরকে ডাকে**।—যে ঈশ্বরকে না মানে, সেও বিপদে পড়িলে তাঁহাকে ডাকে—ভক্তিভাবে ডাকে।

—চন্দ্রশেখর।

১৪। **নিষ্কাম কর্ম্ম**।—ধর্ম্মাচরণে সুখ্যাতি অখ্যাতি খুঁজিবার দরকার কি ? সুখ্যাতির কামনা করিলে কর্ম্ম আর নিষ্কাম হইল কৈ ? তুমি যদি অখ্যাতির ভয় কর, তবে তুমি আপনার খুঁজিলে, পরের ভাবিলে না। আত্মবিসর্জ্জন হইল কৈ ?

—দেবী চৌধুরাণী।

১৫। **নিষ্কামত্বের লক্ষণ**।—যা'র ধর্ম্ম নিষ্কাম, সে কা'র মঙ্গল খুঁজিলাম—তত্ত্ব রাখে না। মঙ্গল হইলেই হইল।

—দেবী চৌধুরাণী।

১৬। **পরোপকার**।—আত্মোপকারীকে বনবাসে বিসর্জ্জন করা যাহাদিগের প্রকৃতি, তাহারা চিরকাল আত্মোপকারীকে বনবাস দিবে ; কিন্তু যতবার বনবাসিত

করুক না কেন, পরের কাষ্ঠাহরণ করা যাহার স্বভাব, সে পুনর্ব্বার পরের কাষ্ঠাহরণে যাইবে।

—কপালকুণ্ডলা।

১৭। **পরোপকারই সুখ**।—যদি দুঃখের অস্তিত্বই স্বীকার কর, তবে এই সর্ব্বব্যাপী দুঃখ নিবারণের উপায় কি নাই? উপায় নাই; তবে যদি সকলে সকলের দুঃখ নিবারণের জন্য নিযুক্ত থাকে, তবে অবশ্য নিবারণ হইতে পারে। দেখ, বিধাতা স্বয়ং অহরহঃ সৃষ্টির দুঃখ নিবারণে নিযুক্ত। সংসারের সেই দুঃখ-নিবৃত্তিতে ঐশিক দুঃখেরও নিবারণ হয়। দেবগণ জীবদুঃখ নিবারণে নিযুক্ত—তাহাতেই দৈব সুখ। নচেৎ ইন্দ্রিয়াদির বিকারশূন্য দেবতার অন্য সুখ নাই। * * যে পরোপকারী সেই সুখী,—অন্য কেহ সুখী নহে।

—চন্দ্রশেখর।

১৮। **পরোপকারীর শক্তি**।—যাহারা পরোপকারী, পরপ্রেমে বলবান্, তাহারা কখনও শারীরিক বলের অভাব জানিতে পারে না।

—বিষবৃক্ষ।

১৯। **পাপের প্রকৃতি**।—অগ্নি আর পাপ অধিক দিন গোপন থাকে না।

—দুর্গেশনন্দিনী।

২০। **প্রকৃত বৈষ্ণব**।—প্রহ্লাদই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব। প্রহ্লাদ বৈষ্ণবধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—

"সর্ব্বত্র দৈত্যাং সমতামুপেত্য সমত্বমারাধনমচ্যুতস্য।"

অর্থাৎ, "হে দৈত্যগণ! তোমরা সর্ব্বত্র সমদর্শী হও। সমত্ব অর্থাৎ সকলকে আত্মবৎ জ্ঞান করাই বিষ্ণুর যথার্থ উপাসনা।" * * এই যে সমদর্শিতা, ইহাই অহিংসা ধর্ম্মের যথার্থ তাৎপর্য্য। সমদর্শী হইলে আর হিংসা থাকে না। এই সমদর্শিতা থাকিলেই মনুষ্য, বিষ্ণুনাম জানুক বা না জানুক, যথার্থ বৈষ্ণব হইল। * * যখন সর্ব্বত্র সমান জ্ঞান, সকলকে আত্মবৎ জ্ঞানই বৈষ্ণবধর্ম্ম, তখন হিন্দু ও মুসলমান, এ ছোট জাতি, ও বড় জাতি, এরূপ ভেদজ্ঞান করিতে নাই। যে এরূপ ভেদজ্ঞান করে, সে বৈষ্ণব নহে।*

—বিবিধ প্রবন্ধ।

২১। **প্রীতি**।—যে-ভাবের বশীভূত হইয়া অন্যের জন্য আমরা আত্মত্যাগে প্রবৃত্ত হই, তাহাই প্রীতি।

* * * *

ভক্তির পর প্রীতির অপেক্ষা উচ্চ বৃত্তি আর নাই। যেমন ঈশ্বরে এই জগৎ গ্রথিত রহিয়াছে, প্রীতিতেও তেমনি জগৎ গ্রথিত রহিয়াছে। ঈশ্বরই প্রীতি, ঈশ্বরই ভক্তি,—বৃত্তি স্বরূপ জগদাধার হইয়া তিনি লোকের হৃদয়ে অবস্থান করেন।

* * * *

দেশপ্রীতি ও সার্ব্বলৌকিক প্রীতি উভয়ের অনুশীলন ও পরস্পর সামঞ্জস্য চাই। * * পর-সমাজের অনিষ্ট সাধন করিয়া আমার সমাজের ইষ্ট সাধন করিব না, এবং আমার সমাজের অনিষ্ট সাধন করিয়া কাহাকেও আপন সমাজের

* 'ধর্ম্মতত্ত্বে'র ১৯ম অধ্যায়স্থ 'গুরু'-ব্যাখ্যাত "বৈষ্ণব ধর্ম্ম" ইহারই বিস্তার মাত্র। অতএব তাহার পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক।

ইষ্ট সাধন করিতে দিব না। ইহাই যথার্থ সমদর্শন এবং ইহাই জাগতিক প্রীতি ও দেশপ্রীতির সামঞ্জস্য।

* * * *

প্রীতি দ্বিবিধ—সহজ এবং সংসর্গজ। কতকগুলি মনুষ্যের প্রতি প্রীতি আমাদের স্বভাবসিদ্ধ,—যেমন সন্তানের প্রতি মাতা-পিতার বা মাতা-পিতার প্রতি সন্তানের। ইহাই সহজ প্রীতি। আর কতকগুলির প্রতি প্রীতি সংসর্গজ,—যেমন স্ত্রীর প্রতি স্বামীর, স্বামীর প্রতি স্ত্রীর, বন্ধুর প্রতি বন্ধুর, প্রভুর প্রতি ভৃত্যের বা ভৃত্যের প্রতি প্রভুর। এই সহজ এবং সংসর্গজ প্রীতিই পারিবারিক বন্ধন এবং ইহা হইতেই পারিবারিক জীবনের সৃষ্টি। এই পরিবারই প্রীতির প্রথম শিক্ষাস্থল। * * * অতএব পারিবারিক জীবন ধার্ম্মিকের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

—ধর্ম্মতত্ত্ব।

* * * *

প্রীতি সংসারে সর্ব্বব্যাপিনী—ঈশ্বরই প্রীতি। প্রীতিই আমার কর্ণে এক্ষণকার সংসারসঙ্গীত। অনন্তকাল সেই মহাসঙ্গীত সহিত মনুষ্যহৃদয়তন্ত্রী বাজিতে থাকুক। মনুষ্যজাতির উপর যদি আমার প্রীতি থাকে, তবে আমি অন্য সুখ চাই না।

—কমলাকান্ত।

২২। **ব্রহ্মনিষ্ঠা**।—ইন্দ্রিয়-সংযম এবং ঈশ্বরে চিত্তার্পণপূর্ব্বক নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান—ইহাই যথার্থ ব্রহ্মনিষ্ঠা।

—গীতা-ভাষ্য।

২৩। **ভক্তি ও ভক্ত**।—যখন মনুষ্যের সকল বৃত্তিগুলিই ঈশ্বরমুখী বা ঈশ্বরানুবর্ত্তিনী হয়, সেই অবস্থাই ভক্তি। * * * ঘরে কপাট দিয়া, পূজার ভাণ করিয়া বসিলে ভক্ত হয় না; মালা ঠক্ ঠক্ করিয়া, হরি! হরি! করিলে ভক্ত হয় না; হা ঈশ্বর! যো ঈশ্বর! করিয়া গোলযোগ করিয়া বেড়াইলে ভক্ত হয় না; যে আত্মজয়ী, যাহার চিত্ত সংযত, যে সমদর্শী, যে পরহিতে রত, সেই ভক্ত। ঈশ্বরকে সর্ব্বদা অন্তরে বিদ্যমান্ জানিয়া, যে আপনার চরিত্র পবিত্র না করিয়াছে,—যাহার চরিত্র ঈশ্বরানুরূপী নহে,—সে ভক্ত নহে। * * যাহার সকল চিত্তবৃত্তি ঈশ্বরমুখী না হইয়াছে,—সে ভক্ত নহে।

* * * *

যে আত্মজয়ী সর্ব্বভূতকে আপনার মত দেখিয়া সর্ব্বজনের হিতে রত, শত্রু-মিত্রে সমদর্শী, নিষ্কাম কর্ম্মী—সেই ভক্ত।

—ধর্ম্মতত্ত্ব।

২৪। **ভিক্ষাতেও আসক্তি আছে**।—আপনার আহারের জন্য যদি তোমাকে চেষ্টিত হইতে হয়, তাহা হইলে আসক্তি জন্মিবে। * * ভিক্ষাতেও আসক্তি আছে।

—দেবী চৌধুরাণী।

২৫। **মহাপ্রস্থান**।—তবে যাও, প্রতাপ, অনন্তধামে। যাও, যেখানে ইন্দ্রিয়জয়ে কষ্ট নাই, রূপে মোহ নাই, প্রণয়ে পাপ নাই, সেইখানে যাও। যেখানে রূপ অনন্ত, প্রণয় অনন্ত, সুখ অনন্ত, সুখে অনন্ত পুণ্য, সেইখানে যাও।

যেখানে পরের দুঃখ পরে জানে, পরের ধর্ম্ম পরে রাখে, পরের জয় পরে গায়, পরের জন্য পরকে মরিতে হয় না, সেই মহৈশ্বর্য্যময় লোকে যাও।

—চন্দ্রশেখর।

২৬। **মোক্ষ**।—মোক্ষ আর কিছুই নয়,—ঐশ্বরিক-আদর্শ-নীত স্বভাব-প্রাপ্তি। তাহা পাইলেই সকল দুঃখ হইতে মুক্ত হওয়া গেল এবং সকল সুখের অধিকারী হওয়া গেল।

* * * *

যাহার চিত্ত শুদ্ধ এবং দুঃখের অতীত. সে ইহলোকেই মুক্ত।

—ধর্ম্মতত্ত্ব।

২৭। **বিবাহ—কেবল ধর্ম্মার্থে**।—ধর্ম্মার্থে ভিন্ন যে ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তি তাহা অধর্ম্ম। ইন্দ্রিয়তৃপ্তি পশুবৃত্তি। পশু-বৃত্তির জন্য বিবাহের ব্যবস্থা দেবতা করেন নাই। পশুদিগের বিবাহ নাই। কেবল ধর্ম্মার্থেই বিবাহ। রাজর্ষিগণ কখনও বিশুদ্ধচিত্ত না হইয়া সহধর্ম্মিণী-সহবাস করিতেন না। ইন্দ্রিয়বশ্যতা মাত্রই পাপ।

—সীতারাম।

২৮। **শত্রুকে ক্ষমাই কর্ত্তব্য**।—ভাই! যে দুষ্ট, ভগবান্ তাহার দণ্ডবিধান করিবেন। তুমি আমি কি দণ্ডের কর্ত্তা? যে অধম, সেই শত্রুর প্রতিহিংসা করে; যে উত্তম, সে শত্রুকে ক্ষমা করে।

—চন্দ্রশেখর।

২৯। **শান্তিলাভের উপায়**।—শচীকান্ত। (বিনীত-ভাবে) সন্ন্যাসে কি শান্তি পাওয়া যায়?

গোবিন্দলাল। কদাপি না। * * * ভগবৎ-পাদপদ্মে মনঃস্থাপন ভিন্ন শান্তি পাইবার অন্য উপায় নাই।

—কৃষ্ণকান্তের উইল।

৩০। **সনাতন ধর্ম্ম**।—প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম জ্ঞানাত্মক—কর্ম্মাত্মক নহে। সেই জ্ঞান দুই প্রকার—বহির্ব্বিষয়ক ও অন্তর্ব্বিষয়ক। সেই অন্তর্ব্বিষয়ক জ্ঞান সনাতন ধর্ম্মের প্রধান ভাগ। কিন্তু বহির্ব্বিষয়ক জ্ঞান আগে না জন্মিলে অন্ত-র্ব্বিষয়ক জ্ঞান জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। স্থূল কি—তাহা না জানিলে, সূক্ষ্ম কি—তাহা জানা যায় না। এখন এ দেশে অনেক দিন হইতে বহির্ব্বিষয়ক জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়াছে,—সনাতন ধর্ম্মও লোপ পাইয়াছে। সনাতন ধর্ম্মের পুনরুদ্ধার করিতে গেলে, আগে বহির্ব্বিষয়ক জ্ঞানের প্রচার করা আবশ্যক।

—আনন্দমঠ।

৩১। **সাকার ও নিরাকার উপাসনা**।—ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ, সকলের অন্তর্যামী। সকলের অন্তরে তিনি প্রবেশ করিতে পারেন, * * (কিন্তু) কেহই তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ অনুভূত করিতে পারেন না। তিনি অচিন্তনীয়। অতএব তাঁহার চক্ষে সাকার-উপাসকের উপাসনা ও নিরাকার-উপাসকের উপাসনা তুল্য; কেহই তাঁহাকে জানে না। * * যদি ভক্তিই উপাসনার সার হয় এবং ভক্তিশূন্য উপাসনা

যদি তাঁহার অগ্রাহ্যই হয়, তবে ভক্তিযুক্ত হইলে * * সাকার-উপাসনার ভাবে আচ্ছন্ন হইলেও কেহ উৎসন্ন যাইবে না, আর ভক্তিশূন্য হইলে নিরাকার-উপাসনায়ও উৎসন্ন হইবে, তদ্বিষয়ে কোন সংশয় নাই। সাকার ও নিরাকার উপাসনার মধ্যে, আমাদের মতে, কোনটাই নিষ্ফল নহে।

—গীতা-ভাষ্য।

৩২। **সুমতি-কুমতি**।—সুমতি নামে দেবকন্যা এবং কুমতি নামে রাক্ষসী এই দুইজন সর্ব্বদা মনুষ্যের হৃদয়ক্ষেত্রে বিচরণ করে এবং সর্ব্বদা পরস্পরের সহিত যুদ্ধ করে। যেমন দুইটা ব্যাঘ্রী মৃত গাভী লইয়া পরস্পরে যুদ্ধ করে, যেমন্ দুই শৃগালী মৃত নরদেহ লইয়া বিবাদ করে, ইহারা জীবন্ত মনুষ্য লইয়া সেইরূপ করে। * * * সুমতি-কুমতিতে সন্ধি-বিগ্রহ উভয়ই ঘটনা হয়। সুমতি-কুমতির বিবাদ-বিসংবাদ মনুষ্যের সহনীয়; কিন্তু সুমতি-কুমতির সদ্ভাব অতিশয় বিপত্তিজনক। তখন সুমতি কুমতির রূপ ধারণ করে, কুমতি সুমতির কাজ করে। তখন কে সুমতি, কে কুমতি, চিনিতে পারা যায় না। লোকে সুমতি বলিয়া কুমতির বশ হয়।

—কৃষ্ণকান্তের উইল।

৩৩। **স্বদেশপ্রীতি**।—ভক্তির ফল জাগতিক প্রীতি। * * এই জাগতিক প্রীতির সঙ্গে আত্মপ্রীতি, স্বজনপ্রীতি এবং স্বদেশপ্রীতির কোন বিরোধ নাই—(কেবল, নিষ্কামভাবে, সমুচিত অনুশীলনসাপেক্ষ)। আত্মরক্ষা হইতে স্বজনরক্ষা

গুরুতর ধর্ম্ম,—স্বজনরক্ষা হইতে দেশরক্ষা গুরুতর ধর্ম্ম। যখন ঈশ্বরে ভক্তি এবং সর্ব্বলোকে প্রীতি এক, তখন বলা যাইতে পারে যে, ঈশ্বরে ভক্তি ভিন্ন, স্বদেশপ্রীতিই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর ধর্ম্ম। * * দেশপ্রীতি ও সার্ব্বলৌকিক প্রীতি উভয়ের অনুশীলন ও পরস্পর সামঞ্জস্য চাই।

—ধর্ম্মতত্ত্ব।

৩৪। **হিন্দু আদর্শ**।—যথার্থ হিন্দু আদর্শ—শ্রীকৃষ্ণ। তিনিই যথার্থ মনুষ্যত্বের আদর্শ।

—কৃষ্ণচরিত্র।

৩৫। **হিন্দু ধর্ম্মের বিশেষত্ব**।—(অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীর) বিশ্বাস যে, ঈশ্বর ও পরকাল লইয়াই ধর্ম্ম। হিন্দুর কাছে, ইহকাল, পরকাল, ঈশ্বর, মনুষ্য, সমস্ত জীব, সমস্ত জগৎ—সকল লইয়া ধর্ম্ম। এমন সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বসুখময়, পবিত্র ধর্ম্ম কি আর আছে?

—ধর্ম্মতত্ত্ব।

৩৬। **হিন্দুর ধর্ম্ম**।—হিন্দু, ক্ষুধার্ত্তের অন্ন যোগান পরম ধর্ম্ম বলিয়া জানে। হিন্দু, শত্রুকেও সহজে উপবাসে মারিতে চাহে না।

—রাজসিংহ।

৩৭। **হিন্দুর প্রতিমাপূজা**।—হিন্দুর প্রতিমার্চ্চনা সাকারের উপাসনা নয়, এবং যে হিন্দু প্রতিমার্চ্চনা করে, সে নিতান্ত অজ্ঞ ও অশিক্ষিত না হইলে মনে করে না যে, এই প্রতিমা ঈশ্বর, অথবা ঈশ্বরের এইরূপ আকার

বা ঈশ্বরের প্রকৃত প্রতিমা। * * তবে সে এই মৃৎপিণ্ডের পূজা করে কেন?—সে যাঁহার পূজা করিবে, তাঁহাকে খুঁজিয়া পায় না। তিনি অদৃশ্য, অচিন্তনীয়, ধ্যানের অপ্রাপ্য, অতএব উপাসনার অতীত। কাজেই সে তাঁহাকে ডাকিয়া বলে—"হে বিশ্বব্যাপিনি সর্ব্বময়ি আদ্যাশক্তি! তুমি সর্ব্বত্রই আছ, কিন্তু আমি তোমাকে দেখিতে পাই না; তুমি সর্ব্বত্রই আবির্ভূত হইতে পার, অতএব আমি দেখিতে পাই, এমন কিছুতে আবির্ভূত হও। আমি তোমার যেরূপে কল্পনা করিয়া গড়িয়াছি, তাহাতে আবির্ভূত হও, আমি তোমার উপাসনা করি। নহিলে কোথায় পুষ্পচন্দন দিব, তদ্বিষয়ে মনঃস্থির করিতে পারি না।"

—গীতা-ভাষ্য।

৩৮। **হিন্দুর মেয়ের পতিই দেবতা**।—ঈশ্বর অনন্ত। কিন্তু অনন্তকে ক্ষুদ্র হৃদয়-পিঞ্জরে পূরিতে পারি না। সান্তকে পারি। তাই অনন্ত জগদীশ্বর হিন্দুর হৃৎপিঞ্জরে সান্ত শ্রীকৃষ্ণ। স্বামী আরও পরিষ্কাররূপে সান্ত। এইজন্য, প্রেম পবিত্র হইলে, স্বামী ঈশ্বরে আরোহণের প্রথম সোপান। তাই হিন্দুর মেয়ের পতিই দেবতা।*

—দেবী চৌধুরাণী।

* যে সমাজ হিন্দুর এই ধর্ম্মজ্ঞান লোপ করিতে প্রস্তুত, স্বর্গত গ্রন্থকারের সহিত সুর মিলাইয়া বলি—"হে আকাশ! তাহার মাথার জন্য কি তোমার বজ্র নাই?"

মনস্তত্ত্ব ও দার্শনিক তথ্য

১। **অদর্শনের পরিণাম।**—একবার চক্ষের বাহির হইলেই, যা ছিল তা আর হয় না। যা যায়, তা আর আসে না। যা ভাঙ্গে, আর তা গড়ে না। মুক্তবেণীর পর যুক্তবেণী কোথায় দেখিয়াছ?

—কৃষ্ণকান্তের উইল।

২। **অনুরাগ।**—লাভাকাঙ্ক্ষার নামই অনুরাগ।

—বিবিধ প্রবন্ধ।

৩। **অশ্রু দুঃখের শমতা-সাধক।**—গিরিজায়া বুঝিতে পারিলেন যে, যখন মৃণালিনীর চক্ষে জল আসিয়াছে—তখন তাঁহার ক্লেশের কিছু শমতা হইয়াছে। ইহা সকলে বুঝে না,—মনে করে—"কই, ইহার চক্ষে ত জল দেখিলাম না? তবে ইহার কিসের দুঃখ?" যদি ইহা সকলে বুঝিত, সংসারের কত মর্ম্মপীড়াই না-জানি নিবারণ হইত।

—মৃণালিনী।

৪। **অশ্রুহীন ব্যক্তি বিশ্বাসের অযোগ্য।**—যে কখন রোদন করে নাই, সে মনুষ্যমধ্যে অধম। তাহাকে বিশ্বাস করিও না। নিশ্চিত জানিও, সে পৃথিবীর সুখ কখনও ভোগ করে না—পরের সুখও কখন তাহার সহ্য হয় না। এমত হইতে পারে যে, কোন আত্মচিত্তবিজয়ী মহাত্মা বিনা বাষ্পমোচনে গুরুতর মনঃপীড়া সকল সহ্য করিতেছেন

এবং করিয়া থাকেন; কিন্তু তিনি যদি কস্মিন্‌কালে একদিন বিরলে একবিন্দু অশ্রুজলে পৃথিবী সিক্ত করিয়া না থাকেন, তবে তিনি চিত্তজয়ী মহাত্মা হইলে হইতে পারেন, কিন্তু আমি বরং চোরের সহিত প্রণয় করিব, তথাপি তাঁহার সহিত নহে।

—মৃণালিনী।

৫। **আশা**।—আশা মধুরভাষিণী। অতি দুর্দ্দিনে মনুষ্য-শ্রবণে মৃদু মৃদু কহিয়া থাকে,—'মেঘ ঝড় চিরস্থায়ী নহে, কেন দুঃখিত হও? আমার কথা শুন।'

—দুর্গেশনন্দিনী।

* * * *

এতদিনে সব ফুরাইল। * * কি ফুরাইল?—সুখ? তা' ত * * (বহু পূর্ব্বেই) ফুরাইয়াছিল। তবে এখন ফুরাইল কি?—আশা। যতদিন মানুষের আশা থাকে, ততদিন কিছুই ফুরায় না,—আশা ফুরাইলে সব ফুরাইল!

—বিষবৃক্ষ।

৬। **আশা ত্যাগ করাই অধিক ক্লেশ**।—আশা ত্যাগ করাই অধিক ক্লেশ; একবার মনোমধ্যে নৈরাশ্য স্থিরতর হইলে আর তত ক্লেশকর হয় না। অস্ত্রাঘাতই সমধিক ক্লেশকর; তাহার পর যে ক্ষত হয়, তাহার যন্ত্রণা স্থায়ী বটে, কিন্তু তত উৎকট নহে।

—দুর্গেশনন্দিনী।

৭। **আসঙ্গে আকাঙ্ক্ষা অপরিহার্য্য**।—"নিকটে থাকিলে কে আকাঙ্ক্ষা পরিহার করিতে পারে? মরুভূমে

থাকিলে কোন্ তৃষিত পথিক সুশীতল স্বচ্ছ সুবাসিত বারি দেখিয়া পান না করিয়া থাকিতে পারে ?*

—চন্দ্রশেখর।

৮। **কান্নার কাল**।—পরের কান্না দেখিলেই কাঁদা ভাল। দেবতার মেঘ কণ্টকক্ষেত্র দেখিয়া বৃষ্টি সংবরণ করে না।

— কৃষ্ণকান্তের উইল।

৯। **ক্রোধ**।—অনিষ্টকারীকে নিবারণ করিবার ইচ্ছাই ক্রোধ। * * * ক্রোধ আত্মরক্ষা ও সমাজরক্ষার মূল। দণ্ডনীতি—বিধিবদ্ধ সামাজিক ক্রোধ।

—ধর্ম্মতত্ত্ব।

১০। **চিত্তের তন্ময়তা**।—ইন্দ্রিয়ের পথ রোধ কর—ইন্দ্রিয় বিলুপ্ত কর—মনকে বাঁধ—বাঁধিয়া একটী পথে ছাড়িয়া দাও—অন্য পথ বন্ধ কর—মনের শক্তি অপহৃত কর—মন কি করিবে? সেই একপথে যাইবে—তাহাতে স্থির হইবে—তাহাতে মজিবে। * * * *

শরীর ক্লিষ্ট ক্ষুধাপীড়িত; চিত্ত অন্য চিন্তাশূন্য; এমন সময়ে যে বিষয়ে চিত্ত স্থির করা যায়, তাহাই জপ করিতে করিতে চিত্ত তন্ময় হইয়া উঠে।

—চন্দ্রশেখর।

১১। **চিত্তের ধর্ম্ম**।—চিত্তের ধর্ম্ম এই যে, যে মানসিক কর্ম্ম যত অধিকবার করা যায়, সে কর্ম্মে তত অধিক প্রবৃত্তি হয়; সে কর্ম্ম ক্রমে স্বভাবসিদ্ধ হয়।

—কপালকুণ্ডলা।

* "সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ।"—গীতা, ২।৬২।

১২। **ছবির ধ্যান**।—অনুরাগ ত মানুষে মানুষে—ছবিতে মানুষে হইতে পারে কি ? পারে, যদি তুমি ছবিছাড়া-টুকু আপনি ধ্যান করিয়া লইতে পার। পারে, যদি আগে হইতে মনে মনে তুমি কিছু গড়িয়া রাখিয়া থাক, তারপর ছবিখানাকে (বা স্বপ্নটাকে) সেই মনগড়া জিনিসের ছবি বা স্বপ্ন মনে কর।*

—রাজসিংহ।

১৩। **জড়-প্রকৃতি**।—তুমি জড়-প্রকৃতি! তোমায় কোটি কোটি প্রণাম! তোমার দয়া নাই, মমতা নাই, স্নেহ নাই, জীবের প্রাণনাশে সঙ্কোচ নাই,—তুমি অশেষ ক্লেশের জননী; অথচ, তোমা হইতে সব পাইতেছি—তুমি সর্ব্বসুখের আকর, সর্ব্বমঙ্গলময়ী, সর্ব্বার্থসাধিকা, সর্ব্বকামনাপূর্ণকারিণী, সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী! তোমাকে নমস্কার। হে মহাভয়ঙ্করী নানারূপরঙ্গিণি! কালি তুমি ললাটে চাঁদের টিপ পরিয়া, মস্তকে নক্ষত্রকিরীট ধরিয়া, ভুবনমোহন হাসি হাসিয়া, ভুবন মোহিয়াছ;—গঙ্গার ক্ষুদ্রোর্ম্মিতে পুষ্প-মালা গাঁথিয়া পুষ্পে পুষ্পে চন্দ্র ঝুলাইয়াছ;—সৈকত-বালুকায় কত কোটি কোটি হীরা জ্বালিয়াছ; গঙ্গার হৃদয়ে নীলিমা ঢালিয়া দিয়া, তাহাতে কত সুখে যুবক-যুবতীকে

---

* হিন্দুর প্রতিমা-পূজার মূলেও এই ভাব বর্ত্তমান। তিনি তাঁহার হৃদয়কন্দরে প্রতিমার অতীত পরব্রহ্মের—সেই সারাৎসার সচ্চিদানন্দের—সত্তা পোষণ করিয়া, মনে মনে কিছু গড়িয়া রাখিয়া, প্রতিমাকে সেই মনগড়া জিনিসের ছবি ভাবিয়া, পূজা করেন। তুমি সেই সত্তার 'স্বপ্ন' ধ্যান কর, আমি তাঁহার 'ছবি' ধ্যান করি—কিসে কি হয়, জানি না বলিয়াই কেবল তোমাতে আমাতে এত গণ্ডগোল।

ভাসাইয়াছিলে! যেন কত আদর জ্ঞান—কত আদর করিয়াছিলে। আজি একি? তুমি অবিশ্বাসযোগ্যা সর্ব্ব-নাশিনী। কেন জীব লইয়া তুমি ক্রীড়া কর, তাহা জানি না—তোমার বুদ্ধি নাই, জ্ঞান নাই, চেতনা নাই—কিন্তু তুমি সর্ব্বময়ী, সর্ব্বকর্ত্রী, সর্ব্বনাশিনী এবং সর্ব্বশক্তিময়ী। তুমি ঐশী মায়া, তুমি ঈশ্বরের কীর্ত্তি, তুমিই অজেয়। তোমাকে কোটি কোটি প্রণাম।

—চন্দ্রশেখর।

১৪। **জড়-প্রকৃতির দৌরাত্ম্য**।—তুমি গ্রাহ্য কর, না কর, তাই বলিয়া ত জড়-প্রকৃতি ছাড়ে না—সৌন্দর্য্য ত লুকাইয়া রয় না। তুমি যে-সমুদ্রে সাঁতার দাও না কেন, জল-নীলিমার মাধুর্য্য বিকৃত হয় না—ক্ষুদ্র বীচির মালা ছিঁড়ে না—তারা তেমনি জ্বলে—তীরে বৃক্ষ তেমনি দোলে—জলে চাঁদের আলো তেমনি খেলে। জড়-প্রকৃতির দৌরাত্ম্য।

—চন্দ্রশেখর।

১৫। **দয়া**।—আর্ত্তের প্রতি যে বিশেষ প্রীতি-ভাব, তাহাই দয়া। * * দয়ার অনুশীলন দানে।

—ধর্ম্মতত্ত্ব।

১৬। **দুঃখ-প্রকাশের ভাষা**।—আমার মর্ম্মের দুঃখ আমি একা ভোগ করিলাম, * * দুঃখ-প্রকাশের ভাষা নাই বলিয়া তাহা বলিতে পারিলাম না; শ্রোতা নাই বলিয়া তাহা শুনাইতে পারিলাম না; সহৃদয় বোদ্ধা নাই বলিয়া তাহা বুঝাইতে পারিলাম না।

—রজনী।

১৭। **ধৈর্য্যহীন ব্যক্তি**।—যাহার ধৈর্য্য নাই, যে ক্রোধের জন্মমাত্র অন্ধ হয়, সে সংসারের সকল সুখে বঞ্চিত।

—মৃণালিনী।

১৮। **নিন্দা**।—সকল স্থানেই যশের অনুগামিনী নিন্দা।*

—কমলাকান্ত।

১৯। **প্রণয়বেগ অনিবার্য্য**।—ভালবাসিতাম কি ?—তুমি ভালবাস। নইলে, কাঁদিলে কেন ?—কি ? আজ তোমার স্নেহের পাত্র অপরাধী হইয়াছে বলিয়া তোমার প্রণয় বিনষ্ট হইয়াছে ? * * অহঙ্কার করিয়া প্রণয়-অগ্নি নির্ব্বাণ করা যায় ? তুমি বালির বাঁধ দিয়া এই কূল-পরিপ্লাবিনী গঙ্গার বেগ রোধ করিতে পারিবে, তথাপি প্রণয়িনীকে পাপিষ্ঠা মনে করিয়া কখনও প্রণয়ের বেগ রোধ করিতে পারিবে না।

—মৃণালিনী।

২০। **প্রণয়ে পাত্রবিচার নাই**।—প্রণয়ের পাত্রাপাত্র নাই। সকলকেই ভালবাসিবে ; প্রণয় জন্মিলেই তাহাকে যত্নে স্থান দিবে,—কেন না প্রণয় অমূল্য। ভাই, যে ভাল, তাকে কে না ভালবাসে ? যে মন্দ, তাকে যে আপনা ভুলিয়া ভালবাসে, আমি তাকে বড় ভালবাসি।

—মৃণালিনী।

২১। **প্রণয়ের কার্য্য**।—সংসার-বন্ধনে প্রণয় প্রধান

---

* নিন্দা, অনেক স্থলে, পরোপকারেরও অনুগামিনী। প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর-চরিতে তাহার উদাহরণ পাওয়া গিয়াছে।

রজ্জু। * * প্রণয় কর্কশকে মধুর করে, অসৎকে সৎ করে, অপুণ্যকে পুণ্যবান্ করে, অন্ধকারকে আলোকময় করে।

— কপালকুণ্ডলা।

২২। **প্রিয় কি ?**—যাহাকে ইহজগতে খুঁজিয়া পাইলাম না, ইহজীবনে সেই প্রিয়।

—সীতারাম।

২৩। **প্রেম।**—প্রেম কি, তাহা আমি জানি না। * * প্রেমের কথা পুস্তকে পড়িয়া থাকি বটে, কিন্তু সংসারে ভাল-বাসা স্নেহ ভিন্ন প্রেমের মত কোন সামগ্রী দেখিতে পাই নাই * *। প্রেম যাহা পুস্তকে বর্ণিত, তাহা আকাশ-কুসুমের মত কোন একটা সামগ্রী হইতে পারে,—যুবক-যুবতীগণের মনোরঞ্জন জন্য কবিগণ কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে বোধ হয়। তবে, একটা কথা স্বীকার করিতে হয়। ভাল-বাসা বা স্নেহ, যাহা সংসারে এত আদরের, তাহা পুরাতনেরই প্রাপ্য, নূতনের প্রতি জন্মে না। যাহার সংসর্গে অনেক কাল কাটাইয়াছি,—বিপদে, সম্পদে, সুদিনে, দুর্দ্দিনে, যাহার গুণ বুঝিয়াছি,—সুখ-দুঃখের বন্ধনে যাহার সঙ্গে বদ্ধ হইয়াছি, ভালবাসা বা স্নেহ তাহার প্রতিই জন্মে। কিন্তু নূতন আর একটা সামগ্রী পাইয়া থাকে। নূতন বলিয়াই তাহার একটা আদর আছে। তাহা ছাড়া আরও আছে। তাহার গুণ জানি না, কিন্তু চিহ্ন দেখিয়া অনুমান করিয়া লইতে পারি। যাহা পরীক্ষিত, তাহা সীমাবদ্ধ ; যাহা অপরীক্ষিত, কেবল অনুমিত, তাহার সীমা দেওয়া না দেওয়া

মনের অবস্থার উপর নির্ভর করে। তাই নূতনের গুণ অনেক সময়ে অসীম বলিয়া বোধ হয়। তাই সে নূতনের জন্য বাসনা দুর্দ্দমনীয় হইয়া পড়ে। যদি ইহাকে প্রেম বল, তবে সংসারে প্রেম আছে। সে প্রেম বড় উন্মাদকর বটে। নূতনেরই তাহা প্রাপ্য। তাহার টানে পুরাতন অনেক সময়ে ভাসিয়া যায়।

—সীতারাম।

২৪। **প্রেম ও ধর্ম্ম।**—

হেমচন্দ্র। ধর্ম্মের অপেক্ষা প্রণয় ন্যূন। ধর্ম্মের জন্য প্রেমকে সংহার করিবে।

মনোরমা। আমি ধর্ম্মাধর্ম্ম কাহাকে বলে তাহা জানি না। আমি এইমাত্র জানি—ধর্ম্ম ভিন্ন প্রেম জন্মে না।

হেমচন্দ্র। সাবধান, মনোরমে! বাসনা হইতে ভ্রান্তি জন্মে, ভ্রান্তি হইতে অধর্ম্ম জন্মে। তোমার ভ্রান্তি পর্য্যন্ত হইয়াছে।

—মৃণালিনী।

* * * *

বস্তুতঃ প্রেম এবং ধর্ম্ম একই পদার্থ। সর্ব্ব-সংসার প্রেমের বিষয়ীভূত হইলেই ধর্ম্ম নাম প্রাপ্ত হয়; এবং ধর্ম্ম যতদিন না সার্ব্বজনীন প্রেমস্বরূপ হয়, ততদিন সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। কিন্তু মনুষ্যগণ কার্য্যতঃ স্নেহকে ধর্ম্ম হইতে পৃথগ্‌ভূত রাখিয়াছে, এজন্য ভালবাসার অত্যাচার-নিবারণ জন্য ধর্ম্মের দ্বারা স্নেহের শাসন আবশ্যক।

—বিবিধ প্রবন্ধ।

২৫। **প্রেম-প্রবাহ**।—পুরাণে আছে, * * এক দাম্ভিক মত্তহস্তী গঙ্গার বেগ সম্বরণ করিতে গিয়াছিল। ইহার অর্থ কি?—গঙ্গা প্রেমপ্রবাহস্বরূপ; ইহা জগদীশ্বর-পাদপদ্মনিঃসৃত, ইহা জগতে পবিত্র; যে ইহাতে অবগাহন করে, সেই পুণ্যময় হয়। ইনি মৃত্যুঞ্জয়জটাবিহারিণী; যে মৃত্যুকে জয় করিতে পারে, সেও প্রণয়কে মস্তকে ধরে * *। দাম্ভিক হস্তী দম্ভের অবতার-স্বরূপ,—সে প্রণয়বেগে ভাসিয়া যায়। প্রণয় প্রথমে একমাত্র পথ অবলম্বন করিয়া উপযুক্ত সময়ে শতমুখী হয়,—প্রণয় স্বভাবসিদ্ধ হইলে, শতপাত্রে ন্যস্ত হয়—পরিশেষে সাগরসঙ্গমে লয়প্রাপ্ত হয়,—সংসারস্থ সর্ব্বজীবে বিলীন হয়।

—মৃণালিনী।

২৬। **প্রেমাসক্ত ব্যক্তি অন্ধ নহে—চক্ষুষ্মান্**।—যুনানীয়েরা প্রণয়েশ্বর কুপিদকে অন্ধ বলিয়া কল্পনা করিত। তিনি কাণা হউন, কিন্তু তাঁহার সেবক-সেবিকারা রাত্রি-দিন চক্ষুঃ চাহিয়া থাকে। যে বলে যে প্রেমাসক্ত ব্যক্তি অন্ধ, সে হস্তিমূর্খ। আমি যদি অন্যাপেক্ষা তোমাকে অধিক ভালবাসি, তাহা হইলে ইহা নিশ্চিত যে, অন্যে যাহা দেখিতে পায় তদপেক্ষা তোমার অধিক গুণ দেখি। সুতরাং এখানে অন্যাপেক্ষা আমার দৃষ্টির তীব্রতা অধিক। তবে অন্ধ হইলাম কৈ?

—মৃণালিনী।

২৭। **ভবিতব্য ও পুরুষকার**।—ভবিতব্য কে

খণ্ডাইতে পারে? যাহা ঘটিবার তাহা অবশ্য ঘটিবে। তাই বলিয়া পুরুষকারকে অবহেলা করা কর্ত্তব্য নহে।

—চন্দ্রশেখর।

২৮। **ভালবাসা।**—চিত্তের যে অবস্থায় অন্যের সুখের জন্য আমরা আত্মসুখ বিসর্জ্জন করিতে স্বতঃ প্রস্তুত হই, তাহাকে প্রকৃত ভালবাসা বলা যায়। "স্বতঃ প্রস্তুত হই",—অর্থাৎ, ধর্ম্মজ্ঞান বা পুণ্যাকাঙ্ক্ষায় নহে। সুতরাং রূপবতীর রূপভোগলালসা—ভালবাসা নহে। যেমন ক্ষুধাতুরের ক্ষুধাকে অন্নের প্রতি প্রণয় বলিতে পারি না, তেমনি কামাতুরের চিত্তচাঞ্চল্যকে রূপবতীর প্রতি ভালবাসা বলিতে পারি না। * * সে রূপজ মোহ মাত্র। এ বৃত্তিও জগদীশ্বরপ্রেরিতা; ইহা দ্বারাও সংসারের ইষ্টসাধন হইয়া থাকে এবং ইহা সর্ব্বজীবমুগ্ধকরী। * * কিন্তু ইহা প্রণয় নহে। প্রেম বুদ্ধিবৃত্তিমূলক। প্রণয়াস্পদ ব্যক্তির গুণসকল যখন বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা পরিগৃহীত হয়, হৃদয় সেই সকল গুণে মুগ্ধ হইয়া তৎপ্রতি সমাকৃষ্ট এবং সঞ্চালিত হয়, তখন সেই গুণাধারের সংসর্গলিপ্সা এবং তৎপ্রতি ভক্তি জন্মে। ইহার ফল—সহৃদয়তা এবং পরিণামে আত্মবিস্মৃতি ও আত্মবিসর্জ্জন। এই যথার্থ প্রণয়; শেক্স্‌পীয়র, বাল্মীকি, শ্রীমদ্ভাগবতকার ইহার কবি। ইহা রূপে জন্মে না। প্রথমে বুদ্ধি দ্বারা গুণগ্রহণ,—গুণগ্রহণের পর আসঙ্গলিপ্সা; আসঙ্গলিপ্সা হইলে সংসর্গ,—সংসর্গফলে প্রণয়,—প্রণয়ে আত্মবিসর্জ্জন। ইহাকেই ভালবাসা বলি।

—বিষবৃক্ষ।

২৯। **ভালবাসার গুণ**।—ভালবাসাতেই মানুষের একমাত্র নির্ম্মল এবং অবিনশ্বর সুখ। ভালবাসাই মনুষ্য-জাতির উন্নতির শেষ উপায়—মনুষ্যমাত্রে পরস্পরে ভালবাসিলে আর মনুষ্যকৃত অনিষ্ট পৃথিবীতে থাকিবে না।

—বিষবৃক্ষ।

৩০। **মনুষ্য-হৃদয়**।—মনুষ্যহৃদয় অনন্ত সমুদ্র, যখন তদুপরি ক্ষিপ্ত বায়ুগণ সমর করিতে থাকে, কে তাহার তরঙ্গমালা গণিতে পারে?

* * * *

মনুষ্যহৃদয় ক্লেশাধিক্য বা সুখাধিক্য একেবারে গ্রহণ করিতে পারে না, ক্রমে ক্রমে গ্রহণ করে।

* * * *

যখন মনুষ্যহৃদয় কোন উৎকটভাবে আচ্ছন্ন হয়, চিন্তার একাগ্রতায় বাহ্যসৃষ্টির প্রতি লক্ষ্য থাকে না, তখন অনৈসর্গিক পদার্থও প্রত্যক্ষীভূত বলিয়া বোধ হয়।

—কপালকুণ্ডলা।

* * * *

মনুষ্য মনুষ্যের জন্য হইয়াছিল—এক হৃদয় অন্য হৃদয়ের জন্য হইয়াছিল—সেই হৃদয়ে হৃদয়ে সংঘাত, হৃদয়ে হৃদয়ে মিলন, ইহা মনুষ্য-জীবনের সুখ। ইহজন্মে মনুষ-হৃদয়ে একমাত্র তৃষা—অন্য-হৃদয়-কামনা।

—কমলাকান্ত।

৩১। **মনের দূরবীণ**।—ঈশ্বরকে মানসপ্রত্যক্ষ করিতে দূরবীণ চাই। সে দূরবীণ—যোগ। ন্যাস, প্রাণায়াম, কুম্ভক (ইত্যাদিকে) আমি যোগ বলি না। যোগ অভ্যাস

মাত্র, কিন্তু সকল অভ্যাসই যোগ নয়। * * তিনটী অভ্যাসকেই যোগ বলি—জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তি। জ্ঞানযোগ, কর্ম্মযোগ, ভক্তিযোগ।

—দেবী চৌধুরাণী।

৩২। **মান**।—রাজদরবারে মান—সে কেবল দাসত্বের প্রাধান্য-চিহ্ন বলিয়া আমি অগ্রাহ্য করি। আমি * * মান চাহি কেবল আপনার কাছে।

—রজনী।

৩৩। **যম**।—নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, অগতির গতি, প্রেমশূন্যের প্রীতিস্থান, তুমি যম! চিত্তবিনোদন, দুঃখবিনাশন, বিপদভঞ্জন, দীনরঞ্জন, তুমি যম! আশাশূন্যের আশা, ভালবাসাশূন্যের ভালবাসা, তুমি যম!

—কৃষ্ণকান্তের উইল।

৩৪। **যৌবন**।—যৌবন যায় রূপে আর মনে। যার রূপ নাই, সে বিংশতি বয়সেও বৃদ্ধা; যার রূপ আছে, সে সকল বয়সেই যুবতী। যার মনে রস নাই, সে চিরকাল প্রবীণ; যার রস আছে, সে চিরকাল নবীন।

—দুর্গেশনন্দিনী।

৩৫। **রূপে মোহ**।—রূপে মুগ্ধ? কে কার নয়? আমি এই হরিত-নীল-চিত্রিত প্রজাপতিটীর রূপে মুগ্ধ। তুমি কুসুমিত কামিনী-শাখার রূপে মুগ্ধ। তাতে দোষ কি? রূপ ত মোহের জন্যই হইয়াছিল।

[পাপের প্রথম সোপানে পদার্পণ করিয়া পুণ্যাত্মাও এইরূপ ভাবে।]

—কৃষ্ণকান্তের উইল।

৩৬। **রোগেও সুখ।**—যদি কাহারও রুগ্নশয্যায় শিয়রে বসিয়া মনোমোহিনী রমণী ব্যজন করিয়া থাকে, তবে সেই জানে রোগেও সুখ।

—দুর্গেশনন্দিনী।

৩৭। **রোদনশূন্য শোক যমের দূত।**—এখন রুদ্ধ শোকপ্রবাহ বেগে বহিল। * * উহাতে যন্ত্রণার অনেক উপশম হইল। যে শোকে রোদন নাই, সে যমের দূত।

—বিষবৃক্ষ।

৩৮। **বন্ধনবিহীনের বেগ অপ্রতিহত।**—যাহার বন্ধন নাই, তাহারই অপ্রতিহত বেগ। গিরিশিখর হইতে নির্ঝরিণী নামিলে কে তাহার গতিরোধ করে? একবার বায়ু তাড়িত হইলে, কে তাহার সঞ্চারণ নিবারণ করে? * * নবীন করিকরভ মাতিলে কে তাহাকে শান্ত করিবে?

—কপালকুণ্ডলা।

৩৯। **বাল্যপ্রণয়।**—বালকমাত্রেই কোন সময়ে না কোন সময়ে অনুভূত করিয়াছে যে ঐ বালিকার মুখমণ্ডল অতি মধুর—উহার চক্ষে যেন বোধাতীত গুণ আছে। খেলা ছাড়িয়া কতবার তাহার মুখপানে চাহিয়া দেখিয়াছে—তাহার পথের ধারে, অন্তরালে দাঁড়াইয়া, কতবার তাহাকে দেখিয়াছে। কখন বুঝিতে পারে নাই, অথচ ভালবাসিয়াছে। তাহার পর সে মধুর মুখ—সেই সরল কটাক্ষ—কোথায় কাল-প্রবাহে ভাসিয়া গিয়াছে। তাহার জন্য পৃথিবী খুঁজিয়া দেখি—কেবল স্মৃতিমাত্র আছে।

—চন্দ্রশেখর।

৪০। **বাল্যপ্রণয়ের স্মৃতি**।—যাহাদের বাল্যকালে ভালবাসিয়াছ, তাহাদের কয় জনের সঙ্গে যৌবনে দেখা সাক্ষাৎ হয়? কয়জন বাঁচিয়া থাকে? কয়জন ভালবাসার যোগ্য থাকে? বার্দ্ধক্যে বাল্যপ্রণয়ের স্মৃতিমাত্র থাকে, আর সকল বিলুপ্ত হয়। কিন্তু সেই স্মৃতি কত মধুর

—চন্দ্রশেখর।

৪১। **বিদ্যা**।—বিদ্যা তৃপ্তিদায়িনী নহে,—কেবল অন্ধকার হইতে গাঢ়তর অন্ধকারে লইয়া যায়; এ সংসারের তত্ত্বজিজ্ঞাসা কখন নিবারণ করে না। স্বীয় উদ্দেশ্যসাধনে বিদ্যা কখন সমর্থ হয় না।

—কমলাকান্ত।

৪২। **বিষবৃক্ষ**।—বিষবৃক্ষের বীজ সকলেরই গৃহপ্রাঙ্গণে রোপিত আছে। রিপুর প্রাবল্য ইহার বীজ; ঘটনাধীনে তাহা সকল ক্ষেত্রে উপ্ত হইয়া থাকে। কেহই এমন মনুষ্য নাই যে, তাঁহার চিত্ত রাগদ্বেষকামক্রোধাদির অস্পৃশ্য। জ্ঞানী ব্যক্তিরাও ঘটনাধীনে সেই সকল রিপু কর্ত্তৃক বিচলিত হইয়া থাকেন। কিন্তু মনুষ্যে মনুষ্যে প্রভেদ এই যে, কেহ আপন উচ্ছলিত মনোবৃত্তি সকল সংযত করিতে পারেন, এবং সংযত করিয়া থাকেন,—সেই ব্যক্তি মহাত্মা; কেহ বা আপন চিত্ত সংযত করে না,—তাহারই জন্য বিষবৃক্ষের বীজ উপ্ত হয়। চিত্তসংযমের অভাবই ইহার অঙ্কুর, তাহাতেই এ বৃক্ষের বৃদ্ধি। এই বৃক্ষ মহা তেজস্বী; একবার ইহার পুষ্টি হইলে. আর নাশ নাই। ইহার শোভা অতিশয় নয়নপ্রীতিকর; দূর হইতে ইহার বিবিধ-

বর্ণ, পল্লব ও সমুৎফুল্ল মুকুলদাম দেখিতে অতি রমণীয়। কিন্তু ইহার ফল বিষময়; যে খায়, সেই মরে।

ক্ষেত্রভেদে, বিষবৃক্ষে নানা ফল ফলে। পাত্রবিশেষে, বিষবৃক্ষে রোগশোকাদি নানাবিধ ফল। চিত্তসংযম পক্ষে প্রথমতঃ চিত্তসংযমে প্রবৃত্তি, দ্বিতীয়তঃ চিত্তসংযমের শক্তি আবশ্যক। ইহার মধ্যে শক্তি প্রকৃতিজন্যা; প্রবৃত্তি শিক্ষাজন্যা। প্রকৃতিও শিক্ষার উপর নির্ভর করে। সুতরাং চিত্তসংযম পক্ষে শিক্ষাই মূল। কিন্তু গুরূপদেশকে কেবল শিক্ষা বলিতেছি না; অন্তঃকরণের পক্ষে দুঃখভোগই প্রধান শিক্ষা।

—বিষবৃক্ষ।

৪৩। **সংসার সুখময়।**—তুমি আমি প্রাণত্যাগ করিতে চাহি না,—রাগ করিয়া যাহা বলি। এ সংসার সুখময়। সুখের প্রত্যাশাতেই বর্ত্তুলবৎ সংসারমধ্যে ঘুরিতেছি—দুঃখের প্রত্যাশায় নহে। কদাচিৎ যদি আত্ম-কর্ম্মদোষে সেই প্রত্যাশা সফলীকৃত না হয়, তবেই দুঃখ বলিয়া উচ্চ কলরব আরম্ভ করি। তাহা হইলেই দুঃখ নিয়ম নহে, সিদ্ধান্ত হইল;—নিয়মের ব্যতিক্রম মাত্র। তোমার আমার সর্ব্বত্র সুখ। সেই সুখে আমরা সংসার-মধ্যে বদ্ধমূল; ছাড়িতে চাহি না।*

—কপালকুণ্ডলা।

* দর্শনকার বলেন যে, "দুঃখনিবৃত্তিই পুরুষার্থ।—দুঃখ আসে বলিয়াই, দুঃখ আছে বলিয়াই, কিংবা দুঃখ হইবে বলিয়াই, সেই দুঃখের প্রতিকার উদ্দেশে মানুষ কর্ম্ম করে। দুঃখ না থাকিলে মানুষ কর্ম্ম করিত না।"

৪৪। **সন্তোষ**।—অভ্যাসগত আলস্য এবং অনুৎসাহেরই নামান্তর সন্তোষ।

—বিবিধ প্রবন্ধ।

৪৫। **সময় ও অসময়**।—মধুদয়ে নববল্লরী যখন মন্দ-মন্দ বায়ু-হিল্লোলে বিধূত হইতে থাকে, কে না তখন সুবাসাশয়ে সাদরে তাহার কাছে দণ্ডায়মান হয়? আর যখন নৈদাঘ ঝটিকাতে অবলম্বিত বৃক্ষ-সহিত ভূতলশায়িনী হয়, তখন উন্মূলিত পদার্থরাশিমধ্যে বৃক্ষ ছাড়িয়া কে লতা দৃষ্টি করে? কাঠুরিয়ারা কাষ্ঠ কাটিয়া লইয়া যায়, লতাকে পদতলে দলিত করে মাত্র।

—দুর্গেশনন্দিনী।

৪৬। **সাঁতার**।—এই অনন্ত দেশব্যাপিনী, বিশাল-হৃদয়া, ক্ষুদ্রবীচিমালিনী, নীলিমাময়ী তটিনীর বক্ষে, চন্দ্রকর-সাগরমধ্যে ভাসিতে ভাসিতে, সেই ঊর্দ্ধস্থ অনন্ত নীলসাগরে (প্রতাপের) দৃষ্টি পড়িল। তখন প্রতাপ মনে করিল, কেনই বা মনুষ্য-অদৃষ্টে ঐ সমুদ্রে সাঁতার নাই? কেনই বা মানুষে ঐ মেঘের তরঙ্গ ভাঙ্গিতে পারে না? কি পুণ্য করিলে ঐ সমুদ্রে সন্তরণকারী জীব হইতে পারি? সাঁতার? কি ছার ক্ষুদ্র পার্থিব নদীতে সাঁতার? জন্মিয়া অবধি এই দুরন্ত কাল-সমুদ্রে সাঁতার দিতেছি,—তরঙ্গ ঠেলিয়া তরঙ্গের উপর ফেলিতেছি,—তৃণবৎ তরঙ্গে তরঙ্গে বেড়াইতেছি,—আবার সাঁতার কি?

—চন্দ্রশেখর।

৪৭। **সুখ-দুঃখ একই।**—দুঃখ বলিয়া একটা স্বতন্ত্র পদার্থ নাই। সুখ দুঃখ তুল্য বা বিজ্ঞের কাছে একই। যদি প্রভেদ কর, তবে যাহারা পুণ্যাত্মা বা সুখী বলিয়া খ্যাত, তাহাদের চিরদুঃখী বলিতে হয়। * * যিনি সর্ব্বজ্ঞ, তিনি এই দুঃখময় অনন্ত সংসারের অনন্ত দুঃখরাশি অনাদি অনন্ত কালাবধি হৃদয়মধ্যে অবশ্য অনুভূত করেন। যিনি দয়াময়, তিনি কি সেই দুঃখরাশি অনুভব করিয়া দুঃখিত হ'ন না? তবে দয়াময় কিসে? দুঃখের সঙ্গে দয়ার নিত্য সম্বন্ধ—দুঃখ না হইলে দয়ার সঞ্চার কোথায়? যিনি দয়াময়, তিনি অনন্ত সংসারের অনন্ত দুঃখে অনন্তকাল দুঃখী—নচেৎ তিনি দয়াময় নহেন। যদি বল তিনি নির্ব্বিকার, তাঁহার দুঃখ কি? উত্তর এই যে, যিনি নির্ব্বিকার, তিনি সৃষ্টিস্থিতিসংহারে স্পৃহাহীন—তাঁহাকে স্রষ্টা বিধাতা বলিয়া মানি না। যদি কেহ স্রষ্টা বিধাতা থাকেন, তবে তাঁহাকে নির্ব্বিকার বলিতে পারি না—তিনি দুঃখময়। কিন্তু তাহাও হইতে পারে না, কেন না তিনি নিত্যানন্দ। অতএব দুঃখ বলিয়া কিছু নাই—ইহাই সিদ্ধ।

—চন্দ্রশেখর।

৪৮। **সুখ-দুঃখ মায়ার বিক্ষেপ।**—ঈশ্বর সর্ব্বভূতে আছেন। ঈশ্বরে প্রীতিই জীবের সুখ বা ধর্ম্ম। তাই সর্ব্বভূতকে ভালবাসিবে। কিন্তু ঈশ্বর নির্ব্বিকার, তাঁর সুখ-দুঃখ নাই। ঈশ্বরের অংশস্বরূপ যে আত্মা জীবে আছেন, তাঁহারও তাই। ঈশ্বরে অর্পিত যে প্রীতি, তাহাতে তাঁহার

সুখ-দুঃখ নাই। তবে যে, কেহ ভালবাসিলে আমরা সুখী হই, সে কেবল মায়ার বিক্ষেপ।

—সীতারাম।

৪৯। **সুখ-দুঃখের মূল**।—অবিচ্ছিন্ন সুখ, দুঃখের মূল পূর্ব্বগামী দুঃখ ব্যতীত স্থায়ী সুখ জন্মে না।

—বিষবৃক্ষ।

৫০। **সুখ-সম্পদে বিপদকে মনে পড়ে না**।—যাহার নিত্য টাকা আসে, সে কবে কোথায় সিকিটা আধুলিটা হারাইয়াছে, তা'র তা' বড় মনে পড়ে না। * * যা'র এক দিকে গঙ্গা, এক দিকে যমুনা, তা'র কবে কোথায় বালির মধ্যে সরস্বতী শুকাইয়া লুকাইয়া আছে, তা' কি মনে পড়ে? যা'র এক দিকে চিত্রা, আর এক দিকে চন্দ্র, তা'র কবে কোথাকার নিবান বাতির আলো কি মনে পড়ে? * * যা'র এক দিকে সুখ, আর এক দিকে সম্পদ, তা'র কি বিপদকে মনে পড়ে?

—সীতারাম।

৫১। **সুখের মূল**।—ফুলের ফুটিয়াই সুখ;—পুষ্পরস, পুষ্পগন্ধ বিতরণই তা'র সুখ। আদান-প্রদানই পৃথিবীর সুখের মূল; তৃতীয় মূল নাই।

—কপালকুণ্ডলা।

* * * *

পরের জন্য আত্মবিসর্জ্জন ভিন্ন পৃথিবীতে স্থায়ী সুখের অন্য কোন মূল নাই।

—কমলাকান্ত।

৫২। **স্নেহ একদিনে ধ্বংস হয় না**।—স্নেহ কি

একদিনে ধ্বংস হইয়া থাকে? বহুদিন অবধি পার্ব্বতীয় বারি পৃথিবী-হৃদয়ে বিচরণ করিয়া আপন গতিপথ খোদিত করে, একদিনের সূর্য্যোত্তাপে কি সে নদী শুকায়? জলের যে পথ খোদিত হইয়াছে, জল সেই পথেই যাইবে,—সে পথ রোধ কর, পৃথিবী ভাসিয়া যাইবে।

—মৃণালিনী।

৫৩। **স্নেহের প্রকৃতি**।—স্নেহ সমুদ্রমুখী নদীর ন্যায়,—যত প্রবাহিত হয়, তত বর্দ্ধিত হইতে থাকে। * * * এ সংসারে প্রধান ঐন্দ্রজালিক স্নেহ।

—দুর্গেশনন্দিনী।

৫৪। **স্মৃতি অবিনশ্বর**।—ভুলিবার সাধ্য কি? সুখ যায়, স্মৃতি যায় না। ক্ষত ভাল হয়, দাগ ভাল হয় না। মানুষ যায়, নাম থাকে।

—কৃষ্ণকান্তের উইল।

৫৫। **স্মৃতি-নির্ব্বাসন ইচ্ছাধীন নহে**।—স্মৃতি স্বেচ্ছাধীন ক্রিয়া নহে। লোক আত্মগরিমায় অন্ধ হইয়া পরের প্রতি যে সকল উপদেশ দান করে, তন্মধ্যে 'বিস্মৃত হও' এই উপদেশের অপেক্ষা হাস্যাস্পদ আর কিছুই নাই।

—মৃণালিনী।

৫৬। **স্মৃতির যন্ত্রণা**।—স্মৃতিচিহ্ন অগ্নিতে নিঃশেষ হয়; স্মৃতিও ত সন্তাপে পুড়িতেছে,—নিঃশেষ হয় না কেন? * * স্মৃতি অনুক্ষণ হৃদয় দগ্ধ করে। * * স্মরণের যন্ত্রণা সহ্য হয় না।

—দুর্গেশনন্দিনী।

৫৭। **হৃদয়-গ্রন্থ ভস্ম হয় না**।—(অগ্নি প্রদান করায়, চন্দ্রশেখরের) বহুযত্ন-সংগৃহীত, বহুকাল হইতে অধীত, সেই অমূল্য গ্রন্থরাশি ভস্মাবশেষ হইয়া গেল * * হায়! ঠাকুর! গ্রন্থগুলি কেন পোড়াইলে? সব গ্রন্থ ভস্ম হয়, হৃদয়-গ্রন্থ ত ভস্ম হয় না!

—চন্দ্রশেখর।

৫৮। **হৃদয়তন্ত্রী**।—বিচিত্র হৃদয়যন্ত্রের তন্ত্রী সময়ে সময়ে এরূপ লয়হীন হইয়া থাকে যে, যত যত্ন করা যায়, কিছুতেই পরস্পর মিলিত হয় না। কিন্তু একটী শব্দে, একটী রমণীকণ্ঠসম্ভূত স্বরে, সংশোধিত হইয়া যায়,—সকলই লয়বিশিষ্ট হয়,—সংসারযাত্রা সেই অবধি সুখময় সঙ্গীত-প্রবাহ বলিয়া বোধ হয়।

—কপালকুণ্ডলা।

৫৯। **হৃদয়-ব্যাধি দুশ্চিকিৎস্য**।—যে রোগ হৃদয় মধ্যে, চিকিৎসায় তাহার প্রতীকার নাই। * * হৃদয়-ব্যাধিপ্রতীকারে প্রধান ঔষধ প্রণয়।

—দুর্গেশনন্দিনী।

সমাজ-সংস্কার

১। **একাধিক বিবাহ**।—তুমি বলিবে, দুই বিবাহ নীতিবিরুদ্ধ কাজ। ভাই, কিসে জানিলে, ইহা নীতিবিরুদ্ধ কাজ? তুমি এ কথা ইংরাজের কাছে শিখিয়াছ, নচেৎ ভারতবর্ষে এ কথা ছিল না। কিন্তু ইংরাজেরা কি অভ্রান্ত? য়িহুদীর বিধি আছে বলিয়া ইংরাজদিগের এ সংস্কার—কিন্তু তুমি আমি য়িহুদী বিধি ঈশ্বরবাক্য বলিয়া মানি না। তবে, কি হেতুতে এক পুরুষের দুই বিবাহ নীতিবিরুদ্ধ বলিব? তুমি বলিবে, যদি এক পুরুষের দুই স্ত্রী হইতে পারে, তবে এক স্ত্রীর দুই স্বামী না হয় কেন? উত্তর—এক স্ত্রীর দুই স্বামী হইলে অনেক অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা; এক পুরুষের দুই বিবাহে তাহার সম্ভাবনা নাই। এক স্ত্রীর দুই স্বামী হইলে সন্তানের পিতৃনিরূপণ হয় না—পিতাই সন্তানের পালনকর্ত্তা—তাহার অনিশ্চয়ে সামাজিক বিশৃঙ্খলতা জন্মিতে পারে। কিন্তু পুরুষের দুই বিবাহে সন্তানের মাতার অনিশ্চয়তা জন্মে না। * * *

যাহা অধিকাংশ লোকের অনিষ্টকারক, তাহাই নীতি-বিরুদ্ধ। তুমি যদি পুরুষের দুই বিবাহ নীতিবিরুদ্ধ বিবেচনা কর, তবে দেখাও যে, ইহা অধিকাংশ লোকের অনিষ্টকর।

—বিষবৃক্ষ।

২। **বহুবিবাহ।**—বহুবিবাহ অতি কুপ্রথা; যিনি তাহার বিরোধী তিনিই আমাদিগের কৃতজ্ঞতাভাজন। বহু-বিবাহ এদেশে স্বতঃই নিবারিত হইয়া আসিতেছে; * * সুশিক্ষার ফলে উহা অবশ্য লুপ্ত হইবে। (এ কথা সত্য না হইলেও) ইহার অশাস্ত্রীয়তা প্রমাণ করিয়া কোন ফললাভের আকাঙ্ক্ষা করা যাইতে পারে না। * * বহুবিবাহ নিবারণের জন্য আইনের প্রয়োজন নাই। কিন্তু যদি প্রজার হিতার্থ আইনের আবশ্যকতা আছে—ইহা স্থির হয়, তবে ধর্ম্মশাস্ত্রের মুখ চাহিবার আবশ্যকতা নাই।

—বিবিধ প্রবন্ধ।

৩। **বিধবা-বিবাহ।**—আর একটা হাসির কথা। ঈশ্বর বিদ্যাসাগর নামে কলিকাতায় কে না-কি বড় পণ্ডিত আছেন, তিনি আবার একখানি বিধবা বিবাহের বহি বাহির করিয়াছেন। যে বিধবার বিবাহের ব্যবস্থা দেয়, সে যদি পণ্ডিত, তবে মূর্খ কে? এখন বৈঠকখানায় ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণ আসিলে সেই গ্রন্থ লইয়া বড় তর্ক-বিতর্ক হয়। সে-দিন ন্যায়-কচ্‌কচি ঠাকুর—মা সরস্বতীর সাক্ষাৎ বরপুত্র—বিধবা-বিবাহের সপক্ষে তর্ক করিয়া বাবুর নিকট হইতে টোল মেরামতের জন্য দশটি টাকা লইয়া যায়। তাহার পর-দিন সার্ব্বভৌম ঠাকুর বিধবা-বিবাহের প্রতিবাদ করেন। তাঁহার কন্যার বিবাহের জন্য আমি পাঁচ ভরি সোণার বালা গড়াইয়া দিয়াছি। আর কেহ বড় বিধবা-বিবাহের দিকে নয়।

—বিষবৃক্ষ।

৪। **লোকাচার ও ধর্ম্মশাস্ত্র**।—বঙ্গীয় হিন্দুসমাজে * * ধর্ম্মশাস্ত্রাপেক্ষা লোকাচার প্রবল। যাহা লোকাচার-সম্মত, তাহা শাস্ত্রবিরুদ্ধ হইলেও প্রচলিত ; যাহা লোকাচার-বিরুদ্ধ, তাহা শাস্ত্রসম্মত হইলেও প্রচলিত হইবে না। বিদ্যা-সাগর মহাশয় * * বিধবা-বিবাহের শাস্ত্রীয়তা প্রমাণ করিয়াছেন ; * * অনেকেই তাঁহার মতাবলম্বী, কিন্তু কয়জন, স্বেচ্ছাপূর্ব্বক, বিধবা-বিবাহের শাস্ত্রীয়তা বা অনুষ্ঠেয়তা অনুভূত করিয়া আপন পরিবারস্থা বিধবাদিগের পুনর্ব্বার বিবাহ দিয়াছেন ?

—বিবিধ প্রবন্ধ।

৫। **সমাজপতি দেবেন্দ্র দত্ত**।—কলিকাতা হইতে দেবেন্দ্র অনেক প্রকার ঢং শিখিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি দেবীপুরে প্রত্যাগমন করিয়া reformer বলিয়া আত্মপরিচয় দিলেন। প্রথমেই এক ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত করিলেন। তারাচরণ প্রভৃতি অনেক ব্রাহ্ম জুটিল ; বক্তৃতার আর সীমা রহিল না। একটা female schoolএর জন্যও মধ্যে মধ্যে আড়ম্বর করিতে লাগিলেন, কিন্তু কাজে বড় বেশী করিতে পারিলেন না। বিধবা-বিবাহে বড় উৎসাহ। এমন কি দুই চারিটা কাওরা তিওরের বিধবা মেয়ের বিবাহ দিয়া ফেলিয়াছিলেন, কিন্তু সে বর-কন্যার গুণে। * * *

—বিষবৃক্ষ।

৬। **সমাজ-সংস্কারক**।—সমাজ-সংস্কারক হইয়া দাঁড়াইলে হঠাৎ খ্যাতি লাভ করা যায়—বিশেষ সংস্করণ-পদ্ধতিটা

যদি ইংরেজি ধরণের হয়। আর যার কাজ নাই, হুজুগ তার বড় ভাল লাগে। সমাজ-সংস্করণ আর কিছুই হউক না হউক, একটা হুজুগ বটে। হুজুগ বড় আমোদের জিনিস। এই সম্প্রদায়ের লোকদিগকে আমরা জিজ্ঞাসা করি—ধর্ম্মের উন্নতি ব্যতীত সমাজ-সংস্কার কিসের জোরে হইবে ?

—কৃষ্ণচরিত্র।

৭। **সমাজ-সংস্কারক তারাচরণ।**—"তারাচরণ * * মাষ্টার নিযুক্ত হইলেন। এক্ষণে Grant-in-aidএর প্রভাবে, গ্রামে গ্রামে তেড়িকাটা, টপ্পাবাজ নিরীহ ভালমানুষ মাষ্টার বাবুরা বিরাজ করিতেছেন, কিন্তু তৎকালে সচরাচর "মাষ্টার বাবু" দেখা যাইত না। সুতরাং তারাচরণ একজন গ্রাম্য দেবতার মধ্যে হইয়া উঠিলেন। বিশেষতঃ তিনি Citizen of the world এবং Spectator পড়িয়াছিলেন, এবং তিন বুক Geometry তাঁহার পঠিত থাকার কথাও বাজারে রাষ্ট্র ছিল। এই সকল গুণে তিনি দেবীপুরনিবাসী জমিদার দেবেন্দ্র বাবুর ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হইলেন এবং বাবুর পারিষদমধ্যে গণ্য হইলেন। সমাজে তারাচরণ বিধবা-বিবাহ, স্ত্রীশিক্ষা এবং পৌত্তলিকবিদ্বেষাদি সম্বন্ধে অনেক প্রবন্ধ লিখিয়া, প্রতি সপ্তাহে পাঠ করিতেন, এবং "হে পরম কারুণিক পরমেশ্বর।" এই বলিয়া আরম্ভ করিয়া দীর্ঘ দীর্ঘ বক্তৃতা করিতেন। তাহার কোনটা বা 'তত্ত্ববোধিনী' হইতে নকল করিয়া লইতেন, কোনটা বা স্কুলের পণ্ডিতের দ্বারা লেখাইয়া লইতেন। মুখে

সর্ব্বদা বলিতেন, "তোমরা ইট-পাটখেলের পূজা ছাড়, খুড়ী-জ্যেঠাইয়ের বিবাহ দাও, মেয়েদের লেখাপড়া শেখাও, তাহাদের পিঁজরায় পুরিয়া রাখ কেন? মেয়েদের বাহির কর।" স্ত্রীলোক সম্বন্ধে এতটা Libertyর একটা বিশেষ কারণ ছিল, তাঁহার নিজের গৃহ স্ত্রীলোকশূন্য। এ পর্য্যন্ত তাঁহার বিবাহ হয় নাই। * * তাঁহার মাতার কুলত্যাগের কথা গোবিন্দপুরে প্রচার হওয়ায়, কোন ভদ্র কায়স্থ তাঁহাকে কন্যা দিতে সম্মত হয় নাই।

—বিষবৃক্ষ।

৮। স্বেচ্ছাচারিতা।—(নগেন্দ্র শ্রীশচন্দ্রকে)—যদি বল * * ইহা সমাজসম্মত নহে, আমি এ বিবাহ (বিধবা-বিবাহ) করিলে সমাজচ্যুত হইব,—তাহার উত্তর, এ গোবিন্দপুরে আমাকে সমাজচ্যুত করে কার সাধ্য? যেখানে আমিই সমাজ, সেখানে আবার সমাজচ্যুতি কি? তথাপি আমি তোমাদিগের মনোরক্ষার্থ এ বিবাহ গোপন রাখিব—আপাততঃ কেহ জানিবে না।

—বিষবৃক্ষ।

বিবিধ

১। **অনুকরণ**।—সকলই প্রথমে অনুকরণ মাত্রই ছিল; এক্ষণে অনুকরণাবস্থা পরিত্যাগ করিয়া পৃথক্-ভাবাপন্ন ও উন্নত হইয়াছে। * * যে শিশু প্রথমে লিখিতে শিখে, তাহাকে প্রথমে গুরুর হস্তাক্ষরের অনুকরণ করিতে হয়—পরিণামে তাহার হস্তাক্ষর স্বতন্ত্র হয়, এবং প্রতিভা থাকিলে সে গুরুর অপেক্ষা ভাল লিখিয়াও থাকে। তবে, প্রতিভা-শূন্যের অনুকরণ বড় কদর্য্য হয় বটে; যাহার যে বিষয়ে নৈসর্গিক শক্তি নাই, সে চিরকালই অনুকারী থাকে,—তাহার স্বাতন্ত্র্য কখন দেখা যায় না। * * অনুকরণ যে গালি বলিয়া আজি-কালি পরিচিত হইয়াছে, তাহার কারণ প্রতিভাশূন্য ব্যক্তির অনুকরণে প্রবৃত্তি। অক্ষম ব্যক্তির কৃত অনুকরণ অপেক্ষা ঘৃণাকর আর কিছুই নাই; একে মন্দ, তাহাতে অনুকরণ। নচেৎ অনুকরণ মাত্র ঘৃণ্য নহে; এবং বাঙ্গালীর বর্ত্তমান অবস্থায় তাহা দোষের নহে।

—বিবিধ প্রবন্ধ।

২। **ইংরেজ ভারতবর্ষের পরমোপকারী**।—ইংরেজ আমাদিগকে নূতন কথা শিখাইতেছে। যাহা আমরা কখন জানিতাম না, তাহা জানাইতেছে; যাহা কখন দেখি নাই, শুনি নাই, বুঝি নাই—তাহা দেখাইতেছে, শুনাইতেছে,

বুঝাইতেছে; যে পথে কখন চলি নাই, সে পথে কেমন করিয়া চলিতে হয়, তাহা দেখাইয়া দিতেছে। সেই সকল শিক্ষার মধ্যে অনেক শিক্ষা অমূল্য। যে সকল অমূল্য রত্ন আমরা ইংরেজের চিত্তভাণ্ডার হইতে লাভ করিতেছি, তাহার মধ্যে * * —স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা এবং জাতিপ্রতিষ্ঠা (অন্যতম); ইহা কাহাকে বলে, তাহা হিন্দু জানিত না।

—বিবিধ প্রবন্ধ।

৩। **উজ্জ্বলে মধুরে মিলন**।—যখন নৈশ নীলাকাশে চন্দ্রোদয় হয়, তখন উজ্জ্বলে মধুরে মিশে; যখন সুন্দরীর সজল নীলেন্দীবর লোচনে বিদ্যুচ্চকিত কটাক্ষ বিক্ষিপ্ত হয়, তখন উজ্জ্বলে মধুরে মিশে; যখন স্বচ্ছ নীল সরোবরশায়িনী উন্মেষোন্মুখী নলিনীর দলরাজি বালসূর্য্যের হেমোজ্জ্বল কিরণে বিভিন্ন হইতে থাকে—নীল জলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঊর্ম্মিমালার উপরে দীর্ঘ রশ্মি সকল নিপতিত হইয়া পদ্মপত্রস্থ জলবিন্দুকে জ্বালিয়া দিয়া, জলচর বিহঙ্গকুলের কলকণ্ঠ বাজাইয়া দিয়া, জলপদ্মের ওষ্ঠাধর খুলিয়া দেখিতে যায়—তখন উজ্জ্বলে মধুরে মিশে; আর যখন তোমার গৃহিণীর পাদপদ্মে ডায়মন-কাটা মল*-ভাসু লুটাইতে থাকে, তখন উজ্জ্বলে মধুরে মিশে। যখন সন্ধ্যাকালে গগনমণ্ডলে সূর্য্যতেজ ডুবিয়া যাইতেছে দেখিয়া নীলিমা তাহাকে ধরিতে ধরিতে পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়ায়, তখন উজ্জ্বলে মধুরে মিশে; আর যখন তোমার গৃহিণী, কর্ণা-ভরণ দোলাইয়া,* তিরস্কার করিতে করিতে তোমার

* হায়, দুর্ভাগ্য কি সৌভাগ্যবশে, গৃহিণীর এ মূর্ত্তি আর নয়নগোচর হয় না!

পশ্চাদ্ধাবিত হন, তখন উজ্জ্বলে মধুরে মিশে। * * যখন জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রিতে দক্ষিণ-বায়ু মিলে, তখন উজ্জ্বলে মধুরে মিশে; আর যখন সন্দেশময় ফলাহারের পাতে রজতমুদ্রা দক্ষিণা মিলে, তখন উজ্জ্বলে মধুরে মিশে। যখন প্রাতঃসূর্য্য-কিরণে হর্ষোৎফুল্ল হইয়া বসন্তের কোকিল ডাকিতে থাকে, তখন উজ্জ্বলে মধুরে মিশে; আর যখন প্রদীপমালার আলোকে রত্নাভরণে ভূষিতা হইয়া রমণী সঙ্গীত করে, তখন উজ্জ্বলে মধুরে মিশে।

—চন্দ্রশেখর।

৪। **ঐশ্বর্য্যের ব্যবহার**।—লোকে ঐশ্বর্য্য লইয়া কেহ ভোগ করে, কেহ পুণ্য সঞ্চয় করে, কেহ নরকের পথ সাফ করে!

—দেবী চৌধুরাণী।

৫। **কলিকাতা শহর**।—নৌকাপথে * * * দূর হইতে কলিকাতা দেখিয়া বিস্মিত ও ভীত হইলাম। অট্টালিকার পর অট্টালিকা, বাড়ীর গায়ে বাড়ী, বাড়ীর পিঠে বাড়ী, তার পিঠে বাড়ী, অট্টালিকার সমুদ্র—তাহার অন্ত নাই, সংখ্যা নাই, সীমা নাই। জাহাজের মাস্তুলের অরণ্য দেখিয়া জ্ঞান-বুদ্ধি বিপর্য্যস্ত হইয়া গেল। নৌকার অসংখ্য অনন্ত শ্রেণী দেখিয়া মনে হইল, এত নৌকা মানুষে গড়িল কি প্রকারে? নিকটে আসিয়া দেখিলাম, তীরবর্ত্তী রাজপথে গাড়ি পাল্কী পিঁপ্ড়ের সারির মত চলিয়াছে—যাহারা হাঁটিয়া যাইতেছে, তাহাদের সংখ্যার ত কথাই নাই।

—ইন্দিরা।

৬। **কালের মাপ**।—বৎসরে কি কালের মাপ ?—ভাবে ও অভাবে কালের মাপ।

—চন্দ্রশেখর।

৭। **কুহুরবের সঙ্গে সুর বাঁধা**।—কোকিল ডাকিল—কুহুঃ কুহুঃ কুহুঃ ! * * রোহিণী চাহিয়া দেখিল—সুনীল, নির্ম্মল, অনন্ত গগন—নিঃশব্দ, অথচ সেই কুহুরবের সঙ্গে সুর বাঁধা। দেখিল—নব প্রস্ফুটিত আম্রমুকুল—কাঞ্চনগৌর, স্তরে স্তরে স্তরে শ্যামলপত্রে বিমিশ্রিত, শীতল সুগন্ধপরিপূর্ণ, কেবল মধুমক্ষিকা বা ভ্রমরের গুন্-গুনে শব্দিত, অথচ সেই কুহুরবের সঙ্গে সুর বাঁধা। দেখিল—সরোবরতীরে গোবিন্দলালের পুষ্পোদ্যান, তাহাতে ফুল ফুটিয়াছে—ঝাঁকে ঝাঁকে, লাখে লাখে, স্তবকে স্তবকে, শাখায় শাখায়, পাতায় পাতায়, যেখানে সেখানে, ফুল ফুটিয়াছে ; কেহ শ্বেত, কেহ রক্ত, কেহ পীত, কেহ নীল, কেহ ক্ষুদ্র, কেহ বৃহৎ—কোথাও মৌমাছি, কোথাও ভ্রমর—সেই কুহুরবের সঙ্গে সুর বাঁধা। বাতাসের সঙ্গে তাহার গন্ধ আসিতেছে—ঐ পঞ্চমের বাঁধা সুরে। আর সেই কুসুমিত কুঞ্জবনে, ছায়াতলে দাঁড়াইয়া—গোবিন্দলাল নিজে। তাঁহার অতি নিবিড়কৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশদাম চক্র ধরিয়া তাঁহার চম্পকরাজিনির্ম্মিত স্কন্ধোপরে পড়িয়াছে—কুসুমিতবৃক্ষাধিক সুন্দর সেই উন্নত দেহের উপর এক কুসুমিতা লতার শাখা আসিয়া দুলিতেছে—কি সুর মিলিল ! এও সেই কুহুরবের সঙ্গে পঞ্চমে বাঁধা।

—কৃষ্ণকান্তের উইল।

৮। **চন্দ্রালোকে দিল্লী-নগরী**।—জ্যোৎস্নালোকে, শ্বেত-সৈকত-পুলিন-মধ্যবাহিনী নীলসলিলা যমুনার উপকূলে নগরীগণপ্রধানা মহানগরী দিল্লী প্রদীপ্ত মণিখণ্ডবৎ জ্বলিতেছে—সহস্র সহস্র মর্ম্মরাদি-প্রস্তর-নির্ম্মিত মিনার, গুম্বজ, বুরুজ ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া চন্দ্রালোকের রশ্মিরাশি প্রতিফলিত করিতেছে। অতি দূরে কুতব-মিনারের বৃহৎ চূড়া ধূমময় উচ্চ স্তম্ভবৎ দেখা যাইতেছিল। নিকটে জুম্মা মস্‌জীদের চারি মিনার নীলাকাশ ভেদ করিয়া চন্দ্রলোকে উঠিয়াছে। রাজপথে রাজপথে পণ্যবীথিকা; বিপণিতে শত শত দীপমালা, পুষ্পবিক্রেতার পুষ্পরাশির গন্ধ, নাগরিকজন-পরিহিত পুষ্প-রাজির গন্ধ, আতর-গোলাপের সুগন্ধ; গৃহে গৃহে সঙ্গীতধ্বনি, বহুজাতীয় বাদ্যের নিক্কণ, নাগরীগণের কখন উচ্চ কখন মধুর হাসি, অলঙ্কার-শিঞ্জিত—এই সমস্ত একত্র হইয়া নরকে নন্দন-কাননের ছায়ার ন্যায় অদ্ভুত প্রকার মোহ জন্মাইতেছে।

—রাজসিংহ।

৯। **চাতুর্য্যেই বঙ্গের জয়**।—বঙ্গভূমির অদৃষ্টলিপি এই যে, এ ভূমি যুদ্ধে জিত হইবে না; চাতুর্য্যেই ইহার জয়।

—মৃণালিনী।

১০। **জ্ঞান অনন্ত**।—জ্ঞান অনন্ত। কিছু তুমি জান, কিছু আমি জানি, কিছু অন্যে জানে, কিন্তু কেহই বলিতে পারে না যে, আমি সব জানি—আর কেহ আমার জ্ঞানের অতিরিক্ত কিছু জানে না। কিছু ইংরেজে জানে; কিছু আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা জানিতেন। ইংরেজেরা যাহা জানে,

ঋষিরা তাহা জানিতেন না। ঋষিরা যাহা জানিতেন, ইংরেজেরা এ পর্য্যন্ত তাহা জানিতে পারেন নাই।

—রজনী।

১১। **তামাকু-স্তোত্র**।—হে সর্ব্বলোকচিত্তরঞ্জিনি বিশ্ব-বিমোহিনি! তোমাতে যেন আমাদের ভক্তি অচলা থাকে। তোমার বাহন আলবোলা, হুক্কা, গুড়গুড়ি প্রভৃতি দেবকন্যারা সর্ব্বদাই যেন আমাদের নয়নপথে বিরাজ করেন,—দৃষ্টিমাত্রেই মোক্ষলাভ করিব। হে হুক্কে! হে আল-বোলে! হে কুণ্ডলাকৃতধূমরাশিসমুদ্গারিণি! হে ফণিনী-নিন্দিতদীর্ঘনলসংসর্পিণি! হে রজতকিরীটমণ্ডিতশিরোদেশ-সুশোভিনি! কিবা তোমার কিরীটবিস্রস্ত ঝালর ঝল-ঝলায়মান! কিবা শৃঙ্খলাঙ্গুরীয়সম্ভূষিতবঙ্কাগ্রভাগ মুখনলের শোভা! কিবা তোমার গর্ভস্থ শীতলাম্বুরাশির গভীর নিনাদ! হে বিশ্বরমে! তুমি বিশ্বজনশ্রমহারিণী, অলস-জনপ্রতিপালিনী, ভার্য্যাভর্ৎসিতজনচিত্তবিকারনাশিনী, প্রভু-ভীতজনসাহসপ্রদায়িনী। মূঢ়ে তোমার মহিমা কি জানিবে? তুমি শোকপ্রাপ্ত জনকে প্রবোধ দাও, ভয়প্রাপ্ত জনকে ভরসা দাও, বুদ্ধিভ্রষ্ট জনকে বুদ্ধি দাও, কোপযুক্ত জনকে শান্তি প্রদান কর। হে বরদে! হে সর্ব্বসুখপ্রদায়িনি! তুমি যেন আমার ঘরে অক্ষয় হইয়া বিরাজ কর। তোমার সুগন্ধ দিনে দিনে বাড়ুক! তোমার গর্ভস্থ জলকল্লোল মেঘগর্জ্জনবৎ ধ্বনিত হইতে থাকুক! তোমার মুখনলের সহিত আমার অধরৌষ্ঠের যেন তিলেক বিচ্ছেদ না হয়।

—বিষবৃক্ষ।

১২। **নদী-তীর**।—নদীর জল অবিরল চল্-চল্ চলিতেছে—ছুটিতেছে—বাতাসে নাচিতেছে—রৌদ্রে হাসিতেছে—আবর্ত্তে ডাকিতেছে। জল অশ্রান্ত—অনন্ত—ক্রীড়াময়। জলের ধারে, তীরে তীরে, মাঠে মাঠে রাখালেরা গোরু চরাইতেছে, কেহ বা বৃক্ষের তলায় বসিয়া গান করিতেছে, কেহ বা তামাকু খাইতেছে, কেহ বা মারামারি করিতেছে, কেহ কেহ ভুজা খাইতেছে। কৃষকে লাঙ্গল চষিতেছে, গোরু ঠেঙ্গাইতেছে, গোরুকে মানুষের অধিক করিয়া গালি দিতেছে,—কৃষাণকেও কিছু কিছু ভাগ দিতেছে। ঘাটে ঘাটে কৃষকের মহিষীরাও কলসী, ছেঁড়া কাঁথা, পচা মাদুর, রূপার তাবিজ, নাক্‌ছাবি, পিতলের পৈঁচে, দুই মাসের ময়লা পরিধেয় বস্ত্র, মসীনিন্দিত গায়ের বর্ণ, রুক্ষকেশ লইয়া বিরাজ করিতেছেন। তাহার মধ্যে কোন সুন্দরী মাথায় কাদা মাখিয়া মাথা ঘসিতেছেন, কেহ ছেলে ঠেঙ্গাইতেছেন, কেহ কোন অনুদ্দিষ্টা অব্যক্তনাম্নী প্রতিবাসিনীর সঙ্গে উদ্দেশে কোন্দল করিতেছেন, কেহ কাষ্ঠে কাপড় আচড়াইতেছেন। কোন কোন ভদ্রগ্রামের ঘাটে কুল-কামিনীরা ঘাট আলো করিতেছেন। প্রাচীনারা বক্তৃতা করিতেছেন—মধ্যবয়স্কারা শিব-পূজা করিতেছেন—যুবতীরা ঘোমটা দিয়া ডুব দিতেছেন—আর বালক-বালিকারা চেঁচাইতেছে, কাদা মাখিতেছে, পূজার ফুল কুড়াইতেছে, সাঁতার দিতেছে, সকলের গায়ে জল দিতেছে, কখন কখন ধ্যানে মগ্না মুদিত নয়না কোন গৃহিণীর সম্মুখস্থ কাদার শিব লইয়া পলাইতেছে। ব্রাহ্মণ-

ঠাকুরেরা নিরীহ ভাল মানুষের মত আপন মনে গঙ্গাস্তব পড়িতেছেন, এক একবার আকণ্ঠনিমজ্জিতা কোন যুবতীর প্রতি অলক্ষ্যে চাহিয়া লইতেছেন। আকাশে শাদা মেঘ রৌদ্রতপ্ত হইয়া ছুটিতেছে, তাহার নীচে কৃষ্ণবিন্দুবৎ পাখী উড়িতেছে, নারিকেল-গাছে চিল বসিয়া রাজমন্ত্রীর মত চারিদিক্ দেখিতেছে—কাহার কিসে ছোঁ মারিবে। বক ছোটলোক—কাদা ঘাঁটিয়া বেড়াইতেছে; ডাহুক রসিক লোক—ডুব মারিতেছে; আর আর পাখী হাল্কা লোক—কেবল উড়িয়া বেড়াইতেছে। হাটুরিয়া নৌকা হটর-হটর করিয়া যাইতেছে—আপনার প্রয়োজনে; খেয়া নৌকা গজেন্দ্রগমনে যাইতেছে—পরের প্রয়োজনে; বোঝাই নৌকা যাইতেছে না—তাহাদের প্রভুর প্রয়োজন মাত্র।

—বিষবৃক্ষ।

১৩। **নরকের পথ**।—পাপের লালসা না ফুরাইতে ফুরাইতে ধন ফুরাইবে। * * * তার পর নরকের পথ সাফ। লালসা আছে, কিন্তু লালসা পরিতৃপ্তির উপায় নাই —সেই নরকের পরিষ্কার পথ।

—দেবী চৌধুরাণী।

১৪। **পত্নীবিসর্জ্জন**।—স্ত্রীবিসর্জ্জন মাত্রই ক্লেশকর —মর্ম্মভেদী। * * যে বাল্যকালের ক্রীড়ার সঙ্গিনী, কৈশোরে জীবনসুখের প্রথম শিক্ষাদাত্রী, যৌবনে যে সংসার-সৌন্দর্য্যের প্রতিমা, বার্দ্ধক্যে যে জীবনাবলম্বন—ভাল বাসুক বা না বাসুক, কে সে স্ত্রীকে ত্যাগ করিতে পারে? গৃহে

যে দাসী, শয়নে যে অপ্সরা, বিপদে যে বন্ধু, রোগে যে বৈদ্য, কার্য্যে যে মন্ত্রী, ক্রীড়ায় যে সখী, বিদ্যায় যে শিষ্য, ধর্ম্মে যে গুরু—ভাল বাসুক বা না বাসুক, কে সে স্ত্রীকে সহজে বিসর্জ্জন করিতে পারে ? আশ্রমে যে আরাম, প্রবাসে যে চিন্তা, স্বাস্থ্যে যে সুখ, রোগে যে ঔষধ, অর্জ্জনে যে লক্ষ্মী, ব্যয়ে যে যশ, বিপদে যে বুদ্ধি, সম্পদে যে শোভা—ভাল বাসুক বা না বাসুক, কে সে স্ত্রীকে সহজে বিসর্জ্জন করিতে পারে ? আর যে ভালবাসে, পত্নীবিসর্জ্জন তাহার পক্ষে কি ভয়ানক দুর্ঘটনা !

—বিবিধ প্রবন্ধ।

১৫। **পলিটিক্স্।**—আমাদের ইচ্ছা পলিটিক্স্—কিন্তু বোবার বাক্‌চাতুরীর কামনার মত * * * হাস্যাস্পদ,—ফলিবার নহে। * * সপ্তদশ অশ্বারোহী মাত্র যে জাতিকে জয় করিয়াছিল, তাহাদের পলিটিক্স্ নাই। "জয় রাধে কৃষ্ণ! ভিক্ষা দাও গো!" ইহাই তাহাদের পলিটিক্স্। তদ্ভিন্ন অন্য পলিটিক্স্ যে গাছে ফলে, তাহার বীজ এ দেশের মাটিতে লাগিবার সম্ভাবনা নাই। * * পলিটিক্স্ দুই রকমের—এক কুক্কুরজাতীয়, আর এক বৃষজাতীয়। * * (অস্মদ্দেশীয়গণের মধ্যে) অনেকে কুক্কুরের দরের পলিটিশ্যান্।

—কমলাকান্ত।

১৬। **প্রেমের পাক।**—প্রেমের পাক বিচ্ছেদে। বিচ্ছেদে বাবুর ভালবাসাটা পেকে আস্‌বে।

—বিষবৃক্ষ।

১৭। **ফলাহার**।—হায়! ফলাহার! কত দরিদ্র ব্রাহ্মণকে তুমি মর্ম্মান্তিক পীড়া দিয়াছ। এদিকে সংক্রামক জ্বর, প্লীহায় উদর পরিপূর্ণ, তাহার উপর ফলাহার উপস্থিত! তখন কাংস্যপাত্রে বা কদলীপত্রে সুশোভিত লুচি, সন্দেশ, মিহিদানা, সীতাভোগ প্রভৃতির অমলধবল শোভা সন্দর্শন করিয়া দরিদ্র ব্রাহ্মণ কি করিবে? ত্যাগ করিবে না আহার করিবে? আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি যে, ব্রাহ্মণ-ঠাকুর যদি সহস্র বৎসর সেই সজ্জিত পাত্রের নিকট বসিয়া তর্কবিতর্ক করেন, তথাপি তিনি এই কূট প্রশ্নের মীমাংসা করিতে পারিবেন না—এবং মীমাংসা করিতে না পারিয়া অন্যমনে পরদ্রব্যগুলি উদরসাৎ করিবেন।

—কৃষ্ণকান্তের উইল।

১৮। **ভুবনসুন্দরী বারাণসী**।—ভুবনসুন্দরী বারাণসি! কোন্ সুখীজন এমন শারদ রাত্রে তৃপ্তলোচনে তোমাকে পশ্চাৎ করিয়া আসিতে পারে? নিশা চন্দ্রহীনা; আকাশে সহস্র সহস্র নক্ষত্র জ্বলিতেছে—গঙ্গা-হৃদয়ে তরণীর উপর দাঁড়াইয়া যে দিকে চাও, সেই দিকে আকাশে নক্ষত্র!—অনন্ত তেজে অনন্ত কাল হইতে জ্বলিতেছে—অবিরত জ্বলিতেছে, বিরাম নাই। ভূতলে দ্বিতীয় আকাশ!—নীলাম্বরবৎ স্থির-নীল তরঙ্গিণী-হৃদয়; তীরে, সোপানে এবং অনন্ত পর্ব্বত-শ্রেণীবৎ অট্টালিকায় সহস্র আলোক জ্বলিতেছে। প্রাসাদ পরে প্রাসাদ, তৎপরে প্রাসাদ, এইরূপ আলোকরাজি-শোভিত অনন্ত প্রাসাদশ্রেণী। আবার সমুদয় সেই স্বচ্ছ

নদী-নীরে প্রতিবিম্বিত—আকাশ, নগর, নদী—সকলই জ্যোতির্ব্বিন্দুময়।

—বিষবৃক্ষ।

১৯। **মাতৃপিতৃ-দুষ্কৃতি**।—মাতৃপিতৃ-দুষ্কৃতিভারে আবরণ নিক্ষেপ করাই কর্ত্তব্য।

—দুর্গেশনন্দিনী।

২০। **মিথ্যা কথা**।—যে বলে যে, বাঙ্গালীর চিরকাল এই চরিত্র, বাঙ্গালী চিরকাল দুর্ব্বল, চিরকাল ভীরু, স্ত্রী-স্বভাব, তাহার মাথায় বজ্রাঘাত হউক, তাহার কথা মিথ্যা।

—বিবিধ প্রবন্ধ।

২১। **মুদ্রা-মাহাত্ম্য**।—মুদ্রা মনুষ্যদিগের পূজ্য দেবতা-বিশেষ। * * এমন কাজই নাই, যে এই দেবীর কৃপায় সম্পন্ন হয় না। পৃথিবীতে এমন সামগ্রী নাই, যে এই দেবীর বরে পাওয়া যায় না। এমন দুষ্কর্ম্মই নাই, যে এই দেবীর উপাসনায় সম্পন্ন হয় না। এমন দোষই নাই, যে ইঁহার অনুকম্পায় ঢাকা পড়ে না। এমন গুণই নাই, যে তাঁহার অনুগ্রহ ব্যতীত গুণ বলিয়া মনুষ্যসমাজে প্রতিপন্ন হইতে পারে। যাহার ঘরে ইনি নাই, তাহার আবার গুণ কি? যাহার ঘরে ইনি বিরাজ করেন, তাহার আবার দোষ কি? মনুষ্য-সমাজে মুদ্রা-মহাদেবীর অনুগৃহীত ব্যক্তিকেই ধার্ম্মিক বলে,—মুদ্রাহীনতাকেই অধর্ম্ম বলে। মুদ্রা থাকিলেই বিদ্বান্ হইল;—মুদ্রা যাহার নাই, তাহার বিদ্যা থাকিলেও, মনুষ্য-শাস্ত্রানুসারে সে মূর্খ বলিয়া গণ্য হয়।

—লোকরহস্য।

২২। **মৃত্যুর আচরণ**।—কত লোকে মনে মনে মৃত্যু-কামনা করে, কে তাহার সংখ্যা রাখে? * * যাহারা সুখী, যাহারা দুঃখী, তাহাদের মধ্যে অনেকেই কায়মনোবাক্যে মৃত্যুকামনা করে। এ পৃথিবীর সুখ সুখ নহে, সুখও দুঃখময়, কোন সুখেই সুখ নাই, কোন সুখই সম্পূর্ণ নহে; এইজন্য অনেক সুখী জনে মৃত্যুকামনা করে। আর দুঃখী, দুঃখের ভার আর বহিতে পারে না বলিয়া, মৃত্যুকে ডাকে। —মৃত্যুকে ডাকে, কিন্তু কার কাছে মৃত্যু আসে? ডাকিলে মৃত্যু আসে না। যে সুখী, যে মরিতে চায় না, যে সুন্দর, যে যুবা, যে আশাপূর্ণ, যাহার চক্ষে পৃথিবী নন্দনকানন, মৃত্যু তাহারই কাছে আসে।*

—কৃষ্ণকান্তের উইল।

২৩। **লাঠি-মাহাত্ম্য**।—হায় লাঠি! তোমার দিন গিয়াছে! তুমি ছার বাঁশের বংশ বটে, কিন্তু শিক্ষিত হস্তে পড়িলে তুমি না পারিতে এমন কাজ নাই। তুমি কত তরবারি টুকরা করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছ, কত ঢাল খাঁড়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিয়াছ—হায়! বন্দুক আর সঙ্গীন তোমার প্রহারে যোদ্ধার হাত হইতে খসিয়া পড়িয়াছে। যোদ্ধা ভাঙ্গা হাত লইয়া পলাইয়াছে। লাঠি! তুমি বাঙ্গালার আব্রু-পরদা রাখিতে, মান রাখিতে, ধান রাখিতে, ধন রাখিতে, জন রাখিতে, সবার মন রাখিতে। দুষ্ট তোমার ভয়ে ত্রস্ত ছিল, ডাকাইত তোমার জ্বালায় ব্যস্ত ছিল, নীলকর তোমার ভয়ে

* আর যে অন্ধের যষ্টি, পতিপুত্রহীনা বৃদ্ধার শেষ অবশিষ্ট সন্তান, অতি দরিদ্র বৃহৎ পরিবার প্রতিপালনের একমাত্র অবলম্বন, মৃত্যু তাহারই কাছে আসে।

নিরস্ত ছিল। তুমি তখনকার পীনাল কোড ছিলে—তুমি পীনাল কোডের মত দুষ্টের দমন করিতে, পীনাল কোডের মত শিষ্টেরও দমন করিতে এবং পীনাল কোডের মত রামের অপরাধে শ্যামের মাথা ভাঙ্গিতে। তবে পীনাল কোডের উপর তোমার এই সর্দারি ছিল যে, তোমার উপর আপীল চলিত না। হায়! এখন তোমার সে মহিমা গিয়াছে! পীনাল কোড তোমাকে তাড়াইয়া তোমার আসন গ্রহণ করিয়াছে—সমাজ-শাসন-ভার তোমার হাত হইতে তার হাতে গিয়াছে। তুমি লাঠি! আর লাঠি নও, বংশখণ্ড মাত্র! ছড়িত্ব প্রাপ্ত হইয়া শৃগাল-কুক্কুর-ভীত বাবুবর্গের হাতে শোভা কর; কুক্কুর ডাকিলেই সে ননীর হাতগুলি হইতে খসিয়া পড়। তোমার সে মহিমা আর নাই। শুনিতে পাই, সেকালে তুমি না-কি উত্তম ঔষধ ছিলে—মানসিক ব্যাধির উত্তম চিকিৎসকদিগের মুখে শুনিতে পাই, "মুর্খস্য লাঠ্যৌষধং।" এখন মূর্খের ঔষধ "বাপু" "বাছা"—তাহাতেও রোগ ভাল হয় না। তোমার সগোত্র সপিণ্ডগণের মধ্যে অনেকেরই গুণ এই দুনিয়াতে জাজ্বল্যমান। ইস্তক আড়া-বাঁকারি, খুঁটি-খোঁটা, লাগায়েৎ শ্রীনন্দনন্দনের মোহনবংশী—সকলেরই গুণ বুঝি,—কিন্তু লাঠি! তোমার মত কেহ না। তুমি আর নাই—গিয়াছ। ভরসা করি, তোমার অক্ষয় স্বর্গ হইয়াছে; তুমি ইন্দ্রলোকে গিয়া নন্দনকাননের পুষ্পভারাবনত পারিজাত-বৃক্ষ-শাখার ঠেক্‌নো হইয়া আছ।

—দেবী চৌধুরাণী।

২৪। **বউ দেখার আগ্রহ**।—ছেলে, বুড়ো, কাণা, খোঁড়া, যে যেখানে ছিল, সব বৌ দেখিতে ছুটিল। যে রাঁধিতেছিল, সে হাঁড়ি ফেলিয়া ছুটিল; যে মাছ কুটিতেছিল, সে মাছের চুপড়ি চাপা দিয়া ছুটিল; যে স্নান করিতেছিল, সে ভিজে কাপড়ে ছুটিল। যে খাইতে বসিয়াছিল, তার আধপেটা বই খাওয়া হইল না। যে কোন্দল করিতেছিল, শত্রুপক্ষের সঙ্গে হঠাৎ তার মিল হইয়া গেল। * * যে ছেলে ঠেঙ্গাইতেছিল, তার ছেলে সে যাত্রা বাঁচিয়া গেল, মার কোলে উঠিয়া * * বৌ দেখিতে চলিল। কাহারও স্বামী আহারে বসিয়াছেন, পাতে ডাল-তরকারি পড়িয়াছে, মাছের ঝোল পড়ে নাই, এমন সময়ে বৌয়ের খবর আসিল, আর তাঁর কপালে সেদিন মাছের ঝোল হইল না। * * মা শিশু ফেলিয়া ছুটিল, শিশু মার পিছু পিছু কাঁদিতে কাঁদিতে ছুটিল। ভাশুর স্বামী বসিয়া আছে—ভ্রাতৃবধূ মানিল না, ঘোমটা টানিয়া সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল।*

— দেবী চৌধুরাণী।

২৫। **বসন্তের কোকিল**।—তুমি, বসন্তের কোকিল! প্রাণ ভরিয়া ডাক, তাহাতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই, কিন্তু তোমার প্রতি আমার বিশেষ অনুরোধ যে, সময় বুঝিয়া ডাকিবে। সময়ে, অসময়ে, সকল সময়ে ডাকাডাকি ভাল নহে। * * তুমি সুকণ্ঠ, আমি স্বীকার করি, কিন্তু সুকণ্ঠ বলিয়া কাহারও পিছু ডাকিবার অধিকার নাই। * * যখন

* ইহা যেন কৃষ্ণদর্শনলোভে ব্যাকুলা ব্রজকামিনীগণের যাত্রা!—শ্রীমদ্ভাগবত। ১০।২৯

নব্য বাবু টাকার জ্বালায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া জমাখরচ লইয়া মাথা কুটাকুটি করিতেছেন, তখন তুমি হয় ত আপিসের ভগ্ন প্রাচীরের কাছ হইতে ডাকিলে, 'কুহু'—বাবুর আর জমাখরচ মিলিল না। যখন বিরহসন্তপ্তা সুন্দরী, প্রায় সমস্ত দিনের পর—অর্থাৎ, বেলা নয়টার সময়—ছুটী ভাত মুখে দিতে বসিয়াছেন, কেবল ক্ষীরের বাটিটী কোলে টানিয়া লইয়াছেন মাত্র, অমনি তুমি ডাকিলে, 'কুহু'—সুন্দরীর ক্ষীরের বাটি অমনি রহিল—হয় ত, অন্যমনে তাহাতে লুণ মাখিয়া খাইলেন।

* * * *

কোকিলের ডাক শুনিলে কতকগুলি বিশ্রী কথা মনে পড়ে। কি যেন হারাইয়াছি—যেন তাই হারাইবাতে জীবনসর্ব্বস্ব অসার হইয়া পড়িয়াছে—যেন তাহা আর পাইব না। যেন কি নাই, কে যেন নাই, কি যেন হইল না, কি যেন পাইব না। কোথায় যেন রত্ন হারাইয়াছি—কে যেন কাঁদিতে ডাকিতেছে। যেন এ জীবন বৃথায় গেল—সুখের মাত্রা যেন পূরিল না—যেন এ সংসারের অনন্ত সৌন্দর্য্য কিছুই ভোগ করা হইল না।

—কৃষ্ণকান্তের উইল।

* * * *

তুমি বসন্তের কোকিল, বেশ লোক। যখন ফুল ফোটে, দক্ষিণ-বাতাস বহে, এ সংসার সুখের স্পর্শে শিহরিয়া উঠে, তখন তুমি আসিয়া রসিকতা আরম্ভ কর। আর যখন দারুণ শীতে জীবলোকে থরহরি কম্প লাগে, তখন কোথায় থাক

বাপু ? যখন শ্রাবণের ধারায় আমার চালাঘরে নদী বহে, যখন বৃষ্টির চোটে কাক চিল ভিজিয়া গোময় হয়, তখন তোমার মাজা-মাজা কালো-কালো দুলালি ধরণের শরীরখানি কোথায় থাকে ? তুমি বসন্তের কোকিল, শীত-বর্ষার কেহ নও।

—কমলাকান্ত।

২৬। **বাঙ্গালী কৃষকের শত্রু**।—বাঙ্গালী কৃষকের শত্রু বাঙ্গালী ভূস্বামী। ব্যাঘ্রাদি বৃহজ্জন্তু ছাগাদি ক্ষুদ্র জন্তুদিগকে ভক্ষণ করে; রোহিতাদি বৃহৎ মৎস্য সফরীদিগকে ভক্ষণ করে; জমীদার-নামক বড়-মানুষ কৃষক-নামক ছোট-মানুষকে ভক্ষণ করে। জমীদার প্রকৃতপক্ষে কৃষকদিগকে ধরিয়া উদরস্থ করেন না বটে; কিন্তু যাহা করেন, তাহা অপেক্ষা হৃদয়শোণিত পান করা দয়ার কাজ।

—বিবিধ প্রবন্ধ।

২৭। **বাঙ্গালীর উৎপত্তি**।—আর্য্যেরা ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসী নহেন্। অন্যত্র হইতে * * (তাঁহাদিগের) এক দল ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া অনন্তমহিমাময় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহাদিগের শোণিত বাঙ্গালীর শরীরে আছে। যে রক্তের তেজে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি সকল শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন, বাঙ্গালীর শরীরেও সেই রক্ত বহিতেছে।

* * * *

ভাষাবিজ্ঞানের সাহায্যে ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, * * যাহার ভাষা আর্য্যভাষা, সেই আর্য্যবংশীয়। বাঙ্গালীর ভাষা আর্য্যভাষা, এজন্য বাঙ্গালী আর্য্যবংশীয় জাতি। কিন্তু

বাঙ্গালী অমিশ্রিত বা বিশুদ্ধ আর্য্য নহে। * * প্রথম কোলবংশীয় অনার্য্য, তারপর দ্রাবিড়বংশীয় অনার্য্য, তারপর আর্য্য; এই তিনে মিশিয়া আধুনিক বাঙ্গালী জাতির উৎপত্তি হইয়াছে।

—বিবিধ প্রবন্ধ।

২৮। **বাহ্য সম্পদ**।—ইংরেজ জাতি বাহ্য সম্পদ বড় ভালবাসেন—ইংরেজি সভ্যতার এইটি প্রধান চিহ্ন; তাঁহারা আসিয়া এ দেশের বাহ্য সম্পদ সাধনেই নিযুক্ত। আমরা তাহাই ভালবাসিয়া আর সকল বিস্মৃত হইয়াছি।

—কমলাকান্ত।

২৯। **বিড়ালীর তর্ক-যুদ্ধ**।—আমাদের দশা দেখ—আহারাভাবে উদর কৃশ, অস্থি পরিদৃশ্যমান, * * দাঁত বাহির হইয়াছে, জিহ্বা ঝুলিয়া পড়িয়াছে, অবিরত আহারাভাবে ডাকিতেছি—'মেও! মেও! খাইতে পাই না।' আমাদের কাল চামড়া দেখিয়া ঘৃণা করিও না। এ পৃথিবীর মৎস্য-মাংসে আমাদের কিছু অধিকার আছে। * * আমাদের কৃষ্ণ চর্ম্ম, শুষ্ক মুখ, ক্ষীণ সকরুণ মেও-মেও শুনিয়া তোমাদিগের কি দুঃখ হয় না? * * তোমাদের পেট ভরা, আমার পেটের ক্ষুধা কি প্রকারে জানিবে? * * আমার মত দরিদ্রের দুঃখে কাতর কে হইবে? * * তেলা মাথায় তেল দেওয়া মনুষ্য জাতির রোগ—দরিদ্রের ক্ষুধা কেহ বুঝে না। যে খাইতে বলিলে বিরক্ত হয়, তাহার জন্য ভোজনের আয়োজন কর—আর যে ক্ষুধার জ্বালায় বিনা আহ্বানেই

তোমার অন্ন খাইয়া ফেলে, চোর বলিয়া তাহার দণ্ড কর। চোরের দণ্ড আছে, নির্দ্দয়তার কি দণ্ড নাই? দরিদ্রের আহার-সংগ্রহের দণ্ড আছে, ধনীর কার্পণ্যের দণ্ড নাই কেন?

—কমলাকান্ত।

৩০। **ব্যায়ামের আবশ্যকতা**।—ইন্দ্রিয়জয়ের জন্য (মল্লযুদ্ধ আবশ্যক)। দুর্ব্বল শরীর ইন্দ্রিয়জয় করিতে পারে না। ব্যায়াম ভিন্ন ইন্দ্রিয়জয় নাই।

—দেবী চৌধুরাণী।

* * * *

ব্যায়ামের অভাবে মনুষ্যের সর্ব্বাঙ্গ দুর্ব্বল হয়। জাতি-সম্বন্ধেও সে কথা খাটে। ইংরেজ-সাম্রাজ্যে হিন্দুর বাহুবল লুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে কখনও লুপ্ত হয় নাই।

—রাজসিংহ (বিজ্ঞাপন)।

৩১। **শূন্য কলসী**।—শূন্য কলসীতে জল পূরিতে গেলে কলসী—কি মৃৎকলসী, কি মনুষ্যকলসী—বক্-বক্-গল্‌গল্ করিয়া বিস্তর আপত্তি করিয়া থাকে,—বড় গণ্ডগোল করে।

—কৃষ্ণকান্তের উইল।

৩২। **সন্ন্যাসিসম্প্রদায়**।—(দত্তবাড়ীর অতিথিশালায়) কোথাও ভস্মমাখা সন্ন্যাসী-ঠাকুর জটা এলাইয়া চিৎ হইয়া শুইয়া আছেন,—কোথাও ঊর্দ্ধবাহু এক হাত উচ্চ করিয়া দত্তবাড়ীর দাসীমহলে ঔষধ বিতরণ করিতেছেন,—কোথাও শ্বেতশ্মশ্রুবিশিষ্ট গৈরিকবসনধারী ব্রহ্মচারী রুদ্রাক্ষমালা দোলাইয়া নাগরী-অক্ষরে হাতে-লেখা ভগবদ্গীতা পাঠ

করিতেছেন,—কোথাও কোন উদরপরায়ণ ‘সাধু’ ঘি-ময়দার পরিমাণ লইয়া গণ্ডগোল বাধাইতেছে। কোথাও বৈরাগীর দল শুষ্ককণ্ঠে তুলসীর মালা আঁটিয়া, কপাল জুড়িয়া তিলক করিয়া, মৃদঙ্গ বাজাইতেছে, মাথায় আর্কফলা নড়িতেছে, এবং নাসিকা দোলাইয়া * * নৃত্য করিতেছে।*

—বিষবৃক্ষ।

৩৩। **সুন্দর মুখের জয়**।—সুন্দর মুখের জয় সর্ব্বত্র। বিশেষ সুন্দর মুখের অধিকারী যদি যুবতী স্ত্রী হয়, তবে সে অমোঘ অস্ত্র।

—চন্দ্রশেখর।

৩৪। **সুন্দরীর আভরণ**।—কা’ল দেবীকে রত্নাভরণে রাজরাণীর মত দেখাইয়াছিল—আজ গঙ্গামৃত্তিকার সজ্জায় দেবতার মত দেখাইতেছে। যে সুন্দর, সে মাটী ছাড়িয়া হীরা পরে কেন?

—দেবী চৌধুরাণী।

৩৫। **স্ত্রীলোকের পরিচয়**।—স্ত্রীলোকের পরিচয়ই বা কি? যাহারা কুলোপাধি ধারণ করিতে পারে না, তাহারা কি বলিয়া পরিচয় দিবে? গোপনে বাস করা যাহাদিগের ধর্ম্ম, তাহারা কি বলিয়া আত্মপ্রকাশ করিবে? যেদিন বিধাতা

* বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলীমধ্যে আর এক উন্নত শ্রেণীর সন্ন্যাসিচিত্র দেখিতে পাওয়া যায়; শ্রীমৎ “অভিরাম স্বামী” তাঁহাদিগের অন্যতম। এই স্বামীজীর জীবনেতিহাস অধিকাংশ পাঠকেরই স্মরণ থাকিতে পারে; অতএব এস্থলে তাহার বিস্তারিত বিবরণ অনাবশ্যক। অধুনাতন স্বামিসম্প্রদায়ের অধিকাংশই এই শ্রেণীর আদর্শে গঠিত, বোধ হয়।

স্ত্রীলোককে স্বামীর নাম মুখে আনিতে নিষেধ করিয়াছেন, সেইদিন আত্মপরিচয়ের পথও বন্ধ করিয়াছেন।*

—দুর্গেশনন্দিনী।

৩৬। **স্ত্রীলোকের রূপ**।—নারিকেলের ছোব্‌ড়া; ছোব্‌ড়া যেমন নারিকেলের বাহ্যিক† অংশ, রূপও স্ত্রীলোকের বাহ্যিক অংশ। দু'ই বড় অসার; পরিত্যাগ করাই ভাল। তবে, ছোব্‌ড়ায় একটি কাজ হয়,—উত্তম রজ্জু প্রস্তুত হয়,—তাহাতে জাহাজ বাঁধা যায়। স্ত্রীলোকের রূপের কাছিতেও অনেক জাহাজ বাঁধা গিয়াছে। তোমরা যেমন নারিকেলের কাছিতে জগন্নাথের রথ টান, স্ত্রীলোকেরা রূপের কাছিতে কত ভারি ভারি মনোরথ টানে। * * নারিকেলের রজ্জু গলায় বাঁধিয়া কেহ কখন প্রাণত্যাগ করিয়াছে কি না,—জানি না; কিন্তু রমণীর রূপরজ্জু গলায় বাঁধিয়া কত লোক প্রাণত্যাগ করিয়াছে, কে তাহার গণনা করিবে?

—কমলাকান্ত।

---

* সেকাল আর নাই; এখন তাঁহারা, গোপনে বাস করা দূরে থাকুক, গড়ের মাঠে গাড়ি চড়িয়া বেড়ান;—তাঁহাদিগের কুলোপাধি ধারণ না করিলেই চলে না;—আবার, স্থলবিশেষে, তাঁহাদিগের দ্বারাই স্বামীর পরিচয় পাওয়া গিয়া থাকে।

† এই পদটী ব্যাকরণবিরুদ্ধ। অন্যত্রও স্থানে স্থানে এই জাতীয় দুষ্ট পদ দুই একটি দেখিতে পাওয়া যায়। 'রাজসিংহ' উপন্যাসের চতুর্থ সংস্করণের বিজ্ঞাপনে বঙ্কিমচন্দ্র ভাষা সম্বন্ধে ব্যাকরণঘটিত শুদ্ধাশুদ্ধ শব্দপ্রয়োগের আলোচনা করিয়াছেন; তাহাতে বুঝা যায় যে তিনি, "যাহা পূর্ব্ব হইতে চলিয়া আসিতেছে", তাহা ব্যাকরণ-বিরুদ্ধ হইলেও, স্থানবিশেষে, চলিতে পারার পক্ষপাতী ছিলেন। ইহাও সেই মতের অনুকূল বলিয়া বোধ হয়। নব্য নিয়মানুসারে ইহা, হয় ত, ব্যাকরণসম্মতই হইয়াছে।

৩৭। **স্বভাব-দোষ।**—অধ্যয়নে স্বভাব-দোষ দূর হয় না।

—দুর্গেশনন্দিনী।

৩৮। **হিন্দু-মুসলমানের তারতম্য।**—হিন্দু হইলেই ভাল হয় না, মুসলমান হইলেই মন্দ হয় না; অথবা হিন্দু হইলেই মন্দ হয় না, মুসলমান হইলেই ভাল হয় না। ভাল মন্দ উভয়ের মধ্যে তুল্য রূপই আছে। বরং ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, যখন মুসলমান এত শতাব্দী ভারতবর্ষের প্রভু ছিল, তখন রাজকীয় গুণে মুসলমান সমসাময়িক হিন্দুদিগের অপেক্ষা অবশ্য শ্রেষ্ঠ ছিল। কিন্তু ইহাও সত্য নহে যে, সকল মুসলমান-রাজা সকল হিন্দু-রাজা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। অনেক স্থলে মুসলমানই হিন্দু অপেক্ষা রাজকীয় গুণে শ্রেষ্ঠ; অনেক স্থলে হিন্দু-রাজা মুসলমান অপেক্ষা রাজকীয় গুণে শ্রেষ্ঠ। অন্যান্য গুণের সহিত যাহার ধর্ম্ম আছে—হিন্দু হউক, মুসলমান হউক,—সেই শ্রেষ্ঠ। অন্যান্য গুণ থাকিতেও যাহার ধর্ম্ম নাই—হিন্দু হউক, মুসলমান হউক,—সেই নিকৃষ্ট।*

—রাজসিংহ।

---

* সম্প্রতি, সম্প্রদায়-বিশেষে, বঙ্কিম-সাহিত্যে মুসলমান-বিদ্বেষের গন্ধ পাওয়া গিয়াছে; এমন কি, তাহার অমূলকত্ব প্রতিপাদনের নিমিত্ত সার্ যদুনাথ-প্রমুখ ইতিহাসজ্ঞগণকে পর্য্যন্ত লেখনী ধারণ করিতে হইয়াছে। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রের উপরি-উদ্ধৃত উক্তি এবং 'স্বদেশ'-অধ্যায়ে উদ্ধৃত 'দেশের মঙ্গল' প্রসঙ্গে 'হাসিম শেখ'-জাতীয় কৃষিজীবীর প্রতি হৃদয়ের সহানুভূতি কি উক্ত গন্ধ নির্ম্মূল করিবার পক্ষে যথেষ্ট নহে?

পরিশিষ্ট

(ক)—আলেখ্য

১। তিলোত্তমা।

তিলোত্তমা সুন্দরী। পাঠক! কখন কিশোর বয়সে কোন স্থিরা ধীরা কোমলপ্রকৃতি কিশোরীর নবসঞ্চারিত লাবণ্য প্রেমচক্ষুতে দেখিয়াছেন? একবারমাত্র দেখিয়া চিরজীবন মধ্যে যাহার মাধুর্য্য বিস্মৃত হইতে পারেন নাই; কৈশোরে, যৌবনে, প্রগল্ভ বয়সে, কার্য্যে, বিশ্রামে, জাগ্রতে, নিদ্রায়, পুনঃ পুনঃ যে মনোমোহিনী মূর্ত্তি স্মরণ-পথে স্বপ্নবৎ যাতায়াত করে, অথচ তৎসম্বন্ধে কখন চিত্তমালিন্যজনক লালসা জন্মায় না, এমন তরুণী দেখিয়াছেন? যদি দেখিয়া থাকেন, তবেই তিলোত্তমার অবয়ব মনোমধ্যে স্বরূপ অনুভূত করিতে পারিবেন। যে মূর্ত্তি সৌন্দর্য্য-প্রভা-প্রাচুর্য্যে মন প্রদীপ্ত করে, যে মূর্ত্তি লীলালাবণ্যাদির পারিপাট্যে হৃদয়মধ্যে বিষধরদন্ত রোপিত করে, এ সে মূর্ত্তি নহে। যে মূর্ত্তি কোমলতা, মাধুর্য্যাদি গুণে চিত্তের সন্তুষ্টি জন্মায়, এ সেই মূর্ত্তি;—যে মূর্ত্তি সন্ধ্যাসমীরণ-কম্পিতা বসন্তলতার ন্যায় স্মৃতিমধ্যে দুলিতে থাকে, এ সেই মূর্ত্তি।

—দুর্গেশনন্দিনী।

২। বিমলা, আয়েষা ও তিলোত্তমা।

(রূপের তারতম্য)

আয়েষা দেখিতে পরমা সুন্দরী। * * * তিলোত্তমাও পরম রূপবতী, কিন্তু আয়েষার সৌন্দর্য্য সে রীতির নহে। স্থিরযৌবনা বিমলারও একাল পর্য্যন্ত রূপের ছটা লোকমনমোহিনী ছিল; আয়েষার রূপরাশি তদনুরূপও নহে। কোন কোন তরুণীর সৌন্দর্য্য বাসন্তী মল্লিকার ন্যায়,—নবস্ফুট, ব্রীড়াসঙ্কুচিত, কোমল, নির্ম্মল, পরিমলময়;

তিলোত্তমার সৌন্দর্য্য সেইরূপ। কোন রমণীর রূপ অপরাহ্ণের স্থল-পদ্মের ন্যায়; নির্ব্বাস, মুদিতোন্মুখ, শুষ্কপল্লব,—অথচ সুশোভিত, অধিক বিকশিত, অধিক প্রভাবিশিষ্ট, মধুপরিপূর্ণ; বিমলা সেইরূপ সুন্দরী। আয়েষার সৌন্দর্য্য নবরবিকরফুল্ল জলনলিনীর ন্যায়,—সুবিকাশিত, সুবাসিত, রসপরিপূর্ণ, রৌদ্রপ্রদীপ্ত; না সঙ্কুচিত, না বিশুষ্ক; কোমল অথচ প্রোজ্জ্বল; পূর্ণ দলরাজি হইতে রৌদ্র প্রতিফলিত হইতেছে,—অথচ মুখে হাসি ধরে না। * * অনেক সুন্দরী রূপে "দশ দিক্ আলো" করে। * * বিমলা রূপে আলো করিতেন, কিন্তু সে প্রদীপের আলোর মত,—একটু একটু মিটমিটে,—তেল চাই, নহিলে জ্বলে না; গৃহকার্য্যে চলে,—নিয়ে ঘর কর, ভাত রাঁধ, বিছানা পাড়, সব চলিবে; কিন্তু স্পর্শ করিলে পুড়িয়া মরিতে হয়। তিলোত্তমাও রূপে আলো করিতেন—সে বালেন্দুজ্যোতির ন্যায়; সুবিমল, সুমধুর, সুশীতল; কিন্তু তাহাতে গৃহকার্য্য হয় না,—তত প্রখর নয়, এবং দূরনিঃসৃত। আয়েষাও রূপে আলো করিতেন, কিন্তু সে পূর্ব্বাহ্নিক সূর্য্যরশ্মির ন্যায়,—প্রদীপ্ত, প্রভাময়, অথচ যাহাতে পড়ে তাহাই হাসিতে থাকে।

—দুর্গেশনন্দিনী।

৩। কপালকুণ্ডলা।

অপূর্ব্ব মূর্ত্তি! সেই গম্ভীরনাদী বারিধিতীরে, সৈকতভূমে, অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকে, দাঁড়াইয়া অপূর্ব্ব রমণীমূর্ত্তি! কেশভার,—অবেণীসংবদ্ধ, সংসর্পিত, রাশীকৃত, আগুল্ফলম্বিত কেশভার; তদগ্রে দেহরত্ন; যেন চিত্রপটের উপর চিত্র দেখা যাইতেছে। অলকাবলীর প্রাচুর্য্যে মুখমণ্ডল সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ হইতেছিল না—তথাপি মেঘবিচ্ছেদনিঃসৃত চন্দ্ররশ্মির ন্যায় প্রতীত হইতেছিল। বিশাল লোচনে কটাক্ষ অতি স্থির, অতি স্নিগ্ধ, অতি গম্ভীর, অথচ জ্যোতির্ম্ময়; সে কটাক্ষ এই সাগরহৃদয়ে ক্রীড়াশীল চন্দ্রকিরণলেখার ন্যায় স্নিগ্ধোজ্জ্বল দীপ্তি পাইতেছিল। কেশরাশিতে

স্কন্ধদেশ ও বাহুযুগল আচ্ছন্ন করিয়াছিল—স্কন্ধদেশ একেবারে অদৃশ্য ; বাহুযুগলের বিমলশ্রী কিছু কিছু দেখা যাইতেছিল। রমণীদেহ একেবারে নিরাভরণ। মূর্ত্তিমধ্যে যে একটী মোহিনী শক্তি ছিল, তাহা বর্ণিতে পারা যায় না। অর্দ্ধচন্দ্রনিঃসৃত কৌমুদী-বর্ণ ; ঘনকৃষ্ণ চিকুরজাল ; পরস্পরের সান্নিধ্যে, কি বর্ণ, কি চিকুর, উভয়েরই যে শ্রী বিকশিত হইতেছিল, তাহা সেই গম্ভীরনাদী সাগরকূলে, সন্ধ্যালোকে না দেখিলে, তাহার মোহিনীশক্তি অনুভূত হয় না।

—কপালকুণ্ডলা।

৪। মতিবিবি।

(সুন্দরীর) শরীর ঈষদ্দীর্ঘ বটে, কিন্তু হস্তপদহৃদয়াদি সর্ব্বাঙ্গ সুগোল এবং সম্পূর্ণীভূত। বর্ষাকালে বিটপিলতা যেমন আপন পত্র-রাশির বাহুল্যে দলমল করে, ইহার শরীর তেমনি আপন পূর্ণতায় দলমল করিতেছিল। * * ইনি শ্যামবর্ণা। 'শ্যামা-মা' বা 'শ্যামসুন্দর' যে শ্যামবর্ণের উদাহরণ, এ সে শ্যামবর্ণ নহে। তপ্তকাঞ্চনের যে শ্যামবর্ণ, এ সেই শ্যাম।* পূর্ণচন্দ্রকরলেখা অথবা হেমাম্বুদকিরীটিনী উষা যদি গৌরাঙ্গীদিগের বর্ণপ্রতিমা হয়, তবে বসন্তপ্রসূত নবচূত-দলরাজির শোভা এই শ্যামার বর্ণের অনুরূপ বলা যাইতে পারে। * * * একবার (সুন্দরীর) নবচূতপল্লববিরাজী ভ্রমরশ্রেণীর ন্যায় সেই উজ্জ্বল-শ্যামল-ললাটবিলম্বী অলকাবলী মনে করুন ; সেই সপ্তমীচন্দ্রাকৃত-ললাটতলস্থ অলকস্পর্শী ভ্রূযুগ মনে করুন ; সেই পক্কচূতোজ্জ্বল কপোল-দেশ মনে করুন ; তন্মধ্যবর্ত্তী ঘোরারক্ত ক্ষুদ্র ওষ্ঠাধর মনে করুন ; তাহা হইলে এই অপরিচিতা রমণীকে সুন্দরীপ্রধানা বলিয়া অনুভব হইবে। চক্ষু দুইটী অতি বিশাল নহে, কিন্তু সুবঙ্কিম পল্লবরেখাবিশিষ্ট—

* "শীতে সুখোষ্ণসর্ব্বাঙ্গী গ্রীষ্মে চ সুখশীতলা।
তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা সা স্ত্রী শ্যামেতি কথ্যতে।"

আর অতিশয় উজ্জ্বল। তাহার কটাক্ষ স্থির, অথচ মর্ম্মভেদী। * * দেখিতে দেখিতে সে মর্ম্মভেদী দৃষ্টির ভাবান্তর হয়; চক্ষু সুকোমল স্নেহময় রসে গলিয়া যায়। আবার কখন বা তাহাতে কেবল সুখাবেশ-জনিত ক্লান্তিপ্রকাশ মাত্র, যেন সে নয়ন মন্মথের স্বপ্নশয্যা। কখন বা লালসাবিস্ফারিত, মদনরসে টলটলায়মান, আবার কখন লোলাপাঙ্গে ক্রূর কটাক্ষ—যেন মেঘমধ্যে বিদ্যুদ্দাম। মুখকান্তি মধ্যে দুইটী অনির্ব্বচনীয় শোভা; প্রথম সর্ব্বত্রগামিনী বুদ্ধির প্রভাব, দ্বিতীয় আত্ম-গরিমা। তৎকারণে যখন তিনি মরালগ্রীবা বঙ্কিম করিয়া দাঁড়াইতেন, তখন সহজেই বোধ হইত, তিনি রমণীকুলরাজ্ঞী। সুন্দরীর বয়ঃক্রম সপ্তবিংশতি বৎসর—ভাদ্রমাসের ভরা নদী। ভাদ্রমাসের নদী-জলের ন্যায়, ইঁহার রূপরাশি টলটল করিতেছিল—উছলিয়া পড়িতেছিল! বর্ণাপেক্ষা, নয়নাপেক্ষা, সর্ব্বাপেক্ষা সেই সৌন্দর্য্যের পরিপ্লব মুগ্ধকর। পূর্ণযৌবনভরে সর্ব্বশরীর সতত ঈষচ্চঞ্চল; বিনা-বায়ুতে নব-শরতের নদী যেমন ঈষচ্চঞ্চল, তেমনি চঞ্চল; সে চাঞ্চল্য মুহুর্ম্মুহুঃ নূতন নূতন শোভা বিকাশের কারণ।

—কপালকুণ্ডলা।

৫। মনোরমা।

মনোরমার * * রূপরাশি অতুল—চক্ষুতে ধরে না। * * একে বর্ণ সোনার চাঁপা; তাহাতে, ভুজঙ্গশিশুশ্রেণীর ন্যায়, কুঞ্চিত অলকশ্রেণী মুখখানি বেড়িয়া থাকে; অর্দ্ধচন্দ্রাকৃত নির্ম্মল ললাট; ভ্রমর-ভরস্পন্দিত নীলপুষ্পতুল্য কৃষ্ণতার, চঞ্চল, লোচনযুগল; মুহুর্ম্মুহুঃ আকুঞ্চন-বিস্ফারণ-প্রবৃত্ত রন্ধ্রযুক্ত সুগঠন নাসা; অধরোষ্ঠ যেন প্রাতঃশিশিরে সিক্ত, প্রাতঃসূর্য্যের কিরণে প্রোদ্ভিন্ন, রক্তকুসুমাবলীর স্তরযুগল তুল্য; কপোল যেন চন্দ্রকরোজ্জ্বল, নিতান্ত স্থির, গঙ্গাম্বু-বিস্তারবৎ প্রসন্ন; শাবক-হিংসাশঙ্কায় উত্তেজিতা হংসীর ন্যায় গ্রীবা,—বেণী বাঁধিলেও সে গ্রীবার

উপরে অবদ্ধ ক্ষুদ্র কুঞ্চিত কেশসকল আসিয়া কেলি করে। দ্বিরদরদ যদি কুসুমকোমল হইত, কিম্বা চম্পক যদি গঠনোপযোগী কাঠিন্য পাইত, কিম্বা চন্দ্রকিরণ যদি শরীরবিশিষ্ট হইত, তবে তাহাতে সে বাহুযুগল গড়িতে পারা যাইত—সে হৃদয় কেবল সেই হৃদয়েই গড়া যাইতে পারিত। এ সকলই অন্য সুন্দরীর আছে; মনোরমার রূপরাশি অতুল, কেবল তাঁহার সর্ব্বাঙ্গীণ সৌকুমার্য্যের জন্য। তাঁহার বদন সুকুমার; অধর, ভ্রূযুগ, ললাট সুকুমার; সুকুমার কপোল; সুকুমার কেশ। অলকাবলী যে ভুজঙ্গশিশুরূপী, সেও সুকুমার ভুজঙ্গশিশু। গ্রীবায়, গ্রীবাভঙ্গীতে, সৌকুমার্য্য; বাহুতে, বাহুর প্রক্ষেপে, সৌকুমার্য্য; হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে সৌকুমার্য্য; সুকুমার চরণ, চরণ-বিন্যাস সুকুমার। গমন সুকুমার—বসন্তবায়ুসঞ্চালিত কুসুমিত লতার মন্দান্দোলন তুল্য; বচন সুকুমার—নিশীথসময়ে জলরাশি-পার হইতে সমাগত বিরহ-সঙ্গীত তুল্য; কটাক্ষ সুকুমার—ক্ষণমাত্র জন্য মেঘমালামুক্ত সুধাংশুর কিরণসম্পাততুল্য; আর ঐ যে মনোরমা * * দাঁড়াইয়া আছেন,— * * উন্নতমুখী, নয়নতারা ঊর্দ্ধস্থাপনস্পন্দিত, আর বাপীজলার্দ্র অবদ্ধ কেশরাশির কিয়দংশ এক হস্তে ধরিয়া, এক চরণ ঈষন্মাত্র অগ্রবর্ত্তী করিয়া, যে ভঙ্গীতে মনোরমা দাঁড়াইয়া আছেন—ও ভঙ্গীও সুকুমার; নবীন সূর্য্যোদয়ে সদ্যঃপ্রফুল্লদলমালাময়ী নলিনীর ন্যায় সুকুমার।

—মৃণালিনী।

৬। ভিখারিণী গিরিজায়া।

ভিখারিণীর বয়স ষোল। ষোড়শী, খর্ব্বাকৃতা এবং কৃষ্ণাঙ্গী। গিরিজায়া প্রকৃত কৃষ্ণবর্ণা;—তাই বলিয়া তাহার গায়ে ভ্রমর বসিলে যে দেখা যাইত না, অথবা কালী মাখিলে জল মাখিয়াছে বোধ হুইত, কিম্বা জল মাখিলে কালি বোধ হইত, এমত নহে। যেরূপ কৃষ্ণবর্ণ আপনার ঘরে থাকিলে উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ বলি, পরের ঘরে

হইলে পাতুরে কয়লা বলি, ইহার সেইরূপ কৃষ্ণবর্ণ। কিন্তু বর্ণ যেমন হউক না কেন, ভিখারিণী কুরূপা নহে। তাহার অঙ্গ পরিষ্কার, সুমার্জ্জিত, চাকচিক্যবিশিষ্ট; মুখখানি প্রফুল্ল; চক্ষু দুটি বড় চঞ্চল, হাস্যময়; লোচনতারা নিবিড়কৃষ্ণ, একটি তারার পার্শ্বে একটি তিল। ওষ্ঠাধর ক্ষুদ্র, রক্তপ্রভ, তদন্তরে অতি পরিষ্কার অমল-শ্বেত, কুন্দকলিকাসন্নিভ দুই শ্রেণী দন্ত। কেশগুলি সূক্ষ্ম, গ্রীবার উপরে মোহিনী কবরী, তাহাতে যূথিকার মালা বেষ্টিত। যৌবন-সঞ্চারে শরীরের গঠন সুন্দর হইয়াছিল, যেন কৃষ্ণপ্রস্তরে কোন শিল্পকার পুত্তল খোদিত করিয়াছিল। পরিচ্ছদ অতি সামান্য, কিন্তু পরিষ্কার—ধূলিকর্দ্দমপরিপূর্ণ নহে। অঙ্গ একেবারে নিরাভরণ নহে, অথচ অলঙ্কারগুলি ভিখারিণীর যোগ্য বটে;—প্রকোষ্ঠে পিত্তলের বলয়, গলায় কাষ্ঠের মালা, নাসিকায় ক্ষুদ্র একটী তিলক, ভ্রূমধ্যে ক্ষুদ্র একটী চন্দনের টিপ।

—মৃণালিনী।

৭। দৃষ্টিহীনা রজনী।

রজনী জন্মান্ধ, কিন্তু তাহার চক্ষু দেখিলে অন্ধ বলিয়া বোধ হয় না। * * * চক্ষু বৃহৎ, সুনীল, ভ্রমরকৃষ্ণ তারাবিশিষ্ট। অতি সুন্দর চক্ষু—কিন্তু কটাক্ষ নাই। চাক্ষুষ স্নায়ুর দোষে অন্ধ। * * * রজনী সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী; বর্ণ উদ্ভেদপ্রমুখ নিতান্ত নবীন কদলীপত্রের ন্যায় গৌর; গঠন বর্ষাজলপূর্ণ তরঙ্গিণীর ন্যায় সম্পূর্ণতাপ্রাপ্ত; মুখ-কান্তি গম্ভীর; গতি, অঙ্গভঙ্গীসকল, মৃদু, স্থির এবং অন্ধতাবশতঃ সর্ব্বদা সঙ্কোচজ্ঞাপক; হাস্য দুঃখময়। সচরাচর এই স্থিরপ্রকৃতি সুন্দর শরীরে সেই কটাক্ষহীন দৃষ্টি দেখিয়া কোন ভাস্কর্য্যপটু শিল্পকরের যত্ননির্ম্মিত প্রস্তরময়ী স্ত্রীমূর্ত্তি বলিয়া বোধ হইত।

—রজনী।

৮। বীণাপাণি দেবীরাণী।

(সুন্দরীর) বয়স অনুমান করা ভার—পঁচিশ বৎসরের নীচে তেমন পূর্ণায়ত দেহ দেখা যায় না; পঁচিশ বৎসরের উপর তেমন যৌবনের লাবণ্য কোথাও পাওয়া যায় না। বয়স যাই হউক—সে স্ত্রীলোক পরম সুন্দরী, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এ সুন্দরী কৃশাঙ্গী নহে—অথচ স্থূলাঙ্গী বলিলেই ইহার নিন্দা হইবে। বস্তুতঃ ইহার অবয়ব সর্ব্বত্র ষোলকলা সম্পূর্ণ—আজি ত্রিস্রোতা যেমন কূলে কূলে পূরিয়াছে, ইহারও শরীর তেমনই কূলে কূলে পূরিয়াছে। তার উপর বিলক্ষণ উন্নত দেহ। দেহ তেমন উন্নত বলিয়াই স্থূলাঙ্গী বলিতে পারিলাম না। যৌবন-বর্ষার চারি পোয়া বন্যার জল সে কমনীয় আধারে ধরিয়াছে—ছাপায় নাই। কিন্তু জল কূলে কূলে পূরিয়া টল-টল করিতেছে—অস্থির হইয়াছে। জল অস্থির, কিন্তু নদী অস্থির নহে,—নিস্তরঙ্গ। লাবণ্য চঞ্চল, কিন্তু সে লাবণ্যময়ী চঞ্চলা নহে—নির্ব্বিকার। সে শান্ত, গম্ভীর, মধুর অথচ আনন্দময়ী; সেই জ্যোৎস্নাময়ী নদীর অনুসঙ্গিনী। সেই নদীর মত, সেই সুন্দরীও বড় সুসজ্জিতা। * * পরিধানে একখানি পরিষ্কার মিহি ঢাকাই, তা'তে জরির ফুল। তাহার ভিতর হীরা-মুক্তা-খচিত কাঁচলি ঝকমক্ করিতেছে। হীরা, পান্না, মতি, সোনায় সেই পরিপূর্ণ দেহ মণ্ডিত; জ্যোৎস্নার আলোকে বড় ঝকমক্ করিতেছে। নদীর জলে যেমন চিকিমিকি—এই শরীরেও তাই। জ্যোৎস্নাপুলকিত স্থির নদীজলের মত—সেই শুভ্র বসন; আর জলে মাঝে মাঝে যেমন জ্যোৎস্নার চিকিমিকি—শুভ্র বসনের মাঝে মাঝে তেমনি হীরা, মুক্তা, মতির চিকিমিকি। আবার নদীর যেমন তীরবর্ত্তী বনচ্ছায়া, ইহারও তেমনি অন্ধকার কেশরাশি আলুলায়িত হইয়া অঙ্গের উপর পড়িয়াছে;—কোঁকড়াইয়া, ঘুরিয়া খুঁরিয়া, ফিরিয়া ফিরিয়া, গোছায় গোছায় কেশ, পৃষ্ঠে, অংসে, বাহুতে,

বক্ষে পড়িয়াছে; তার মসৃণ কোমল প্রভার উপর চাঁদের আলো খেলা করিতেছে; তাহার সুগন্ধি-চূর্ণ-গন্ধে গগন পরিপূরিত হইয়াছে। এক ছড়া যূঁই ফুলের গ'ড়ে সেই কেশরাজি সংবেষ্টন করিতেছে। (বজরার) ছাদের উপর গালিচা পাতিয়া সেই বহুরত্নমণ্ডিতা রূপবতী মূর্ত্তিমতী সরস্বতীর ন্যায় বীণা-বাদনে নিযুক্তা।

—দেবী চৌধুরাণী।
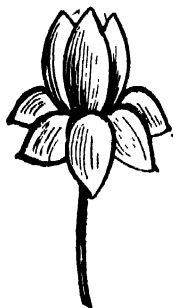
পরিশিষ্ট

(খ)—প্রকৃতির খেলা

১। **চন্দ্রালোকে গঙ্গা-কূল**।—জ্যোৎস্না ফুটিয়াছে। গঙ্গার দুই পার্শ্বে বহুদূর-বিস্তৃত বালুকাময় চর। চন্দ্রকরে সিকতাশ্রেণী অধিকতর ধবলশ্রী ধরিয়াছে; গঙ্গার জল চন্দ্রকরে প্রগাঢ়তর নীলিমা প্রাপ্ত হইয়াছে। গঙ্গার জল ঘন নীল—তটারূঢ় বনরাজি ঘনশ্যাম, উপরে আকাশ রত্নখচিত নীল। * * নদী অনন্ত,—যতদূর দেখিতেছি, নদীর অন্ত দেখিতেছি না, মানবাদৃষ্টের ন্যায় অস্পষ্ট-দৃষ্ট ভবিষ্যতে মিশাইয়াছে। নীচে নদী অনন্ত; পার্শ্বে বালুকাভূমি অনন্ত; তীরে বৃক্ষশ্রেণী অনন্ত; উপরে আকাশ অনন্ত; তন্মধ্যে তারকামালা অনন্ত সংখ্যক। এমন সময়ে কোন্ মনুষ্য আপনাকে গণনা করে? এই যে নদীর উপকূলে যে বালুকাভূমে তরণীশ্রেণী বাঁধা রহিয়াছে, তাহার বালুকাকণার অপেক্ষা মনুষ্যের গৌরব কি?

—চন্দ্রশেখর।

২। **নদীকূলে সান্ধ্য-শোভা**।—সায়াহ্নকাল উপস্থিত,—পশ্চিম-গগনে অস্তাচলগত দিনমণির ম্লান কিরণে যে সকল মেঘ কাঞ্চন-কান্তি ধারণ করিয়াছিল, তৎসহিত নীলাম্বর-প্রতিবিম্ব স্রোতস্বতী-জলমধ্যে কম্পিত হইতেছিল; নদীপারস্থিত উচ্চ অট্টালিকা এবং দীর্ঘ তরুবরসকল বিমলাকাশপটে চিত্রবৎ দেখাইতেছিল; দুর্গমধ্যে ময়ূর-সারসাদি কলনাদী পক্ষিগণ প্রফুল্লচিত্তে রব করিতেছিল; কোথাও রজনীর উদয়ে নীড়ান্বেষণে ব্যস্ত বিহঙ্গম নীলাম্বরতলে বিনা-শব্দে উড়িতেছিল; আম্র-কানন দোলাইয়া আমোদর-স্পর্শ-শীতল নৈদাঘ বায়ু

তিলোত্তমার অলককুন্তল অথবা অংসারূঢ় চারুবাস কম্পিত করিতেছিল।

—দুর্গেশনন্দিনী।

৩। **নিশীথে বাপীতটে**।—নিশীথ সময়ে স্বচ্ছসলিলা বাপী-তীরের * * চারিদিকে নিবিড় বন, ঘনবিন্যস্ত লতাস্রগ্‌বিশোভী বিশাল বিটপিসকল দৃষ্টিপথ রুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল; সম্মুখে নীল-নীরদখণ্ডবৎ দীর্ঘিকা শৈবাল-কুমুদ-কহ্লার সহিত বিস্তৃত রহিয়াছিল। মাথার উপরে চন্দ্রনক্ষত্রজলদ সহিত আকাশ আলোকে হাসিতেছিল। চন্দ্রালোক—আকাশে, বৃক্ষশিরে, লতাপল্লবে, বাপীসোপানে, নীলজলে সর্ব্বত্র হাসিতেছিল। প্রকৃতি স্পন্দহীনা, ধৈর্য্যময়ী।

—মৃণালিনী।

৪। **পুণ্যময়ী গঙ্গা**।—গঙ্গার প্রশস্ত হৃদয়, তাহাতে ছোট ছোট ঢেউ—ছোট ঢেউয়ের উপর রৌদ্রের চিকিমিকি—যতদূর চক্ষু যায়, ততদূর জ্বলিতে জ্বলিতে ছুটিয়াছে—তীরে কুঞ্জের মত সাজান বৃক্ষের অনন্ত শ্রেণী; জলে কত রকমের কত নৌকা; জলের উপর দাঁড়ের শব্দ, দাঁড়ি-মাঝির শব্দ, জলের উপর কোলাহল; তীরে ঘাটে ঘাটে কোলাহল; কত রকমের কত লোক কত রকমে স্নান করিতেছে। আবার কোথাও সাদা মেঘের মত অসীম সৈকতভূমি—তাতে কত প্রকারের পক্ষী কত শব্দ করিতেছে। গঙ্গা যথার্থ পুণ্যময়ী।

—ইন্দিরা।

৫। **প্রভাত-বায়ু**।—তোমরা অন্য শঠ, প্রবঞ্চক, ধূর্ত্তকে যত পার বিশ্বাস করিও, কিন্তু প্রভাত-বায়ুকে বিশ্বাস করিও না। প্রভাত-বায়ু বড় মধুর;—চোরের মত পা-টিপি-টিপি আসিয়া, এখানে পদ্মটি, ওখানে যূথিকা-দাম, সেখানে সুগন্ধি বকুলের শাখা, লইয়া ধীরে ধীরে ক্রীড়া করে—কাহাকেও গন্ধ আনিয়া দেয়, কাহারও নৈশ অঙ্গগ্লানি হরণ

করে, কাহারও চিন্তাসন্তপ্ত ললাট স্নিগ্ধ করে, যুবতীর অলকরাজি দেখিলে তাহাতে অল্প ফুৎকার দিয়া পলাইয়া যায়। তুমি নৌকারোহী—দেখিতেছ, এই ক্রীড়াশীল মধুরপ্রকৃতি প্রভাত-বায়ু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচিমালায় নদীকে সুসজ্জিতা করিতেছে; আকাশস্থ দুই একখানা অল্প কাল মেঘকে সরাইয়া রাখিয়া আকাশকে পরিষ্কার করিতেছে; তীরস্থ বৃক্ষগুলিকে মৃদু মৃদু নাচাইতেছে; স্নানাবগাহননিরতা কামিনী-গণের সঙ্গে একটু একটু মিষ্ট রহস্য করিতেছে; নৌকার তলে প্রবেশ করিয়া তোমার কাণের কাছে মধুর সঙ্গীত করিতেছে। তুমি মনে করিলে বায়ু বড় ধীরপ্রকৃতি, বড় গম্ভীরস্বভাব, বড় আড়ম্বরশূন্য—আবার সদানন্দ! * * রৌদ্র উঠিল—তুমি দেখিলে যে বীচিরাজির উপরে রৌদ্র জ্বলিতেছে, সেগুলি পূর্ব্বাপেক্ষা একটু বড় বড় হইয়াছে—রাজহংসগণ তাহার উপর নাচিয়া নাচিয়া চলিতেছে; গাত্রমার্জ্জনে অন্যমনা সুন্দরীদিগের মৃৎকলসী তাহার উপর স্থির থাকিতেছে না, বড় নাচিতেছে; কখন কখন ঢেউগুলা স্পর্দ্ধা করিয়া সুন্দরীদিগের কাঁধে চড়িয়া বসিতেছে; আর যিনি তীরে উঠিয়াছেন, তাঁহার চরণ-প্রান্তে আছাড়িয়া পড়িতেছে—মাথা কুটিতেছে—বুঝি বলিতেছে—"দেহি পদপল্লবমুদারম্।" নিতান্ত পক্ষে পায়ের একটু অলক্তকরাগ ধুইয়া লইয়া অঙ্গে মাখিতেছে। ক্রমে দেখিবে, বায়ুব ডাক একটু একটু বাড়িতেছে, আর সে জয়দেবের কবিতার মত কানে মিলাইয়া যায় না, আর সে ভৈরবী রাগিণীতে কানের কাছে মৃদু বীণা বাজাইতেছে না। ক্রমে দেখিবে, বায়ুর বড় গর্জ্জন বাড়িল—বড় হুহুঙ্কারের ঘটা; তরঙ্গ-সকল হঠাৎ ফুলিয়া উঠিয়া, মাথা নাড়িয়া আছড়াইয়া পড়িতে লাগিল, অন্ধকার করিল। প্রতিকূল বায়ু নৌকার পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল, * *—তুমি ভাব বুঝিয়া, পবনদেবকে প্রণাম করিয়া, নৌকা তীরে রাখিলে।

—চন্দ্রশেখর।

৬। **মাধবী যামিনী**।—যামিনী মধুরা, একান্ত শব্দমাত্রবিহীনা। মাধবী যামিনীর আকাশে স্নিগ্ধরশ্মিময় চন্দ্র নীরবে শ্বেত মেঘখণ্ড সকল উত্তীর্ণ হইতেছে; পৃথিবীতলে, বন্য বৃক্ষলতাসকল তদ্রূপ নীরবে শীতল চন্দ্রকরে বিশ্রাম করিতেছে; নীরবে বৃক্ষপত্র সকল সে কিরণের প্রতিঘাত করিতেছে; নীরবে লতাগুল্মমধ্যে শ্বেত কুসুমদল বিকসিত হইয়া রহিয়াছে। পশুপক্ষী নীরব। কেবল কোথাও কদাচিৎ মাত্র ভগ্নবিশ্রাম কোন পক্ষীর পক্ষস্পন্দনশব্দ; কোথাও ক্বচিৎ শুষ্কপত্রপাত-শব্দ; কোথাও তলস্থ শুষ্কপত্র-মধ্যে উরগজাতীয় জীবের ক্বচিৎ গতি-জনিত শব্দ; ক্বচিৎ অতি দূরস্থ কুক্কুররব। এমত নহে যে একেবারে বায়ু বহিতেছিল না; মধুমাসের দেহস্নিগ্ধকর বায়ু অতি মন্দ; একান্ত নিঃশব্দ বায়ুমাত্র; তাহাতে কেবলমাত্র বৃক্ষের সর্ব্বাগ্রভাগারূঢ় পত্রগুলি হেলিতেছিল; কেবলমাত্র আভূমিপ্রণত শ্যামলতা দুলিতেছিল; কেবল-মাত্র নীলাম্বরসঞ্চারী ক্ষুদ্র শ্বেতাম্বুদখণ্ডগুলি ধীরে ধীরে চলিতেছিল। কেবলমাত্র, তদ্রূপ বায়ুসংসর্গে সম্ভুক্ত, পূর্ব্বসুখের অস্পষ্ট স্মৃতি হৃদয়ে অল্প জাগরিত হইতেছিল।

—কপালকুণ্ডলা।

৭। **যুবতীর সঙ্গে জলের ক্রীড়া**।—যুবতীর সঙ্গে জলের ক্রীড়া কি? তাহা আমরা বুঝি না, আমরা জল নই। যিনি কখন রূপ দেখিয়া গলিয়া জল হইয়াছেন, তিনিই বলিতে পারিবেন। তিনিই বলিতে পারিবেন—কেমন করিয়া জল কলসীতাড়নে তরঙ্গ তুলিয়া, বাহুবিলম্বিত অলঙ্কার-শিঞ্জিতের তালে, তালে তালে নাচে; হৃদয়োপরি গ্রথিত জলজপুষ্পের মালা দোলাইয়া, সেই তালে তালে নাচে; সন্তরণ-কুতূহলী ক্ষুদ্র বিহঙ্গমটীকে দোলাইয়া, সেই তালে তালে নাচে; যুবতীকে বেড়িয়া বেড়িয়া তাহার বাহুতে, কণ্ঠে, স্কন্ধে, হৃদয়ে উঁকিঝুঁকি মারিয়া, জল তরঙ্গ তুলিয়া, তালে তালে নাচে। আবার যুবতী কেমন কলসী

ভাসাইয়া দিয়া, মৃদু বায়ুর হস্তে তাহাকে সমর্পণ করিয়া; চিবুক পর্য্যন্ত জলে ডুবাইয়া, বিম্বাধরে জল স্পৃষ্ট করে, বক্ষ মধ্যে তাহাকে প্রেরণ করে; সূর্য্যাভিমুখে প্রতিপ্রেরণ করে; জল পতনকালে বিন্দে বিন্দে শত সূর্য্য ধারণ করিয়া যুবতীকে উপহার দেয়। যুবতীর হস্তপদসঞ্চালনে জল ফোয়ারা কাটিয়া নাচিয়া উঠে, জলের হিল্লোলে যুবতীরও হৃদয় নৃত্য করে। দুই-ই সমান। জল চঞ্চল; এই ভুবনচাঞ্চল্যবিধায়িনী-দিগের হৃদয়ও চঞ্চল। জলে দাগ বসে না, যুবতীর হৃদয়ে বসে কি ?

—চন্দ্রশেখর।

৮। **শারদ চন্দ্রিকাশালিনী রজনী**।—নবীন শরদুদয়। রজনী চন্দ্রিকাশালিনী, আকাশ নির্ম্মল, বিস্তৃত, নক্ষত্রখচিত, ক্বচিৎ স্তর-পরম্পরা-বিন্যস্ত শ্বেতাম্বুদমালায় বিভূষিত। * * অদূরবর্ত্তিনী * * ভাগীরথী বিশালোরসী, বহুদূরবিসর্পিণী, চন্দ্রকর-প্রতিঘাতে উজ্জ্বল তরঙ্গিণী, দূরপ্রান্তে ধূমময়ী, নববারি-সমাগম-প্রহ্লাদিনী। * * বায়ু গঙ্গাতরঙ্গে নিক্ষিপ্ত জলকণা-সংস্পর্শে শীতল, নিশা-সমাগমে প্রফুল্লবন্যকুসুম-সংস্পর্শে সুগন্ধি। চন্দ্রকর-প্রতিঘাতী শ্যামোজ্জ্বল বৃক্ষপত্র বিধূত করিয়া, নদীতীর-বিরাজিত কাশ-কুসুম আন্দোলিত করিয়া, বায়ু বাতায়ন-পথে প্রবেশ করিতেছিল।

—মৃণালিনী।

৯। **সন্ধ্যাগমে নদীহৃদয়**।—সান্ধ্যগগনে রক্তিম মেঘমালা কাঞ্চনবর্ণ ত্যাগ করিয়া ক্রমে ক্রমে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিল। রজনীদত্ত তিমিরাবরণে গঙ্গার বিশালহৃদয় অস্পষ্টীকৃত হইল। সভামণ্ডলে পরিচারক-হস্ত-জ্বালিত দীপমালার ন্যায়, অথবা প্রভাতে উদ্যানকুসুমসমূহের ন্যায়, আকাশে নক্ষত্রগণ ফুটিতে লাগিল। প্রায়ান্ধকার নদীহৃদয়ে নৈশ সমীরণ কিঞ্চিৎ খরতরবেগে বহিতে লাগিল। তাহাতে রমণীহৃদয়ে নায়কসংস্পর্শ-জনিত প্রকম্পের ন্যায় নদীফেনপুঞ্জে শ্বেতপুষ্পমালা গ্রথিত হইতে লাগিল। বহু লোকের কোলাহলের ন্যায় বীচিরব উত্থিত হইল।

—মৃণালিনী।

১০। **সমুদ্রে**।—(অরুণোদয়ে) প্রাতঃকাল, মৃদু পবন বহিতেছে—মৃদু পবনোত্থিত অতুঙ্গ-তরঙ্গে বালারুণ-রশ্মি আরোহণ করিয়া কাঁপিতেছে—সাগরজলে তাহার অনন্ত উজ্জ্বল রেখা প্রসারিত হইয়াছে—শ্যামাঙ্গীর অঙ্গে রজতালঙ্কারবৎ ফেননিচয় শোভিতেছে—তীরে জলচর পক্ষিকুল শ্বেত রেখা সাজাইয়া বেড়াইতেছে।

—যুগলাঙ্গুরীয়।

* * * *

(সূর্য্যাস্তে) সম্মুখে সমুদ্র। অনন্তবিস্তার নীলাম্বুমণ্ডল * * ফেনিল, নীল, অনন্ত সমুদ্র! উভয় পার্শ্বে যতদূর চক্ষু যায়, ততদূর পর্য্যন্ত তরঙ্গ-ভঙ্গ-প্রক্ষিপ্ত ফেনার রেখা; স্তূপীকৃত বিমল কুসুমদামগ্রথিত মালার ন্যায় সে ধবল ফেনরেখা হেমকান্ত সৈকতে ন্যস্ত হইয়াছে; কাননকুন্তলা ধরণীর উপযুক্ত অলকাভরণ নীল জলমণ্ডলমধ্যে সহস্র স্থানে সফেন তরঙ্গভঙ্গ হইতেছিল। যদি কখনও এমত প্রচণ্ড বায়ুবহন সম্ভব হয় যে, তাহার বেগে নক্ষত্রমালা সহস্রে সহস্রে স্থানচ্যুত হইয়া নীলাম্বরে আন্দোলিত হইতে থাকে, তবেই সে সাগরতরঙ্গক্ষেপের স্বরূপ দৃষ্ট হইতে পারে। এ সময়ে অস্তগামী দিনমণির মৃদুল কিরণে নীলজলের একাংশ দ্রবীভূত সুবর্ণের ন্যায় জ্বলিতেছিল।

—কপালকুণ্ডলা।

পরিশিষ্ট

(গ)—বঙ্কিম-প্রতিভার পরিচয়

মতদ্বৈধতা।—কবি কহিয়াছেন,—"কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি।" মানুষ মরে, কিন্তু তাহার কীর্ত্তি চিরদিন অক্ষয় থাকে। বঙ্কিমচন্দ্র মর্ত্ত্যলীলা শেষ করিয়া মনুষ্যবুদ্ধির অপরিজ্ঞাত প্রদেশে চিরশান্তির সুস্নিগ্ধ ক্রোড়ে বসতি করিতেছেন; এই মায়ামমতাময় মর-জগতের সহিত তাঁহার আর কোন সম্বন্ধ নাই; * * কিন্তু তাঁহার কীর্ত্তি আজিও দেদীপ্যমান—যত-দিন বঙ্গভাষার জীবনীশক্তি থাকিবে, ততদিন তাঁহার স্মৃতি মধুর হইতে মধুরতর ভাবে আমাদিগের হৃদয়ে অঙ্কিত রহিবে,—জীবিতের সমক্ষে চিরদিন অতীতের সাক্ষ্য ঘোষণা করিবে।

জীবিতাবস্থায় মনুষ্যের সকল অঙ্গ সমালোচনার সুযোগ ঘটে না। মৃত্যুর পর আমরা তাঁহার * * অক্ষয় সম্পত্তি—কীর্ত্তি—লইয়া নিজ নিজ ধারণা ও বিশ্বাস মতে 'ভাঙ্গা-গড়া' করি,—* * * তাঁহার প্রতিভার পূজা করিতে অগ্রসর হইয়া নানা মতভেদে প্রবৃত্ত হই। * * * বঙ্কিমচন্দ্রকে লইয়াও সেইরূপ মতভেদ দেখা যায়;—'অসাধারণ চিন্তাশীল নেশন-সম্পাদক' মহাশয় বলিয়াছেন—

"Babu Bankim Chandra had a many-sided mind and a varied activity, but it is a novelist that he will live."

'নব্যভারত'-সম্পাদক দেবীপ্রসন্ন বাবু তাহা স্বীকার করেন নাই—তিনি বলিয়াছেন—

"বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা ভাষা-সংস্কারে এবং উদার ধর্ম্মমত প্রচারেই অধিকতর স্ফূর্ত্তি পাইয়াছে; তাঁহার অপেক্ষা কালে ভাল উপন্যাসকার বা সমালোচক আবির্ভূত হওয়া সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু তাঁহার ন্যায় ধর্ম্ম সম্বন্ধে সুচিন্তাশীল পণ্ডিতের অভ্যুত্থান হওয়া কঠিন।" *

---

* নব্যভারত।—১২শ খণ্ড, ১ম সংখ্যা, ৩৭ পৃঃ।

"নেশন-সম্পাদক মহাশয় (আপন মতের) বিশেষ কোন প্রমাণ দেন নাই" সত্য, কিন্তু 'নব্যভারত'-সম্পাদক মহাশয়েরও আপন মত সমর্থনকল্পে বিশেষ কৃতকার্য্যতার চিহ্ন দেখা যায় নাই। ঈশা, মহম্মদ, বুদ্ধ, চৈতন্য, শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি মহাত্মগণ যে যে সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তৎকালীন লোক সকলের ধারণা হইয়া থাকিবে যে, তাঁহাদিগের "ন্যায় ধর্ম্ম সম্বন্ধে সুচিন্তাশীল" মহাত্মার অভ্যুত্থান আর কখনও ঘটিবে না, অথচ তাঁহাদিগের প্রত্যেকের পরেই তত্তুল্য মহাত্মা ইহ-সংসারে আবির্ভূত হইয়া ধর্ম্ম-জগতে তুমুল আন্দোলন করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান যুগেও স্বর্গত মহাত্মা রামমোহন রায়ের পরে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন, সাধু রামকৃষ্ণ পরমহংস প্রভৃতি অসাধারণ চিন্তাশীল ধার্ম্মিকের অভ্যুত্থান ঘটিয়াছে এবং "প্রতিভার অবতার বঙ্কিমচন্দ্র"কেও আজ, ততোধিক উচ্চ আসনে না হউক, তাঁহাদিগের পার্শ্বে স্থান দেওয়া হইতেছে। ফলতঃ, মধ্যে মধ্যে এইরূপ ধর্ম্মবীরগণের অভ্যুত্থান হওয়াই সম্ভব, নতুবা "সম্ভবামি যুগে যুগে"—এই ভগবদুক্তি ব্যর্থ হয়। বঙ্কিমবাবুর ন্যায় উপন্যাসকার বা সমালোচকও কালক্রমে আবির্ভূত হওয়া অসম্ভব না হইতে পারে, কিন্তু তিনিই যে এ পথের প্রধান প্রদর্শক—বঙ্গসাহিত্যসেবী সকলকেই চিরকাল অকপটে সে কথা স্বীকার করিতে হইবে। তাঁহার ধর্ম্মানুশীলনের মূলেও ঐ সুকুমার সাহিত্য-চর্চ্চা; তাঁহাপেক্ষা অধিকতর চিন্তাশীল ধার্ম্মিকের অভ্যুত্থানে তাঁহার নাম বিস্মৃতির অন্তরালে বিলুপ্ত হইতে পারে, কিন্তু তাঁহাপেক্ষা লক্ষগুণে শ্রেষ্ঠ উপন্যাসকার জন্মিলেও তিনি বঙ্গের বর্ত্তমান রীতির উপন্যাসকারদিগের অগ্রগণ্য বলিয়া সাহিত্যজগতে চিরদিন সমভাবে পূজিত হইবেন, সন্দেহ নাই। অতএব 'নব্যভারত'-সম্পাদক অপেক্ষা 'নেশন'-সম্পাদক মহাশয়েরই দূরদর্শিতার অধিক পরিচয় পাওয়া যায়। আর এক কথা;—বঙ্কিমচন্দ্রের

'ধর্ম্মতত্ত্ব' সম্বন্ধে সম্প্রদায়গত মতভেদ লক্ষিত হয়, কিন্তু তৎপ্রণীত উপন্যাসের প্রতিপত্তি সর্ব্বজনীন ;—ধনী, দরিদ্র, ইতর, ভদ্র, পণ্ডিত, শিক্ষানবিশ, তাঁহার উপন্যাস পড়েন নাই, পড়িয়া মুগ্ধ হয়েন নাই, এবং ভূয়সী প্রশংসা করেন নাই—বঙ্গে এরূপ পাঠক নিতান্ত বিরল। সুতরাং তৎকথিত ধর্ম্মতত্ত্ব অপেক্ষা তৎপ্রণীত উপন্যাসের অভিনবত্ব তাঁহার অধিকতর নিজস্ব সম্পত্তি এবং অধিক কাল স্থায়ী হওয়াই সম্ভব।

প্রতিভার লক্ষণ নির্ণয় প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের উপর তাহা আরোপ করিতে গিয়া 'নব্যভারত'-সম্পাদক মহাশয় কিঞ্চিৎ ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, দেখা যায়। গুণমুগ্ধ ভাবুকের পক্ষে এরূপ ভ্রম অসম্ভব নহে, কিন্তু তাহা একদেশদুষ্ট হইলে স্বর্গত মহাত্মার প্রতি অবিচার হয়, এজন্য এস্থলে আমরা তাহার উল্লেখ করিতেছি। সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন—

"প্রতিভার দ্বিতীয় লক্ষণ, মতের স্থিরতা ; তাহা কখনও পরিবর্ত্তিত হয় না। যাঁহাদের মত মিনিটে মিনিটে পরিবর্ত্তিত হয়, তাঁহারা প্রকৃত প্রতিভাশালী লোক নহেন। মহতের মহত্ত্ব এইখানে,—তাঁহারা যাহা বুঝেন, তাহা জীবন বিসর্জ্জনেও পরিত্যাগ করেন না। * * রামমোহন অবিচলিত, বিদ্যাসাগর অবিচলিত, * * এবং আমাদের বঙ্কিমচন্দ্র অবিচলিত। * * তাঁহার ধর্ম্মমত যে অক্ষুণ্ণ, অবিচলিত, অপরিবর্ত্তিত, তাহা তাঁহার সমুদ্রযাত্রা সম্বন্ধীয় মতে শেষবার পরিব্যক্ত। কেশবচন্দ্র যে আমরণ আপন মত পরিত্যাগ করেন নাই, সকলেই জানেন ; * * বঙ্কিমচন্দ্রেরও মত অক্ষুণ্ণ।'"*

আমাদিগের দেশীয় প্রতিভাবান্ পুরুষ রামমোহন, বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার এ স্থান নহে ; কেবল বঙ্কিমচন্দ্রের মতের অবিচলতা সম্বন্ধে সেই মহাত্মা স্বয়ং যে কথা বলিয়াছেন, আমরা এস্থলে তাহাই পাঠকবর্গের সমক্ষে ধারণ করিব। দ্বিতীয় সংস্করণ কৃষ্ণচরিত্রের ভূমিকায় বঙ্কিমবাবু লিখিয়াছেন—

"আমি বলিতে বাধ্য যে, প্রথম সংস্করণে যে সকল মত প্রকাশ করিয়াছিলাম, এখন

---

* নব্যভারত। দ্বাদশ খণ্ড, প্রথম সংখ্যা, ৩৯ পৃষ্ঠা।

তাহার কিছু কিছু পরিত্যাগ এবং কিছু কিছু পরিবর্ত্তিত করিয়াছি। * * এরূপ মত-পরিবর্ত্তন স্বীকার করিতে আমি লজ্জা করি না। আমার জীবনে আমি অনেক বিষয়ে মত পরিবর্ত্তন করিয়াছি—কে না করে? কৃষ্ণ বিষয়েই আমার মতপরিবর্ত্তনের বিচিত্র উদাহরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বঙ্গদর্শনে যে কৃষ্ণচরিত্র লিখিয়াছিলাম, আর এখন যাহা লিখিলাম,—আলোক অন্ধকারে যতদূর প্রভেদ, এতদুভয়ে ততদূর প্রভেদ। মত-পরিবর্ত্তন—বয়োবৃদ্ধি, অনুসন্ধানের বিস্তার, এবং ভাবনার ফল। যাঁহার কখন মত পরিবর্ত্তিত হয় না, তিনি হয় অভ্রান্ত দৈবগুণবিশিষ্ট, নয় বুদ্ধিহীন এবং জ্ঞানহীন। যাহা আর সকলের ঘটিয়া থাকে, তাহা স্বীকার করিতে আমি লজ্জাবোধ করিলাম না।"

বঙ্কিমবাবু স্বয়ং যাহা বলিতে লজ্জাবোধ করেন নাই, আজ তাঁহার গুণমুগ্ধ উপাসকেরা সে কথা বলিতে ঘোর লজ্জিত ও কুণ্ঠিত, বরং তাহা অস্বীকার করিতে প্রকাশ্যভাবে উদ্যত!—কোথা আলোক-অন্ধকারের প্রভেদ, আর কোথায় আমরণ অক্ষুণ্ণতা!—রামমোহন, বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র প্রভৃতি মহাত্মারা, 'নব্যভারত'-সম্পাদক মহাশয়ের বিবেচনায়, "অভ্রান্ত দৈবগুণবিশিষ্ট" কি না বলিতে পারি না, কিন্তু, তাহা না হইলে, বঙ্কিমবাবুর মতে, তাঁহারা "বুদ্ধিহীন এবং জ্ঞানহীন" বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছেন,—অন্ততঃ, সম্পাদক মহাশয়ের নির্ণীত লক্ষণে, বঙ্কিমবাবু স্বয়ং ঐ দুই বিশেষণে বিশেষিত হইতে বসিয়াছেন!—মৃত মহাত্মারা কীর্ত্তি রাখিয়া চলিয়া যান, জীবিত থাকিয়া তাহার আলোচনায় আমাদিগকে কি গণ্ডগোলেই পড়িতে হয়!

সমাজ-সংস্কার-কার্য্যে উদারতা লইয়া বঙ্কিমবাবু শেষ জীবনে কাহারও প্রিয়, কাহারও অপ্রিয়, হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। মহাত্মা এমার্সনের দোহাই দিয়া বিজ্ঞ সম্পাদক মহাশয় বলিয়াছেন—

"প্রকৃত প্রতিভার পরিচয় জীবন-কাহিনীতে নয়—সৌন্দর্য্য গ্রহণে, পুস্তকের চরিত্র-সৃজনে ও কষ্টসহিষ্ণুতাতে। বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে এ কথা খুব খাটে।"*

---

* নব্যভারত। দ্বাদশ খণ্ড, প্রথম সংখ্যা, ৩৪ পৃষ্ঠা।

এ কথায় কোন মতভেদ ঘটিতে পারে না। মতস্থিরতা সম্বন্ধে এস্থলে আমরা বঙ্কিমবাবুর স্বকীয় রচনা হইতেই তাঁহার প্রতিভার পরিচয় দিলাম। সমাজ-সংস্কার-ঘটিত কথাও তাঁহার গ্রন্থ হইতেই স্থানান্তরে চয়ন করা হইল।

—জ্যোতিঃ।*

*[illegible]০১ বঙ্গাব্দে বর্ত্তমান চয়নকার-লিখিত 'সমাজ-সংস্কার ও স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র'-শীর্ষক প্রবন্ধের সারাংশ।